মণ্ডল বুক হাউস ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

ভাদ্র ১৩৭২

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল

৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

শ্রীগণেশ বসু

৫৯৫, সারকুলার রোড

হাওড়া-৪

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্ হাউস

৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

জগন্নাথ পান

শান্তিনাথ প্রেস

১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা-৯।

শ্রীমান মিহির কুমার চক্রবর্তী

কল্যাণবরেষু

১

সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে মনে হচ্ছিল ডেল ফিশারের।

ডেল ফিশার—আমেরিকার এক নম্বর গুপ্তচর, সাঙ্কেতিক নম্বর ডবল এক্স ওয়ান। তার কীর্তিকলাপে অন্যান্য রাষ্ট্রের গুপ্তচরদের প্রধানরা হতচকিত এবং শঙ্কিত। তার বুদ্ধির কাছে বিদেশী গুপ্তচরেরা বারবার পর্যুদস্ত। সেই ডেল ফিশারের বুদ্ধিতেও এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত আয়োজন কেমন যেন বিসদৃশ মনে হতে লাগল। জেনারেলের কি মতলব কে জানে!

জেনারেলের কথা মনে হতেই একটু থমকিয়ে যায় ডেল। কী যে তাঁর আসল নাম—কেউ জানে না। তিনিই কি তাঁর নাম জানেন? সকলেই তাঁকে ডাকে 'জেনারেল' বলে। কোথায় তাঁর অফিস—কেউ জানে না। যদি কেউ জানত তবে বিদেশী গুপ্তচরেরা তাঁকে সমেত সেই বাড়িটা উড়িয়ে দিত কবে! জেনারেল হয়েছেন আমেরিকার কাউণ্টার-এস্পায়নেজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁর আদেশে হাজার হাজার আমেরিকার গুপ্তচর সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাঁর নির্দেশমতো কাজ করে যাচ্ছে।

টোকিওতে একটা মস্ত বড় কাজ হাসিল করার পর দু'মাসের ছুটি ডেল পুরস্কার পেয়েছিল। জেনেভার লেকের ধারে এই ছুটিটা সে মনের আনন্দে উপভোগ করছিল। হঠাৎ জেনারেলের ফোন—এখনই প্যারিসে চলে যাও। প্যারিসে গিয়ে ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করো।

ওয়াকার হয়েছে প্যারিসের আমেরিকান এম্বাসির মিলিটারি এটাশে।

একটা রেস্তোরাঁয় বসে বিয়ার খেতে খেতে ওয়াকার যে কাজের কথা বললো তাইতেই ডেলের মেজাজ বিগড়িয়ে গেল। জিনজোটি নামে এক গুপ্তচরকে আমেরিকা থেকে চলে যেতে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে করে সে কতগুলি গোপন খবর মাইক্রোফিল্ম করে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। প্যারিসে সে আজ সকালেই প্লেনে করে এসেছে। অন্য কোনো দেশকে সেই খবর বিক্রি করে দেওয়ার আগেই তা উদ্ধার করা চাই।

ওয়াকার বললো—জেনারেল তোমার কাজটা অনেকখানি হাল্কা করে দিয়েছেন। প্লেনে ঠিক তার পাশের আসনেই বসার বন্দোবস্ত হয়েছিল ডালিয়ার। ডালিয়ার ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল যে সে জিনজোটির সঙ্গে আলাপ করে যেন তারই সঙ্গে হোটেলে ওঠে। ডালিয়া তার চেয়েও বেশি করেছে। জিনজোটি ডালিয়াকে দেখে প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে 'নেপোলিয়োঁ' হোটেলে ঠিক তার পাশের ঘরেই রেখেছে। ডালিয়া সকালে টেলিফোন করে তবে এই খবর দিয়েছে।

ডেল বলল—সবই বুঝলুম, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হচ্ছে না?

ওয়াকার জবাব দিল—কাজটা তেমন কঠিন বলে মনে হয় না। আজ রাত দশটার সময় ডালিয়া জিনজোটিকে নিয়ে বাইরে ডিনার খেতে যাবে। তুমি সেই সময় জিনজোটির ঘরে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে সেই মাইক্রোফিল্মটা পাও কি না। তার জিনিস-পত্রের মধ্যে কিংবা ঘরে না থাকলে নিশ্চয়ই তা তার সঙ্গে থাকবে। ডালিয়াকে নিয়ে জিনজোটি ফিরলে পর দুজনে মিলে জোর করে তার কাছ থেকে আদায় করতে হবে। বুঝলে?

ডেল মাথা নেড়ে বলল—ঠিক বুঝলাম না। এই কাজটা যে কেউ করতে পারত ; তার জন্য আমাকে জেনেভা থেকে তড়িঘড়ি ডেকে আনা কেন ?

ওয়াকার জবাব দিল—এর উত্তর জেনারেলই শুধু দিতে পারেন। আমার ওপর যা হুকুম, আমি তা-ই শুধু তোমাকে জানিয়ে দিলাম।

ডেল এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেই উড়ে-যাওয়া ধোঁয়াকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। একটু পরে মাথা নেড়ে সে বললো—এ ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। যাক, সে কথা এখন ভেবে আর লাভ নেই। আমার জন্য কোনো নতুন পাশপোর্ট এনেছ ?

ওয়াকার মাথা নেড়ে বলল—এমন কোনো কথা আমাকে জেনারেল জানান নি। তোমার নাম বদলিয়ে কাজ করার হলে অবশ্যই তিনি জানাতেন।

ডেল অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওয়াকারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এরকম ব্যাপার এর আগে আর কখনো ঘটে নি। ডেল ফিশার নামটি পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের সমস্ত গুপ্তচরচক্রই জানে। সুতরাং সে এখানে মাথা গলালেই অন্যদেশের গুপ্তচরেরা তার খোঁজ নেবেই এবং তার খোঁজ একবার পেলে সকলে মিলে তাকে ছিঁড়ে খাবে।

বিয়ারের গেলাসটা শেষ করে ডেল বললো—তার মানে হোটেলে আমার নিজের নামেই ঘর নিতে হবে। এর চেয়ে ভাল টার্গেট আর শত্রুদের কাছে কি হতে পারে ?

ওয়াকার তাকে বললো—হোটেলে থাকার তোমার বিপদটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কি করতে পারি বল ? এম্‌ব্যাসির কোনো

বাড়িতে তোমাকে রাখা সম্ভব নয়, কারণ আমরা সরকারীভাবে কোনো দায়িত্ব নিতে পারব না। অত্যন্ত প্রয়োজন হলে তোমাকে আমরা সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ সেই সাহায্য না নিয়ে তুমি কাজ করতে পার ততই আমাদের পক্ষে ভাল।

আমাকে সাহায্য করার মতো কোনো লোক পাব কি? প্রশ্ন করল ডেল।

সে ব্যবস্থা করে রেখেছি,—উত্তর দিল ওয়াকার।— 'লা ভিস্তা' বার-এ ওয়েট্রেসের কাজ করে সুজান। কোড নম্বর সি-ফাই নাইন ফোর। সে-ই তোমার কণ্ট্যাক্ট। বাড়ির ঠিকানা দশ নম্বর রু্য ভিনসেণ্ট। তোমার জানাশোনা—ট্রিপোলিতে তোমার সঙ্গে কাজ করেছে। আমি চাই না যে তুমি সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমার যা জানার প্রয়োজন তা সুজানকে বললেই আমি জানতে পারব। আমি। 'লা ভিস্তা' বার-এ সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা তিন বেলাই যাই। খুব জরুরি দরকার পড়লে আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। আচ্ছা, চলি—

ওয়াকার হন্‌হন্ করে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইল ডেল ফিশার। এরকম অবস্থার সম্মুখীন আর সে হয় নি। অনেক বছর ধরে সে জেনারেলকে জানে। তাঁর কোনো কাজে ফাঁকি নেই। তাঁর প্রত্যেকটি কাজই নির্দিষ্ট; কিন্তু এই প্রথমই সে জেনারেলের মতলবের কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেল না। ওয়াকারের কাছ থেকে সে তার কাজের বিশেষ কিছুই জানতে বা বুঝতে পারে নি। জিনজোটি নামে এক গুপ্তচরকে আমেরিকা থেকে প্যারিসে পালিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জেনারেল স্পষ্ট জানেন সে কিছু গুপ্ত তথ্য নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমে-

রিকায় ধরে সেই গুপ্ত তথ্য ছাড়িয়ে নিতে বাধা ছিল কোথায় : প্যারিসে একবার পৌঁছুলে পর সেই গুপ্ত তথ্য বার করা যে কত কঠিন তা কি জেনারেল জানেন না ?

যাক গে। এখন তার কাজ শুরু হবে রাত দশটায়। রাত দশটায় হোটেল নেপোলিয়োঁতে গিয়ে জিনজোটির ঘর খুঁজে দেখতে হবে। রাত দশটা পর্যন্ত সে বিশ্রাম নিতে পারে, কিন্তু কোথায় ? স্বনামে কোনো হোটেলে গিয়ে সে উঠতে চায় না। শত্রুপক্ষ বোকা নয়—তারা সকলের ওপরই নজর রাখে, তার ওপরও নজর রাখবে।

দাম চুকিয়ে দিয়ে ডেল ফিশার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এদিক ওদিক একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে সে সোজা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় দোকানের শো-উইণ্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরের সাজানো জিনিসগুলিকে দেখতে লাগল, কিন্তু আসল দৃষ্টি কাঁচের ওপর। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হতে চায়। সন্দেহজনক কাউকে না দেখে সে হঠাৎ একটা ট্যাক্সি থামিয়ে চেপে বসল। ড্রাইভারকে বললো—চলো 'লা ভিস্তা' বার-এ।

কাজ শুরু করার আগে তার সহকর্মিণীর সঙ্গে একবার আলাপ করে নেওয়া দরকার।

আমেরিকান এম্ব্যাসির কাছাকাছি রু ছ্য লা বাথ-এর ওপর 'লা ভিস্তা' বার। সুন্দর ভদ্র পল্লী। বার-এর ভিতরও সুন্দর রঙ্-করা, পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো। উজ্জ্বল আলো থেকে হঠাৎ বার-এর চাপা-আলোয় এসে ডেল প্রথমে ঠিক ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিল

না। চোখ সয়ে গেলে সে চারদিক তাকাতে তাকাতে লাল-নীল-সবুজ-সাদা-হলদে রঙ্-করা সাজানো টেবিলগুলোর দিকে এগোতে লাগল। একটি মেয়ে বার-এর কাউন্টারে দাঁড়িয়ে, আর তিনটি ওয়েট্রেস ঘুরে বেড়াচ্ছে মদ কিংবা খাবার হাতে। এদের মধ্যে সুজান কে হতে পারে ? ভাবতে ভাবতে ডেল বার-এর এক কোণে একটি টেবিলের সামনে একটি সোফায় বসে পড়ল।

তখনও বার-এ তেমন লোকজন আসে নি। লাঞ্চ-এর সময়েই ভিড় হবে। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ডেল ওয়েট্রেস তিনটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। হঠাৎ একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললো— রাই, না মার্টিনি ?

চমকিয়ে তাকালো ডেল। তাদের সঙ্কেত 'রাই, না মার্টিনি'। তবে এ-ই মেয়েটাই সুজান! ওয়েট্রেসের বিচিত্র সাজে তাকে ঠিক চিনতে পারে নি ডেল। প্রায় বছর তিনেক পরে দেখা।

ডেল চেনার ভান না করে বলল—মার্টিনি। তোমার নম্বর ?

সি ফাইভ নাইন ফোর—বললো সুজান।

সামনের মেনুকার্ডটা দেখতে দেখতে বলল—আমাকে চিনতে পেরেছ নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ—জবাব দিল সুজান।

এখন আমাকে তাড়াতাড়ি একটা স্টীক আর ডবল মার্টিনি এনে দাও। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা বলার আছে। তোমার ছুটি কখন ?

সুজান বলল—ছুটি তিনটেয়, সাতটা পর্যন্ত।

আর বেশি কথা না বলে সুজান চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেই সে ফিরে এল। টেবিলের ওপর সে মার্টিনির গেলাস ও স্টীকের প্লেট

রাখল। ডেল প্লেটটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। স্টীকের পাশে একটা চাবি।

সুজান বলল—আমার ঠিকানা দশ নম্বর র‍্যু ভিনসেণ্ট। দোতলায় বাইশ নম্বর ফ্ল্যাট। এখান থেকে গিয়ে আপনি আমার ওখানে বিশ্রাম করুন। আমি তিনটে নাগাদ যাব। দরজা ধাক্কার সঙ্কেত হবে দুটো আস্তে শব্দ, পরেররটা জোরে।

ডেল আর কোনো কথা না বলে খেতে শুরু করল। খাওয়ার শেষে দাম দিয়ে সে কোনো দিকে না তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সামনের বারান্দায় পায়ের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠল ডেল। শব্দটি এসে থামলো ঠিক দরজার সামনে। এবারে দরজায় টক্ টক্ শব্দ —দুটো আস্তে, একটা জোরে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা খুলে দিল ডেল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো সুজান।

বললো—আমি জানতাম না যে আপনি আসবেন, নয়তো ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রাখতাম। একা থাকি—গুছিয়ে রাখতেও ভাল লাগে না। যাই হোক্—অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। সেই ট্রিপোলিতে—আজ প্রায় তিন বছর হল, না? তা হবে—বললো ডেল।

কাল আমাকে মিঃ ওয়াকার খবর দিয়েছিলেন যে আপনি আসবেন —বললো সুজান। অনেকদিন বেকার বসে আছি। আপনার সঙ্গে কাজ করতে হবে শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল। মাঝে বছর খানেক আগে একবার কিছুদিন মিঃ হুবার্টের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। উনি শুধু এক্স, আপনি তো ডাব্‌ল্ এক্স—

ডেল তাকে থামিয়ে বললো—তোমার প্রথম কাজ হলো আমার

থাকার একটা আস্তানা জোগাড় করে দেওয়া। নিজের নামে হোটেলে থাকতে চাই না। কাছাকাছি জানাশোনা কোনো থাকবার জায়গা জানা আছে?

আমার বুড়ী পিসীর বাড়ি আছে বললো সুজান।—তবে তা শহর ছাড়িয়ে। অনেক দূর বলে আমি এখানে থাকি। এই বাড়িতেই বোধহয় এক ঘরের একটা ফ্ল্যাট খালি আছে। কেয়ারটেকারকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।

সুজান টেলিফোনটা তুলে কিছুক্ষণ কথা বলে টেলিফোনটা রেখে দিল। ডেলকে বললো—না, এখন আর খালি নেই। দু-একদিন খোঁজ না করে বলাও যাবে না। মিঃ ওয়াকার চেষ্টা করলে একটা জোগাড় করে দিতে পারেন। যতদিন না পাচ্ছেন, আমার এই ফ্ল্যাটেই থাকতে পারেন—দুটো ঘর আছে, চাবিও আছে দুটো। আচ্ছা, একটু বসুন। আমি দু'কাপ কফি নিয়ে আসি।

কফি খেতে খেতে সুজান জিজ্ঞাসা করলো—আমার কাজ কি হবে? ছুটি নিতে হবে কি?

এখনই ঠিক ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন নেই,—বললো ডেল।—কারণ আপাতত কাজ যা দেখছি তা' বিশেষ গোলমালের নয়। জেনারেল সব ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। আজ রাত দশটায় আমি হোটেল নেপোলিয়েঁাতে যাব। ডালিয়া তখন জিনজোটিকে নিয়ে ডিনারে থাকবে। সুতরাং কাজটা খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

সুজান বললো—এই কাজের জন্য আপনাকে নিয়ে আসতে হলো। একাজ তো আমিই করতে পারতাম।

আমিও তো তাই ভাবছি—বললো ডেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডেল ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ডেল

জিজ্ঞাসা করলো—ডালিয়া কি তোমাকে টেলিফোন করেছিল ?

না—উত্তর দিল সুজান।—অথচ মিঃ ওয়াকার বলেছিলেন যে ডালিয়া সময়মতো আমাকে হয় এখানে, নয় বার-এ টেলিফোন করবে।

ডেল বললো—ওয়াকার আমাকে বলেছিল প্ল্যান বদলিয়ে গেলেই শুধু ডালিয়া টেলিফোন করবে। এভাবে বিনা কারণে টেলিফোন করাটা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। ডালিয়া যখন টেলিফোন করে নি তখন ধরে নিতে হবে যে প্ল্যান ঠিক আছে।

সুজান প্রশ্ন করলো—ডালিয়া কি খুব কাজের ?

তাইতো জানি,—হেসে বললো ডেল।—খুব কাজের না হলে জেনারেল কাউকে কোনো কাজ করতে দেন না। যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমতী আর সেইরকম কাজের।

২

হোটেল নেপোলিয়োঁ।

এলিভেটরে করে ডেল উঠে এল বারো তলায়। সামনের বারান্দাটা একেবারে অন্ধকার। আশেপাশের কোনো ঘর থেকে একটুও আলো আসছে না। না আসাই স্বাভাবিক, কারণ এখন কেউ হোটেলের ঘরে থাকে না। সকলেই নীচে নেমে গিয়েছে—হয় এই হোটেলের বল রুমে, নয়তো অন্য কোনো হোটেল-রেস্তোরাঁয়।

তবু বারান্দাটা যেন বেশি রকমের অন্ধকার মনে হচ্ছে। এলিভেটরে উঠতে উঠতে অন্যান্য তলার বারান্দায় সে মিষ্টি মৃদু আলো দেখতে পেয়েছিল। কেমন যেন এক অস্বস্তিতে ডেলের মনটা ভরে গেল বারান্দার আলোগুলো কেউ কি ইচ্ছা করে নিবিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকারে চোখ দুটোকে সইয়ে নিয়ে পেন্সিল-টর্চটা হাতে নিয়ে ঘরের নম্বরগুলো দেখতে দেখতে ডেল চুপি চুপি এগোতে লাগলো। চোখ কান তার একান্ত সজাগ, যে কোনো জরুরি অবস্থার জন্যই সে প্রস্তুত। আর একবার টর্চের আলো সে জ্বালালো। হ্যাঁ, এই ঘরটাই জিনজোটির। পাশের ঘরটি তবে ডালিয়ার।

ডেল ডালিয়ার ঘরের দরজায় একবার দাঁড়ালো। ধাক্কা দিয়ে দেখলো যে দরজা বন্ধ। আবার ফিরে এল জিনজোটির ঘরের সামনে। দরজায় আস্তে একবার ধাক্কা দিল। এ ঘরও বন্ধ। দু'জনেই তবে তাদের পরিকল্পনামতো ডিনারে বেরিয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে বারান্দাটা একবার ভাল করে দেখে নিল—কেউ কোথাও নেই। পকেট থেকে একটা সরু তার আর ছোট্ট একটা ছুরির ফলা বার

করে ডেল দরজার তালাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। একটু পরেই 'ক্লিক' করে শব্দ হওয়ামাত্র সে বুঝতে পারলো যে তালা খুলেছে। একটু দম নিয়ে সে আস্তে আস্তে দরজার একটা পাল্লা খুলে ভিতরটা তাকিয়ে দেখলো—একেবারে অন্ধকার। দরজাটা আর একটু ফাঁক করে সে ঘরে ঢুকে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহে সে সচেতন হয়ে উঠে কি করবে ভাবতে না ভাবতেই হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো।

ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি লোক, দুজনের হাতেই রিভলভার। ভাববার সময় নেই। এক মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করেই সে কাছাকাছি লোকটিকে তাক করে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে 'কক্' করে একটা শব্দ, ডেলের কাঁধের কাছটা যেন জ্বলে গেল। যাকে লক্ষ্য করে ডেল লাফিয়েছিল, তাকে জড়িয়ে নিয়ে সে মাটিতে পড়লো। দুজনে জড়াজড়ি করে মারপিট করতে লাগলো। ডেল সব সময় লক্ষ্য রাখছিল যাতে বন্দুকধারী আর একটি লোকের কাছ থেকে সে দূরে থাকে, যেন গুলি ছুঁড়লে তার শত্রুর গায়ে লাগে। তারপর সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার শত্রুর গলাটা টিপে ধরলো। মুখ দিয়ে একবার ঘড়ঘড় করে শব্দ করে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বুকের সঙ্গে মৃত শত্রুকে চেপে ধরে সে দম নিতে লাগলো, তারপর ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। এক নম্বর লোকটি রিভলভার ধরে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। গুলি করতে তার সাহস হচ্ছে না। একটা গুলি সে বোকামি ক'রে ক'রে ফেলেছে। গুলির শব্দ শুনে কেউ আসে নি, কিন্তু দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনে যে লোকজন আসবে না—তার স্থিরতা নেই। তা'ছাড়া গুলি করলেও সে গুলি মৃত দু'নম্বরের গায়ে লাগারই সম্ভাবনা।

ডেল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এক নম্বরের দিকে। সুযোগ খুঁজছিল সে, এক নম্বরকে এক মুহূর্ত অসতর্ক দেখলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এক নম্বর হঠাৎ তার রিভলভারটি নামিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এমন নিশ্চিন্তভাবে সে দাঁড়ালো যে ডেলের সন্দেহ হলো। পিছনে ফিরে তাকানোর আগেই পিছন থেকে সজোরে একটা ভারি জিনিস তার মাথায় এসে পড়লো। চোখের সামনে নানা রঙের ফুলঝুরি, বিদ্যুতের চমক···ডেল জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্বাস নিতে গেলেই পাঁজরায় যেন ছুরি বসে যাচ্ছে। ডেল বুঝতে পারে যে তার শত্রুরা তার অজ্ঞান অবস্থায় জুতো দিয়ে লাথি মারতে কোনোরকম কার্পণ্য করে নি। নিশ্বাসপ্রশ্বাস তার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না। হয়তো চোখ খুললেই দেখবে যে রিভলভার হাতে সেই দুই শয়তান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার চেয়ে আরো কিছুক্ষণ অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থাকা ভাল। গায়ে জোর ফিরে আসুক, তারপর আর একবার না হয় লড়াইয়ের চেষ্টা করে দেখা যাবে।
চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে সে কান দুটোকে খাড়া করে রাখলো। ঘরের মধ্যে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সেই দুই শয়তান ঘরে থাকলে একটু না একটু শব্দ হতো। কিংবা সিগারেটের গন্ধ···। কিন্তু তেমন কিছু নেই। তবে কি ডেল মরে গেছে ভেবে শয়তানরা পালিয়ে গেছে?
ডেল আস্তে আস্তে চোখ খুললো। ঘরটা তখনও অন্ধকার। মাথা

ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চাইল—কাউকে দেখতে পেল না। যন্ত্রণায় একবার অস্ফুট আওয়াজ করলো, তবু কোনো শব্দ সে শুনতে পেল না। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো ডেল। তবে শয়তান দুটো সত্যি সত্যিই চলে গেছে। আস্তে আস্তে সে দাঁড়ালো, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে সে বিছানাটার ওপর বসে পড়লো। মাথা তখনও ঝিম ঝিম করছে, শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে দাপাদাপি শুরু করেছে।

একবার সে ভাবতে চেষ্টা করলো। ঘরে সে মাত্র দুজনকেই দেখেছিল, কিন্তু আর একজনও নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ছিল। হয়তো তারই জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তিন নম্বরটি না থাকলে ডেল এক নম্বরকেও দু'নম্বরের মতো ঠিক ঘায়েল করে ফেলতে পারতো।

কিন্তু এই তিনটি লোক কারা? কোন্ দেশের? জিনজোটির খোঁজ যে তারা ঠিক সময়ে পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর একথাও তারা ঠিক জানতে পেরেছে যে দশটার পর জিনজোটি তার ঘরে থাকবে না। এইটুকু বোধহয় তারা জানতো না যে ডেলও ঠিক তাদের মতোই দশটার পরে জিনজোটির খোঁজ করতে আসবে।

একটু সুস্থ হয়ে ডেল উঠে দাঁড়ালো। আলো জ্বেলে একবার ঘরটা খুঁজে দেখা দরকার। যতদূর তার মনে পড়ে দরজার গোড়ায় তার হাত থেকে টর্চটা পড়ে গিয়েছিল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে টর্চটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। টর্চটা জ্বেলে দেখলো ঘরের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। সমস্ত সুটকেশ খোলা, জামাকাপড় ছড়ানো। আলমারি, দেরাজ সমস্ত খোলা। বিছানার অবস্থাও খুব খারাপ।

এরা যে সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং ডেলও যে কিছু খুঁজে পাবে তা তার মনে হলো না। তবু সে-ও সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সুটকেশ, জামাকাপড়, দেরাজ, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল—কোথাও সন্দেহজনক কিছু নেই। একবার বাথরুমটা দেখা দরকার।

বাথরুমের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো ডেল। একটা ভারি কিছু দরজাটাকে চেপে ধরেছে। জোর ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলেই দেখলো একটা লোকের মৃতদেহ। দুই চোখের মাঝখানে গর্ত, আর সেই গর্ত দিয়ে লাল রক্ত গড়িয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

তবে এই লোকটিই জিনজোটি! জিনজোটি তবে ডালিয়ার সঙ্গে ডিনারে যায় নি? তবে ডালিয়া কোথায়?

মৃত জিনজোটির জামাকাপড় জুতো সে হাতড়িয়ে দেখলো। কিছুই পেল না সে। বাথরুমের প্রতিটি আনাচকানাচ সে খুঁজে দেখলো—কোথাও কিছু নেই। তবে হয় জিনজোটি অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা এই শয়তানেরা তা হস্তগত করে সরে পড়েছে।

ডেল আস্তে আস্তে জিনজোটির ঘর থেকে বেরিয়ে ডালিয়ার ঘরের সামনে দাঁড়ালো। ঘরটি তখনও অন্ধকার। শত্রুপক্ষেরা যদি আবার ঠিক আগেকার মতো ডালিয়ার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করে!

ঠিক আগের মতোই সে ডালিয়ার ঘরের তালা খুলে চুপিচুপি ভিতরে ঢুকলো। এবারে আর কেউ আলো জ্বেলে তাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সে টর্চ জ্বেলে ঘরটা দেখতে লাগলো। ছিমছাম সুন্দরভাবে গোছানো। ডেল বুঝতে পারলো না ডালিয়া কোথায় গেছে। কোনো সঙ্কেত, কোনো হদিশ সে রেখে যায় নি। ডেল খুঁটিয়ে তার সব জিনিস দেখতে লাগলো। কিছুই সে পেল না।

আবার সে ফিরে এল জিনজোটির ঘরে। ঘরের কার্পেটটা তুলে সে দেখতে লাগলো। কিছুই পেল না। হঠাৎ মনে হলো সেই এক নম্বর শয়তানের কথা। সে কোথায় গেল? জিনজোটির ঘরে সে নেই। ওকে কি তবে ওরা নিয়ে চলে গেছে? সমস্ত লোকের চোখের সামনে দিয়ে কি করে একটা মৃতদেহকে তারা নিয়ে যাবে?

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। চমকিয়ে উঠলো ডেল। টেলিফোন ধরবে কি ধরবে না! হয়তো এই টেলিফোনের মাধ্যমেই জিনজোটির কণ্ট্যাক্টের একটা সন্ধান পাওয়া যাবে। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল ডেল। মুখের ওপর রুমালটা হাল্কাভাবে ধরে বললো—হ্যালো!

একটি মেয়ে-গলা শোনা গেল—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কস্। পেয়েছেন?

ডেল চমকিয়ে উঠলো। বললো—কে তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের যোগাযোগ কেটে গেল। আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে ডেল জিনজোটির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

৩

বারান্দা তখনও অন্ধকার।

কোনো ঘর থেকে এতটুকু আলোর রেশ আসছে না। সব দরজাই বন্ধ। হোটেলবাসীরা এখনও বার-এ, বল-রুমে ভিড় করে আছে। ডেল পা টিপে টিপে এলিভেটরের কাছে এল। এলিভেটরকে ওপরে আনবার জন্য ঘণ্টার সুইচে হাত দিতে গিয়ে সে হাত সরিয়ে নিল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই ডেল যেন মনের মধ্যে কিরকম এক সঙ্কেত অনুভব করে।

এলিভেটরের কাছ থেকে সরে এসে সে সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নামতে লাগলো। চার-পাঁচ তলা নেমে সে আবার এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। ঘণ্টা বাজাবার জন্য হাত বাড়াতেই একজন 'বেল বয়' এগিয়ে এসে বললো—এই লিফ্‌ট এখন চলবে না।

কেন?—ডেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

একেবারে মুখের কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে সে বললো—জানেন না। একটা লোক খুন হয়েছে। ওকে লিফ্‌টের মধ্যে পাওয়া গেছে। পুলিশ এসেছে—

ডেল বললো—আর এদিকে কোনো লিফ্‌ট আছে?

হ্যাঁ, বাঁদিকে ঘুরে যান—বেলবয় জানালো,—একেবারে বার-এর সামনে গিয়ে নামবেন।

ধন্যবাদ—বলে ডেল এগিয়ে গিয়ে আর একটা লিফ্‌টে করে নেমে সোজাসুজি বার-এ গিয়ে ঢুকলো। ঠিক এখনই বাইরে বেরুতে গেলে পুলিশের নজর পড়তেপারে। একটু সময় পাওয়া দরকার। একবার একটু ভাবাও দরকার।

ডবল হুইস্কি নিয়ে সে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো। আলো-আঁধারী ঘরে অনেক লোক বসে রয়েছে, একটা মিষ্টি বাজনা বেজে চলেছে। ডেল অন্যমনস্কের মতো চারদিক তাকিয়ে একবার দেখলো—চেনাশোনা কেউ নেই। জিনজোটির ঘরের সেই আগন্তুক দুটিকেও সে দেখতে পেল না।

জিনজোটির কি অবস্থা হয়েছে—তা ডেল দেখেছে ; কিন্তু ডালিয়ার কী খবর ? ডালিয়া এখন কোথায় থাকতে পারে ? ডালিয়া কি ওদের আসতে দেখেই সরে পড়েছে ? আর মাইক্রোফিল্মগুলোই বা কোথায় গেল ? জিনজোটির ঘরে সে যাওয়ার আগেই তিনজন লোক এসেছিল। তারা জিনজোটিকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করে কিছু বার করতে পারে নি, পারলে তারা তাকে হোটেলে খুন করতো না। তারা সমস্ত জায়গা খুঁজেছে তাতে সন্দেহ নেই এবং তারা নিশ্চয়ই খুঁজে পায় নি। পেলে তারা জিনজোটির ঘরে থাকতো না। ডেলও খুঁজে দেখেছে—সে-ও পায় নি। অতএব—

অতএব শুধু একটা ব্যাপারই হতে পারে। হয় ডালিয়া সেটি খুঁজে পেয়েছে কিংবা তার ঘর খোঁজ হতে পারে ভেবে জিনজোটিই ডালিয়াকে তা রাখতে দিয়েছে। সুতরাং এখন ডালিয়ার খোঁজ করা দরকার। শত্রুপক্ষ যদি ডালিয়ার খোঁজ পেয়ে থাকে, তবে তারা ডালিয়াকে ছাড়বে না। কিন্তু এরা কারা ? জিনজোটি যাদের হয়ে কাজ করছিল—এরা সে দলের নয়। জিনজোটির দলের লোকরাই বা কোথায় গেল ? কিংবা এ-ও হওয়া সম্ভব যে এই দলেরই হয়ে জিনজোটি কাজ করছিল, এখন বেশি টাকার লোভে ওদের সে ঠকাতে চেয়েছিল। ডালিয়ার খবরটা পেলে সে কিছুটা কিনারা করতে পারে। একবার সুজানের কাছে যাওয়া দরকার।

সুজান যদি ডালিয়ার খবর দিতে পারে। না হলে সুজানকে দিয়ে ওয়াকারকে জানানো দরকার।

হুইস্কির গেলাসটা শেষ করে ডেল 'বার' থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। দুটি পুলিশ তখন হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তারা একবার ডেলের দিকে তাকালো। ডেল লক্ষ্য করলো তা, কিন্তু কোনো কথা না বলে অন্যমনস্কের মতো একটু টলতে টলতে দরজা দিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল।

রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। একটা খালি ট্যাক্সি দেখে ডাক দিয়ে এগোতেই দু'পাশ থেকে দু'টি লোক এগিয়ে এল। দুদিক থেকে তাকে চেপে ধরে কোমরের কাছে রিভলবার চেপে ধরে বললো—একটা কথা বললেই খুন করবো। সোজা আমাদের সঙ্গে হাঁটো।

ডেল একজনকে চিনতে পারলো—জিনজোটির ঘরে তাকে দেখেছে। ডেল বুঝতে পারলো যে এখন পালাবার চেষ্টা করা বৃথা। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে সে লোক দুটির সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিছুদূর গিয়েই একটা গাড়ির দরজা খুলে প্রথম একজন ঢুকলো, তারপর অন্য লোকটি ধাক্কা দিয়ে ডেলকে গাড়িতে ফেলে দিয়ে নিজে উঠে বসলো। ড্রাইভার দু'তিনবার হর্ন বাজানোমাত্র আর দুটি লোক দৌড়ে এসে গাড়ির সামনের সীটে উঠে বসলো।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ামাত্র কে যেন ডেলের কান ঘেঁষে সজোরে রিভলভার দিয়ে আঘাত করলো আর সঙ্গে সঙ্গে ডেল জ্ঞান হারিয়ে সীটের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ডেলের জ্ঞান হলো এক অন্ধকার ঘরে। প্রথমেই সে লক্ষ্য করলো

যে তার কোট, শার্ট, প্যান্ট খুলে নেওয়া হয়েছে। তারপরেই সে বুঝতে পারলো যে তার হাত দুটো পিছমোড়া ভাবে শক্ত করে বাঁধা এবং পা দুটো উঁচু একটা জানালার গরাদে শক্ত করে বাঁধা।

ঘরে সে একা। এটুকুও বুঝলো যে বেশিক্ষণ একা থাকবে না—এখনি শত্রুপক্ষ এসে পড়বে। জিনজোটির হত্যাকারীর দল তাকে হোটেলে ফেলে রেখে গিয়েছিল ঠিক, কিন্তু সে বুঝতে পারে নি যে তারা তার জন্য হোটেলের সামনে আবার ওৎ পেতে থাকবে। বুঝতে পারলে সে হয়তো অন্য ব্যবস্থা করতো।

দরজা খোলার শব্দ সে শুনতে পেয়েই চোখ বুঝে ফেললো। ওদের মতলবটা আগে বোঝা দরকার। ঘরের মেঝেয় জুতোর শব্দ শোনা গেল, তারপরেই একজন বললো—কমরেড এক্স কি বললেন ?

তাতে তোমার কি ?—খেঁকিয়ে উঠলো আর একজন।

না, কিছু না—প্রথমজন উত্তর দিল।—ও মেয়েটা কিছু বলেছে কি না জানতে পারলে সুবিধা হত।

দ্বিতীয় লোকটি বললো—না। ও বলছে যে ওর ওপর হুকুম ছিল শুধু জিনজোটির ওপর লক্ষ্য রাখা। কাল নাকি ওদের একজন নাম-করা স্পাই আসবে। সে এলে পর তারই সব ব্যবস্থা করার কথা।

এ লোকটি কে তবে?—প্রথম লোকটি নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে।

এতক্ষণে ডেল প্রথম একটা অস্ফুট শব্দ করলো। ইচ্ছা করেই ফরাসী ভাষায় 'মা' 'বাবা' বলে আবার যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। একটু পরেই তার চোখেমুখে জলের ঝাপ্‌টা পড়তে সে চমকিয়ে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। তখনো ঘর অন্ধকার। শুধু

বুঝতে পারছিল যে একটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। এবারে সে দেখলো যে একটা গুণ্ডার মতো লোক তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আর একজন ভদ্র-লোকের মতো বয়স্ক লোক দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স্ক লোকটি এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডেলের সামনে দাঁড়ালো। প্রথমেই ফরাসী ভাষায় বললো—তোমার জামা-কাপড় সব খুঁজে দেখেছি, তোমার নাম-ঠিকানা জানতে পারি নি। তোমার নাম কি ?

ডেল যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি এইভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর ইচ্ছা করে যেন ভেবে ভেবে ইংরাজীতে বললো—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সেই তুজন লোক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বয়স্ক লোকটি বললো—বহুৎ আচ্ছা। তুমি ফরাসী জান না ? তুমি যে জাতে ফরাসী তা আমরা টের পেয়েছি, কিন্তু তুমি যখন স্বীকার করবে না তখন ইংরাজীতেই প্রশ্ন করছি--তুমি কে ? তোমার নাম কি ?

ডেল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললো—আপনারা কে সে কথাটা আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

এবার সেই গুণ্ডার মতো লোকটি হাসিতে একেবারে ফেটে পড়লো। বললো—শুনছেন, আমরা কে জানতে চাইছে ?

চকিতে সে ডেলের দিকে ঘুরেই জুতো দিয়ে সজোরে পাঁজরায় এক লাথি বসালো। ডেল বাধা দিতে পারল না। বুঝতে পারল যে এই সবে শুরু হল, সময় যত যাবে তত তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়বে। ডেল চুপ করে পড়ে রইল। গুণ্ডা মতন লোকটি তার সমস্ত

শরীরে বেপরোয়া লাথি চালিয়ে যেতে লাগলো। ডেল দু'একবার গালাগাল দিয়ে উঠলো, কিন্তু তাতে ওই গুণ্ডাটির হাসি আর লাথির মাত্রা যেন বেড়েই গেল। বয়স্ক লোকটি কিন্তু আর একটি কথা বলে নি, তার দিকে এক পা-ও এগোয় নি। ডেল বুঝলো যে সে-ও রণাঙ্গনে শীগ্‌গিরই নামবে এবং তখন সে অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বীভৎস হবে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খুলে গেল। সে ইঙ্গিতে জানালো যে সে কথা বলতে চায়। এবারে গুণ্ডাটি তার লাথি মারা বন্ধ করে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ ঘাড় মুছতে লাগল। বয়স্ক লোকটি এবার এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো —তুমি কি খুঁজে পেয়েছ?

ডেল পাল্টা প্রশ্ন করলো—কোথায়?

গুণ্ডাটি লাথি মারার জন্য আবার পা তুললো, কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বয়স্ক লোকটি বললো—ভাখো, ন্যাকামি করো না। তুমি কথা না বললে কিভাবে কথা বলাতে হয় তা আমাদের জানা আছে।

ডেল বললো—তা আমি জানি।

বয়স্ক লোকটি তখন বললো—কিন্তু আমি সেরকম কিছু করতে চাই না। আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই। সহজ এবং সুন্দর প্রস্তাব। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই এ কাজটা শেষ হতে পারে। আমার কথাটা হয়েছে এই যে তুমি যখন গোপনে জিনজোটির ঘরে ঢুকেছিলে তখন তুমিও নিশ্চয়ই আমরা যা খুঁজতে গিয়েছিলাম তুমিও ঠিক তারই সন্ধানে গিয়েছিলে। আমরা সে জিনিষ খুঁজে পাই নি, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানতে সে জিনিষটা কোথায়

আছে এবং তুমি তা পেয়েছ।

ডেল কোনো উত্তর দিল না, সেই বয়স্ক লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বয়স্ক লোকটি আবার বলতে শুরু করলো—তোমার জামা-কাপড় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সে জিনিসটা খুঁজে পাই নি। এখন তুমি যদি বলো যে সেই জিনিসটি তুমি কি করেছ বা কোথায় রেখেছ তবে আমরা আবার বন্ধু হতে পারি। তুমি হয়তো ভাবছ যে সে জিনিসটা হাতছাড়া হলে তোমার বিপদ হবে, কিন্তু তবে আমরা বন্ধু হলাম কোথায়? তোমাকে আমরা বিপদে ফেলতে চাই না বরং তোমাকে আমরা—ধরো দশ লক্ষ ফ্রাঁ পর্যন্ত দিতে পারি। তুমি কিছুক্ষণের জন্য একবার সে জিনিসটা আমাদের দেবে, আমরা তার ফটো তুলে নিয়ে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব। তাতে আমাদেরও কাজ হবে, আর তুমিও তোমার মনিবকে জিনিসটা দিয়ে বাহবা নিতে পারবে, উপরন্তু দশ লক্ষ ফ্রাঁ তোমার লাভ। আমার মনে হয় এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না—কি বলো?

সেই অবস্থাতে শুয়ে শুয়েও ডেল হেসে ফেললো। বললো—খুব ভাল প্রস্তাব নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হতে পারে শুধু যদি আমার কাছে সেই জিনিসটা থাকতো। কিন্তু দুঃখের কথা। আপনাদের মতো আমিও ওই জিনিসটার সন্ধান পাই নি।

এবারে সেই বয়স্ক লোকটির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। বললো—আমার কথায় রাজি হলে না তো? আর একবার ভাববার সময় দিলাম—

ডেল উত্তর দিল—জিনিসটা না খুঁজে পেলে আমি কি করতে পারি ?

বটে ! তবে মরো—বলেই সেই বয়স্ক লোকটি গুণ্ডার মতো লোক-টিকে বলল—চিকা ! একে নিয়ে বাথরুমে চলো—

চিকা এবারে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেল দু-পা দিয়ে সজোরে চিকাকে এক লাথি বসিয়ে দিল। এই অতর্কিত লাথিতে চিকা টাল সামলাতে না পেরে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। ডেল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। চিকা রাগে গরগর করতে করতে উঠে ডেলের মুখের ওপরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। ডেলের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু সে সমানে দু-পা চালিয়ে যেতে লাগলো। সেই বয়স্ক লোকটি রিভলভার বার করে বললো—দুজনেই থামো। চলো আমার সঙ্গে—

চিকা আর সেই বয়স্ক লোকটি তাকে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে গেল। তারপর তাকে ধরে বাথটাবের মধ্যে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে পা দুটো দড়ি দিয়ে শাওয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। বয়স্ক লোকটি সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিবিষ্ট মনে টানতে লাগলো আর চিকা বাথটাবের কলটা খুলে দিল।

বাথটাবে জল জমতে লাগলো। ঠাণ্ডা জল প্রথমে তার মাথার চুল ভিজিয়ে দিল। সারা রাত্রের এত মারধোরের পর এই ঠাণ্ডা জল যেন ডেলের সর্বশরীর জুড়িয়ে দিল। ডেল জানে—এখন যা ভাল লাগছে তা-ই আর একটু পরে সর্বনেশে হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু একথাও সে জানে যে ওরা তার ওপর যতই অত্যাচার করুক,

তাকে হত্যা করবে না। ওদের ধারণা যে ডেলের কাছেই গুপ্ত তথ্যের সন্ধান আছে এবং তা হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত ডেলকে তারা হত্যা করবে না।

কিন্তু তার পরেই মনে হলো—তার ধারণা ভুলও হতে পারে। জিনজোটির কাছেই সেই জিনিসটা ছিল, অথচ তাকে হত্যা করতে তারা কুণ্ঠিত হয় নি! সঙ্গে সঙ্গে ঘামে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। জল এতক্ষণে তার চোখ দুটো ছুঁয়েছে। সে কোনোরকমে মাথাটা তুললো। দেখলো যে দূরে দাঁড়িয়ে তখনো সেই বয়স্ক লোকটি সিগারেট টানছে আর চিকার মুখে এক বীভৎস হাসি।

ডেলের মাথাটা আবার জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

বাথটাবের মধ্যে জল ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল। চোখ ছাপিয়ে এবার নাকের কাছাকাছি এল। নাকও ছাপিয়ে যায় দেখে সে আবার প্রবল শক্তিতে মাথা তুলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। বিষম খেয়ে কাশতে লাগলো। তবু পরিত্রাণ নেই। জল বাড়ছে··· বাড়ছে আর বাড়ছে। দম বন্ধ করে সে আর থাকতে পারছে না। জল মুখ পর্যন্ত উঠে গেল। মাথা তুলে দম নিতে গিয়েই সে কিছুটা জল গিলে ফেললো।

এবার যেন অনেক অনেক দূর থেকে কে যেন বলছে শুনতে পেল —আমার প্রস্তাবের কথাটা এখনও ভেবে দেখ—

তারপর···সমস্ত ঘর যেন ঘুরতে লাগলো। চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলছে, কানের কাছে হাজার হাজার ঝিঁঝি সুর করে ডেকে চলেছে। বুকের মধ্যে হাপরের জোর শব্দ···ডেল একবার চীৎকার করে উঠল।

ততক্ষণে ডেল জ্ঞান হারিয়েছে।

৪

আস্তে আস্তে ডেলের জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমেই সে অনুভব করলো যে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে এক অসহ্য যন্ত্রণা। যেন কেউ তার সমস্ত শরীর ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করে রেখেছে। এই যন্ত্রণা ছাড়া সর্বাঙ্গ যেন অসাড়। তার মাথা যেন ভারি ভারি লাগছে, যেন ফেটে পড়ছে। গুছিয়ে যেন সে চিন্তা করতে পারছে না। তারপর তার মনে হলো সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। কি হয়েছে—একথা ভাববার সে একবার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

বেশ কিছুক্ষণ ডেল শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে পর তার হঠাৎ মনে হল যে সে এখনও মারা যায় নি। জিনজোটিকে তারা হত্যা করেছিল, কিন্তু তাকে তারা কেন হত্যা করলো না ? কেন তাকে তারা ছেড়ে দিল ? ধীরে ধীরে তার মাথার মধ্যে একটা সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে লাগলো। একটা কারণ সে খুঁজে পেল—সেইটাই হয়তো সম্ভব, কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আরো কিছুক্ষণ সে শুয়ে রইল। তারপর চারদিক আস্তে আস্তে তাকিয়ে দেখলো যে সে এক নির্জন রাস্তার ওপর শুয়ে রয়েছে। জায়গাটা কোথায় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না, কিন্তু যেরকম এক ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস বইছে তাতে মনে হয় যেন নদীর কাছাকাছি কোনো এলাকাতেই তাকে ফেলে রেখে গেছে। যে বাড়িতে তাকে বন্দী করে রেখেছিল তার কাছাকাছি কোথাও নয় নিশ্চয়ই—এত বোকামি তারা করবে না।

কিন্তু এরা কারা ? গুপ্ত তথ্য নিয়ে জিনজোটির এখানে পালিয়ে আসার খবরই বা তারা পেল কি করে ? আর জিনজোটি যাদের হয়ে কাজ করছিল—তারাই বা এখন কি করছে ? জিনজোটির কথা মনে হতেই মনে পড়ে গেল ডালিয়ার কথা। ডালিয়া এখন কোথায় ? ডালিয়া কি এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে ? না, এদের হাতে ধরা পড়েছে। যদি ধরা পড়ে থাকে তবে তার কাছ থেকে ডেলের খবর বার করে নিতে তাদের বেশি কঠিন হবে না। ডালিয়া গুপ্তচর হিসেবে উঁচুদরের নিশ্চয়ই, কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

নিজেকে একটু যখন সুস্থ মনে হলো, ডেল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সমস্ত পৃথিবী যেন বনবন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার পা দুটিকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। এক পা এক পা করে এগোলে সে কোনোরকমে যেতে পারে। কিন্তু পা তুলতে গেলেই টলে যাচ্ছে—যেন সারারাত ধরে মদ খেয়ে সে বেসামাল মাতাল হয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে তার হঠাৎ খেয়াল হলো যে তার গায়ের জামা-কাপড় ঠিক আছে। এমন কি তার কোট টাই পর্যন্ত তাকে ওরা পরিয়ে দিয়েছে। পকেটের মধ্যে সে একবার হাত ঢোকালো— সব কিছু জিনিসই ঠিক আছে। মানিব্যাগটা বার করে একবার দেখে নিল —টাকাকড়ির কোনো গোলমাল নেই।

মনে মনে হাসলো ডেল। তার ধারণা তবে ভুল নয়। শত্রুপক্ষ ডেলের নামধাম জানতে পারে নি, অথচ তাদের ধারণা যে ডেল নিশ্চয়ই সেই গুপ্ত তথ্যের সন্ধান পেয়েছে। সুতরাং ডেলের ওপর নজর রাখা দরকার। কোথায় থাকে, কি করে—সব জানা দরকার

এবং সময়মতো হানা দিয়ে তখন সেই গুপ্ত তথ্য তারা সংগ্রহ করবে। সেইজন্যই তাকে তারা ছেড়ে দিয়েছে এবং নিশ্চয়ই তাদের কোনো লোক অলক্ষ্যে থেকে তার ওপর নজর রেখেছে। ডেল কোথায় যায় চুপিচুপি দেখে সে দলকে গিয়ে খবর দেবে। তার পরই শুরু হবে তাদের অভিযান।

ডেল ভাবতে চেষ্টা করলো। বছর তিনেক আগে সে একটি মেয়ে গুপ্তচরকে জানতো। তার নাম দিয়েরে। পূর্ব-জার্মানির হয়ে কাজ করতো সে, কিন্তু তাকে কোনোদিন হাতে-নাতে ধরা যায় নি। এখনও কি সে পূর্ব-জার্মানির হয়ে কাজ করছে, না দল বদলিয়েছে? কাজ ছেড়ে দেবার সে পাত্রী নয়, এরকম মেয়ে সহজে গুপ্তচর-বৃত্তি ছাড়ে না। তার ঠিকানা, তার বাড়ি ডেলের জানা আছে। ফ্লোবার্ত এরেনা—পার্কের ঠিক সামনে।

আকাশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে। ডেল এক পা এক পা করে পথ ধরে হাঁটতে লাগলো।

কিছুদূর যাওয়ার পর তার মনে হলো যেন একটা মোটর গাড়ির শব্দ সে শুনতে পেল। থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। একটু দূরে দুটো আলো আস্তে আস্তে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখলো একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিটা তার কাছে থামলো। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলো—যাবেন?

ডেল কোনোরকমে টলতে টলতে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো। বললো—ফ্লোবার্ত এরেনা চলো।

ট্যাক্সি ছুটে চললো। ডেল সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো।

ড্রাইভারের ডাকে তার ঘুম ভাঙলো। ড্রাইভার বলছে—ফ্লোবার্ত

এরেনা এসে গেছি।

পার্কের সামনে রাখো—বললো ডেল।

গাড়ি থামলে পরে ডেল ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চোদ্দ নম্বর ফ্লোবার্ত এরেনার চারতলা বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। তখনও ট্যাক্সিটা চলে যায় নি। মনে মনে হাসলো ডেল। তার ধারণা ভুল হয় নি। তার ওপর গোয়েন্দাগিরির জন্য এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকেই তবে শত্রুপক্ষ ঠিক করেছিল! ডেল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। সামনের বারান্দা দিয়ে ডান দিকে ঘুরে একটা ঘর ছেড়ে পরের ঘরটার দরজায় সে জোরে ধাক্কা দিল।

ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ের গলা শোনা গেল—কে?

ডেল চাপা উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো—দিয়েরে! দরজা খোল, জলদি।

ঘরের ভিতর আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ডেল পা টিপে টিপে একেবারে সিঁড়ির মুখে এসে সোজা নিচে নেমে যেতে লাগলো। ওপরে একটা ঘরের দরজা খোলার শব্দ সে শুনতে পেল, একটা অস্ফুট গালাগালির শব্দও সে শুনতে পেল; তারপর সজোরে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণে সে ট্যাক্সির ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। ট্যাক্সিটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

ডেল ফিশার পথে নেমে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথার যন্ত্রণা তার অনেক কমে এসেছে। কিন্তু সমস্ত শরীরের বেদনায় সে যেন আর হাঁটতে পারছে না। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছিল সে ফুটপাথের ওপরেই যেন বসে পড়ে। একটু এগিয়ে গিয়ে সে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল। ট্যাক্সিতে উঠে সে তাকে নিয়ে যেতে বললো অঁরিয়েৎ হোটেলে। হোটেলের সামনে

নেমে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে হোটেলের ভিতরে ঢুকলো। হোটেল তখন পরিষ্কার করা শুরু হয়ে গিয়েছে। লাউঞ্জে কেউ নেই। ট্যাক্সিটা চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়ে সে আবার হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল। কিছু দূর হেঁটে সে আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চললো রুয় ভিনসেণ্ট। সাবধানের মার নেই বলেই ডেলের এই সাবধানতা। শত্রুপক্ষ তার গতিবিধির সন্ধান যাতে না পায় তার জন্যই এত সতর্কতা, এতবার ট্যাক্সি বদলানো।

দশ নম্বর রুয় ভিনসেণ্টের সামনে নেমে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে সে দাঁড়ালো। ঘর অন্ধকার। আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা দিল।

কে ?—চাপা গলায় ঘরের ভিতর থেকে সুজান বললো।

আমি ডেল—ক্লান্ত গলায় খুব আস্তে উত্তর দিল ডেল।—দরজা খোল সুজান।

আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিল সুজান। ডেলকে দেখে সে আঁৎকিয়ে উঠলো। বললো—কি হয়েছে ?

অনেক কিছুই হয়েছে—ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বললো ডেল।—কিন্তু এখন আমি কিছু বলতে পারছি না। আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও। আমি এখন একটু ঘুমুবো।

ঘুম ভাঙলো দুপুর গড়িয়ে বিকেলে।

নরম পরিষ্কার এক বিছানায় ডেল শুয়ে আছে। ঘরের জানলাগুলোয় পর্দা টেনে দেওয়া। বাইরে থেকে আলো আসছে না। পাশ ফিরতে গিয়ে ডেল সর্বাঙ্গে বেদনা স্পষ্ট অনুভব করলো। কাল সারা রাত তার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে তাতে এরকম

ব্যথা না হওয়াই অস্বাভাবিক। সে যে প্রাণে বেঁচে আছে তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। গুপ্তচরের জীবনই এই। ফুলের মতো নরম বিছানায় শুয়ে কাটানোর মতো জীবন তাদের নয়। হয় প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়াও, নয়তো এ পথ ছেড়ে দাও।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডেল ভাবতে লাগলো। সে নিঃসন্দেহ যে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারটি শত্রুপক্ষের লোক। ডেল কোথায় যায় তা দেখবার জন্যই তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু হাসি পেল দিয়েরের কথা ভেবে। সে ইচ্ছা করেই দিয়েরের ঘরে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবর দিয়েছে দিয়েরের কাছে তার যাওয়ার খবর। দিয়েরে যদি শত্রু-পক্ষের গুপ্তচর না হয় তবে তাদের ধারণা হবে যে সে ডেলের দলের লোক। সুতরাং দিয়েরের ওপর তারা কড়া নজর রাখবে। আর যদি দিয়েরে শত্রুপক্ষেরই লোক হয় তবে তো কথাই নেই—একটা হৈ চৈ তো হবেই। দিয়েরেকে কি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে না?

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে ডেল উঠে দাঁড়ালো। ক্লান্তি এখনও যায় নি, তবু অনেকটা ভাল লাগছে। তাকিয়ে দেখলো যে টেবি-লের ওপর তার খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। একটা বোতলে কিছু ব্র্যাণ্ডি ও একটা গেলাসও সুজান রেখে গিয়েছে। সুজানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে ডেল খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গলার মধ্যে ঢেলে দিল। এতক্ষণে শরীরের জড়তা তার কিছুটা কেটে গেল যেন। সুটকেশ থেকে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় বার করে প্রথমে দাড়ি কামিয়ে নিল। তারপর বাথরুমে গিয়ে বাথটবে গরম জল ভর্তি করে অনেকক্ষণ সমস্ত শরীর ডুবিয়ে সে শুয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেক বাদে যখন ডেল স্নান করে ফিরে এল তখন তার নিজেকে ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। সমস্ত যন্ত্রণা, ক্লান্তি যেন আর নেই। সুজানের ঢাকা দিয়ে রাখা খাবার সে গোগ্রাসে খেয়ে ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরে সে বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হলো। দরজার কাছে টেবিলের ওপর সুজান একটা চাবি রেখে গিয়েছিল। ঘরে চাবি দিয়ে সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে একবার চারদিক তাকিয়ে দেখে নিল। সন্দেহ-জনক কাউকে সে দেখতে পেল না। তবু সাবধানের মার নেই। সে ধীরে সুস্থে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। একটু এগিয়ে গিয়ে সে রাস্তা পার হয়ে অন্যদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না। ঠিক বুঝতে পারলো না। একটা বাস এসে থামতেই ডেল তাতে উঠে পড়লো। দুটো স্টপেজ পরে সে নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে চললো ব্ল্যা লা বাথে। সেখানে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে সে 'লা ভিস্তা' বার-এ গিয়ে ঢুকলো।

বার-এ সবে সন্ধ্যাকালীন ভিড় শুরু হয়েছে। আলো-আঁধারি ঘরে অর্কেস্ট্রা সুন্দর বাজনা বাজিয়ে চলেছে আর বিরাট হলের মাঝে অসংখ্য টেবিলের সামনে লোকেরা সঙ্গী নিয়ে গালগল্পে মশগুল হয়ে মদ খেয়ে যাচ্ছে।

ডেল দেখলো সুজান একটা ট্রেতে করে কিছু খাবার আর দু' গেলাস মদ নিয়ে একটা টেবিলে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুজানের চোখে চোখ পড়তেই একটু ইসারা করে ডেল একটা টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো।

একটু পরেই সুজান এল। সুজান বললো—মিঃ ওয়াকার আপনার খোঁজ করছিলেন। দু-দু'বার এখানে এসে গিয়েছেন।

ডেল বললো—আমারও ওঁকে ভীষণ দরকার। ওঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

এখানে সন্ধ্যার পরে আর আসেন না—জবাব দিল সুজান।—এখন উনি থাকবেন আর একটু এগিয়ে গিয়ে হোটেল রিৎজের 'বার' কিংবা বলরুমে।

আচ্ছা, আমি আর একটু পরে ওখানেই যাচ্ছি—বললো ডেল।—তুমি আমাকে আগে একটা ডবল মার্টিনি এনে দাও। আর—ভাল কথা, ডালিয়ার কোনো খবর পেয়েছ কি?

না—মাথা নাড়লো সুজান। বললো—একটা টেলিফোনও করে নি।

ডেল বললো—একটু সাবধানে থেক তবে। একেবারে নিঃসন্দেহ না হলে ঘরের দরজা খুলবে না।

সুজান চলে গেল এবং একটু পরেই সে ফিরে এল মার্টিনি নিয়ে। এক নিশ্বাসে সেটুকু খেয়ে ডেল উঠে দাঁড়ালো। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে সে বার-এর বাইরে চলে গেল।

হোটেল রিৎজের বার-এ ওয়াকারকে খুঁজে পেতে ডেলের বেশি দেরী হল না। তাকে দেখেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ওয়াকার বললো—বলো। তোমার খোঁজ করছিলাম। এখন তোমার খবর কি?

ডেল বসে বললো—খবর বিশেষ সুবিধার নয়। শত্রুপক্ষ জিনজো-টিকে খুন করেছে, ডালিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকে ওরা দু'বার কাল রাতে ধরেছিল, কোনোরকমে বেঁচে গেছি।

বয় আসতে ওয়াকার ডেলের জন্য মার্টিনির অর্ডার দিল। মার্টিনি দিয়ে চলে যাওয়ার পর ডেল আবার বললো—সমস্ত ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে লাগছে। শত্রুপক্ষ এখন পর্যন্ত আমার পরিচয় পায় নি, চেষ্টা করেছে প্রচুর। একবার পরিচয় পেলে আর আমাকে জ্যান্ত রাখবে না। কিন্তু যে গুপ্ত তথ্য জিনজোটির নিয়ে আসার কথা ছিল, তা-ই বা গেল কোথায়? শত্রুপক্ষ খুঁজে পায় নি, আমিও অনেক খুঁজেছি—কিন্তু পাই নি। তুমি কিছু খবর পেয়েছ?

ওয়াকার বললো—খবর বিশেষ কিছুই নেই, শুধু একটু হৈচৈ যা পড়েছে। ফ্রান্সের গুপ্তচর বিভাগের কর্তা কোলবের্ত আমার কাছে আজ এসেছিলেন। কাল হোটেলে জিনজোটির খুন হওয়া, তারপর হোটেলের লিফ্‌টে আর একটা লোকের মৃতদেহ—

ডেল বাধা দিয়ে বললো—কি করব? লোকটা নয়তো আমাকে খুন করে ফেলত।

সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—বললো ওয়াকার।—কোলবের্ত সন্দেহ ঠিকই করেছিলেন যে এ দুটো সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, তাই খোঁজ করে দেখলেন যে ওইদিন তুমি প্যারিসে এসে পৌঁছেছ। তা-ই আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন—হঠাৎ আবার কি ব্যাপার হল? আমি মোটামুটি সব ব্যাপারটা বলতেই তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখা গেল। বললেন—আমাদের এখানে সমস্ত গুপ্তচরচক্র আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম, আবার কোথা থেকে এল। যাই হোক, উনি আমাদের সমস্ত রকম সাহায্য করতে রাজি আছেন। জিনজোটি ও আর একটি খুনের ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করতে পুলিশকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ভালই হলো—বললো ডেল।—এই গুপ্তচর দলটি বেশ বড় এবং খুব সঙ্ঘবদ্ধ বলে মনে হয়। একা এদের সঙ্গে লড়াই করা আমার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মনে হয় এদের পরিচয় জানতে পারলে এদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য কোল-বের্তের সাহায্য আমার দরকার লাগবেই।

কোনো পরিচয়ই কি পাও নি ?—জিজ্ঞাসা করলো ওয়াকার।

না—জবাব দিল ডেল।—শুধু জানতে পেরেছি কমরেড এক্স বলে কেউ এদের দলপতি। তাঁর দর্শন এখনও পাই নি, দর্শনলাভের এবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার একটা ছোট গাড়ি দরকার আর দরকার সাহায্যের জন্য কয়েকজন বিশ্বাসী লোক। জানাশোনা আমেরিকান আছে কেউ?

ওয়াকার একটু ভেবে বললো—আছে পাঞ্চো বলে একজন। আগে নাকি ছোটখাটো চুরি ছিনতাই করতো, দু'চারবার জেলও খেটেছে। তারপর কোনো কাজের জন্য ওকে পুরস্কার দেওয়া হয়, এখন এখানে এসে একটা ছোট রেস্তোরাঁ খুলেছে।

পাঞ্চো !—একটু ভেবে বললো ডেল—আমি এক পাঞ্চোকে জানতাম, তারও ঠিক একই অবস্থা। আমার সঙ্গে একবার কাজ করেছিল। সে-ই নয়তো ?

হতে পারে—বললো ওয়াকার।—সুরেতের দুটো বাড়ি আগেই ওর রেস্তোরাঁ—'আমেরিগো' না কি যেন নাম দিয়েছে। আমার নাম করলেই সে তোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়ে যাবে।

ডেল বললো—আচ্ছা, কাল সকালে একবার দেখা করব, কিন্তু আমার গাড়ির কি হবে ?

কাল সকালেই তোমার বাড়িতে পেয়ে যাবে—উত্তর দিল ওয়া-

কার।—কিন্তু একটু সাবধান। এই গুপ্তচরচক্র ধ্বংস করতে আমরা চাই, সত্যি, গুপ্ততথ্যও আমরা হস্তগত করতে চাই নিশ্চয়ই কিন্তু বেশি খুনোখুনি ঠিক আমরা চাই না। তাতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের মুখ দেখানো একটু অসুবিধার হয়ে পড়ে। যদি বল তো কোলবের্তকে বলে ওর দল থেকে কিছু লোককে তোমার সাহায্যের জন্য এনে দিতে পারি। তবে খুনোখুনি হলে কোলবের্তের-ও দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। তখন ও আর আমাদের কিছু বলতে পারবে না।

ডেল একটু ভেবে বললে।—কোলবের্তকে আমার দরকার লাগবেই, তবে ঠিক এখন নয়। এখন বেশি লোক নিলে সব গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমি নিজে একা একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখতে চাই।

ওয়াকার বললো—ভাল, কিন্তু জেনারেল তোমাকে খুন হতে দেখতেও চাইবেন না। সেইজন্যই—

ডেল বাধা দিয়ে বললো—জেনারেলের কথা বাদ দাও। একজন লোক খুন হল কি হল না জেনারেল সে কথা ভাবেন না। তাঁর হাতে হাজার হাজার লোক আছে। উনি চান শুধু কাজ—

আপাতত এখন আমার পাঞ্চোকে পেলেই কাজ চলে যাবে।

জেনারেলকে কি কিছু বলতে হবে?—জিজ্ঞাসা করলো ওয়াকার।

ডেল একটু হেসে উত্তর দিল—জেনারেল যদি টেলিফোন করেন তবে বলবে যে ডেলকে যতখানি উনি বোকা মনে করেন ততখানি বোকা ডেল নয়। আচ্ছা চলি—

ডেল এক চুমুকে মার্টিনি শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

৫

সকালবেলায় ডেলের ঘুম ভাঙলো কফির গন্ধে।

ভেজানো দরজার বাইরে থেকে সুজানের কণ্ঠের মিষ্টি গান ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে কড়া কফির গন্ধ। এর পর আর বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। গায়ের ব্যথা, শরীরের ক্লান্তি একদিনের পূর্ণ বিশ্রামে দূর হয়ে গেছে। এখন সে আবার যুদ্ধের ঘোড়ার মতো সতেজ। একদিন আগের রাত্রে দু'দুবার সে যেমন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে প্রাণে বেঁচে এসেছে—এর আগে আর কোনো ব্যাপারে এরকম বিপদের মধ্যে পড়ে নি।

যা হবার হয়ে গেছে, এখন সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। আজ অনেক কাজ আছে। ডেল চট্‌পট্‌ বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে গেল। দাড়ি কামিয়ে, ভাল করে স্নান করে জামাকাপড় পরে সে যখন সুজানের ঘরে ঢুকলো, সুজান তখন খাবার টেবিল সাজাচ্ছে। ফলের রস, পরিজ, টোস্ট, জ্যাম, ডিম, বেকন আর কফি। লোভীর মতন চেয়ারে বসে পড়ে ডেল বললো—দেরী আর সহ্য হচ্ছে না সুজান, এত ভাল খাবারের গন্ধ আমি জীবনে আর পাই নি।

খেতে খেতে ডেল বললো—তোমাকে কাল রাতে আমি সাবধানে থাকতে বলেছিলাম। আজ থেকে আমার আদেশই হবে, তুমি সাবধানে থাকবে। না দেখে কখনও দরজা খুলবে না। আমি যতদূর সম্ভব শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তোমার এই বাড়িতে যাওয়া আসা করি। মনে হয় আমাকে অনুসরণ করে কেউ তোমার এ বাড়ির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পায় নি, কিন্তু শত্রুপক্ষকে দুর্বল বা বোকা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতো বোকামি আর নেই।

ওরা তোমার ঠিকানা পেয়ে যেতে পারে এবং যদি জানে যে তুমি আমার দলেরই একজন তবে তোমার বিপদ খুব বেশি। বিপদ দেখলেই পুলিশকে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবে না।

সুজান উত্তর দিল—এই কাজে আমার তিন বছর হলো। সাবধান আমি আগেও ছিলাম, এখনও থাকবো ; কিন্তু বিপদ যদি আসে মরতেও ভয় করি না।

অনর্থক প্রাণ দেওয়া বা নেওয়ায় আমার বিশ্বাস নেই,—বললো ডেল।—এখনও ডালিয়ার কোনো খোঁজ না পাওয়াতেই তোমাকে শুধু সাবধান করে দিলাম। ডালিয়া যদি শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে থাকে তো সে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো। মনে হয়, হয় শত্রুপক্ষ তাকে খুন করেছে, নয় কোনে মতলবে বন্দী করে রেখেছে। ডালিয়ার মতো অবস্থা তোমার যে হয় তা আমি চাই না। ভাল কথা, ওয়াকার কি আমার জন্য কোনো গাড়ি পাঠিয়েছে ?

সুজান বললো—সকালেই একজন লোক এসে একটা চাবি দিয়ে গেছে, বাড়ির সামনে সে আপনার জন্য গাড়ি রেখে গেল।

যাক্, একদিক দিয়েনিশ্চিন্ত হওয়া গেল—বললো ডেল।—তোমার তো আজ ছুটি ?

হ্যাঁ,—জানালো সুজান।

সুতরাং খুব সাবধান—আবার হুঁশিয়ার করে দিল ডেল—সারাদিন আমি আজ কাজে ব্যস্ত থাকবো। যদি খুব প্রয়োজন হয় রাত দশটা নাগাদ আমি হোটেল রিৎজে থাকবো। ওয়াকারের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

যাওয়া শেষ করে ডেল বেরিয়ে গেল। নীচে নেমে দেখলো যে একটা

কালো রঙের ছোট রেনো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে উঠে সে চারদিক ভাল করে তাকিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

প্রথমে সে ঘণ্টাখানেক এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো। যখন সে নিঃসন্দেহ হলো যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না তখন সে গাড়িটাকে নিয়ে ছুটলো সুরেৎ-এর দিকে। একটু খোঁজ করতেই পেয়ে গেলো 'আমেরিগো' রেস্তোরাঁ।

গাড়ি থেকে নেমে সে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো।

তখন সবে লোক আসতে শুরু করেছে। খুব জমকালো রেস্তোরাঁ নয়, সাধারণ ছোটখাটো। একটা চেয়ারে বসে এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ডেল বয়কে জিজ্ঞাসা করলো—এখানে এখন পাঞ্চো আছে কি?

হ্যাঁ, আছে—জানালো বয়।

একবার ডেকে দাও তো—আদেশ করলো ডেল।—বলো. আমেরিকা থেকে একজন ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

এক কাপ কফি রেখে বয় চলে গেল। একটু পরেই হেলতে দুলতে এল এক গাঁট্টাগোট্টা লোক। ডেল তাকে দেখেই বললো—মর্নিং পাঞ্চো! পাঞ্চো চোখ পিট্‌পিট্ করে কিছুক্ষণ ডেলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ আনন্দে ফেটে পড়লো। বললো—হ্যালো, বস্!—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি, বস্, এখানে?

ওয়াকারের কাছ থেকে খবর পেলাম তুমি এখানে একটা রেস্তোরাঁ দিয়েছ—বললো ডেল।—তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

খুব ভাল করেছেন—বলে উঠলো পাঞ্চো।—কী খুশি যে হয়েছি! আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না—

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—নড, রুডি আর টিম্বোর খবর কি ?

পাঞ্চো বললো—খুব ভাল। সব এখানেই আছে। আপনি সেই যে আমাদের ব্যবস্থা করে দিলেন, তারপর আমরা যা টাকা পেলাম সব নিয়ে এখানে এসে এই রেস্তোরাঁ খুলেছি। এখন বস্ আমরা খুব ভাল হয়ে গেছি। আর চুরি, ছিন্‌তাই টিন্‌তাই করি না।

একটা বয়কে ডেকে পাঞ্চো নড, রুডি আর টিম্বোকে পাঠিয়ে দিতে বললো। ওরা তিনজন এসে ডেলকে দেখে খুশিতে ফেটে পড়লো।

টিম্বো বললো—বস্-এর সম্মানে একটা শ্যাম্পেন খুলি ?

ডেল হাঁ হাঁ করে উঠলো—না—না—এই সাত সকালে আবার শ্যাম্পেন কি ?

পাঞ্চো বললো—কি যে বলেন বস্, শ্যাম্পেনের আবার সকাল আর বিকেল। হয়ে যাক্ শ্যাম্পেন পার্টি—

ডেল বললো—না, অনেক কাজ আছে। ভেবেছিলাম, তোমাদের নিয়ে একটা কাজ করবো : কিন্তু তোমরা যে রকম রেস্তোরাঁ নিয়ে ব্যস্ত—

ওরা চারজনেই এবার সজোরে প্রতিবাদ করে উঠলো।—ব্যস্ত ! ব্যস্ত কোথায় ? আপনার সঙ্গে কাজ করব বস্—এ তো সৌভাগ্য !

পাঞ্চো জুল্‌জুল্ করে তাকিয়ে ডেলকে জিজ্ঞাসা করলো—সেবারের মতো আবার কোনোও ব্যাঙ্ক ডাকাতি না কি বস্ ?*

ডেল হেসে ফেললো। বললো—না ! কাজ তেমন কঠিন না। তোমাদের পেলে আমার সাহস বাড়ে—এই যা—

পাঞ্চো বললো—আমাদের চারজনকে যা বলবেন, তাইতেই আমরা রাজি।

* লেখকের 'পাপী' দ্রষ্টব্য।

ডেল বললো—তোমাদের গাড়ি আছে কি ?

ছুটো আছে—জানালো রুডি।

তবে ঠিক আছে—বললো ডেল।—আজ বিকেলে তোমাদের দরকার লাগবে। এখানে তোমরা থেকো, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। আর তোমরা কি চারটে পুলিশের পোশাক জোগাড় করতে পারবে—মায় টুপি পর্যন্ত ?

পাঞ্চো উত্তর দিল—তা হয়ে যাবে। সুরেৎ-এর এত কাছে আছি, আর পুলিশের পোশাক জোগাড় করতে পারব না ?

ডেল বললো—তবে ওই কথাই রইল। আমি বিকেলে এখানে আসব, তোমরা তৈরি থেকো।

ডেল সকলের সঙ্গে করমর্দন করে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল।

সারা ছুপুর ডেলের কাটলো এক অস্বস্তির মধ্যে।

একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু কি করবে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। জিনজোটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত সূত্র হারিয়ে গিয়েছে। ওয়াকারের কাছ থেকে সে খবর পেয়েছে যে জিনজোটি আর ডালিয়ার সমস্ত জিনিসপত্র কোলবের্ত তার অফিসে নিয়ে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখেছেন, আপত্তিকর কোনো জিনিস পাওয়া যায় নি। কোলবের্ত হোটেল নেপোলিওঁর ওপর কড়া নজর রেখেও সন্দেহভাজন কোনো লোকের আনাগোনা দেখেন নি। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা সেদিনকার সেই রাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারপর ডেলও যেমন কোনো সূত্র খুঁজে পায় নি শত্রুপক্ষও হয়তো সেইরকম সূত্র খুঁজে পায়নি কিংবা আর সন্ধান পণ্ডশ্রম মনে করে একেবারে গা-ঢাকা দিয়েছে।

এইখানেই খট্‌কা লাগছে ডেলের। গুপ্তচরবৃত্তির সে যতটুকু জানে তাতে এরকম হওয়া উচিত নয়। কাজ হাসিল হওয়ার আগে মাত্র একটি খুনেই কোনো পক্ষই থেমে থাকে না। তাছাড়া শত্রুপক্ষ ডেলকে দুবার তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিল এবং দুবারই তাকে ছেড়ে দেয়। এভাবে ছেড়ে দেওয়া ভয় পেয়ে নয় নিশ্চয়ই। এই ছেড়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য তাদের যে ছিল সে তার প্রমাণ পেয়েছে, কিন্তু তারপর শত্রুপক্ষের আর দর্শন নেই। হতে পারে যে ডেল তাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু গুপ্তচরচক্র কখনও এত বোকা হয় না।

শুয়ে শুয়ে ডেলের জেনারেলের কথা মনে হলো। জেনারেলের মতলবটা সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। জেনারেলকে সে যতদূর জানে তাতে তাঁকে বোকা বলে কোনোরকমে মনে করা যায় না, অথচ এই ব্যাপারটা কেমন যেন এক হাস্যকর ব্যাপার বলে প্রথম থেকেই মনে হয়। জিনজোটি বিদেশী গুপ্তচর, যে-কোনো কারণেই হোক তাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এতদূর ডেল বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু যখন জেনারেল স্পষ্ট জানতে পারলেন যে জিনজোটি সঙ্গে করে কোনো গুপ্ততথ্য নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে সেখানেই ধরা হল না কেন? কেন তাকে আমেরিকা ছেড়ে যেতে দেওয়া হল এবং কেনই বা এই দূর প্যারিসে ডেলকে ডেকে পাঠানো হল জিনজোটির কাছ থেকে গুপ্ত তথ্যটি আদায় করতে? একটা সহজ ব্যাপারকে যতদূর সম্ভব কঠিন করে তোলা কেন?

জেনারেলের এই আচরণটি ডেল বুঝে উঠতে পারে নি, কিংবা হয়তো···একটা সন্দেহ তার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে—তা-ই কি

জেনারেলের আসল উদ্দেশ্য ? তা যদি হয়ে থাকে তবে—
ডেলের আর ভাবতে ভাল লাগছে না। একটা কিছু করা দরকার। এভাবে পরাজয় মেনে নিয়ে ডেল ফিরতে পারে না। সে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কাউণ্টার-এস্পায়নেজ স্পাই। কোড নম্বর-ডবল এক্স ওআন। সে হাসিমুখে মরতে পারে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে পারে না।
সে, দলে এখন পাঞ্চো আর তার দলকে পেয়েছে। তাদের নিয়ে কি করবে এখনও স্থির করে উঠতে পারে নি, কিন্তু তাদের নিয়ে প্যারিসে একটা গোলমাল বাধানোই তার উদ্দেশ্য। যখন সব সূত্র হারিয়ে যায় তখন যদি হোটেলে বার-এ এমন একটা গোলমাল বাধানো যায় যাতে শত্রুপক্ষের টনক নড়ে তবে শত্রুপক্ষকে এগিয়ে আসতে সে অনেকবারই দেখেছে। সেইজন্যই সে পাঞ্চো আর তার দলকে আজ বিকেলে তৈরি থাকতে বলেছে। আজ সন্ধ্যা থেকে সে ওদের চারজনকে নিয়ে প্রতিটি ছোটখাটো বার আর হোটেলে গিয়ে জানাবে যে জিনজ্যোটিকে যে খুন করেছে তাদের তারা চেনে, টাকা পেলে তারা চুপ করে থাকবে নয়তো পুলিশে খবর দেবে। এ খবর শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই পাবে এবং তখন তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। আর একবার যদি ডেল তাদের দেখা পায় তবে—
ডেল সমস্ত ব্যাপারটা কল্পনা করে মনে মনে হাসতে লাগলো। এইভাবে টোপ ফেলে শত্রুদের ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় সে দেখতে পেল না।
তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। যদি শত্রুপক্ষ এই টোপ না গেলে ? গুপ্ত তথ্য যখন পাওয়া যায় নি তখন চুপ করে থাকাই যদি তারা

ভাল বলে মনে করে ? তবে ? কিন্তু কমরেড এক্স কি এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র ? একটা দেশে এক গুপ্তচরচক্রের প্রধান যে হয়েছে সে কি এইভাবে নিশ্চেষ্ট থেকেই এত বড় হয়েছে ? শত্রুপক্ষও ঠিক তাদেরই মতো সঙ্ঘবদ্ধ, ঠিক তাদেরই মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সাহসী এবং কর্মঠ। তাদের ছোট করে দেখার মতো বোকামি আর হয় না।

কিন্তু এই কমরেড এক্স কে ? কোন্ দেশের সে লোক ? এতদিন কাজ করেও সে তার নাম কোনোদিন শোনে নি। জেনারেল কি কমরেড এক্স-এর সন্ধান পেয়েছেন ? তাঁকে এ ব্যাপারটা জানানো দরকার। আজ সন্ধ্যায় তাদের অভিযানের পরও যদি সে কিছু খুঁজে না পায়, তখন সে জেনারেলকে ফোন করে কমরেড এক্স-এর সন্ধান জানতে চাইবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় সে দেখতে পাচ্ছে না।

হঠাৎ সে থমকে গেল। সমস্ত শরীর তার শির্‌শির্ করে উঠলো। এ ধরনের ভুল তার তো সাধারণত হয় না। এতক্ষণ কি করে সে কথাটা মনে করতে পারে নি ! দিয়েরে—দিয়েরে কি একটা সূত্র নয় ? সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়েরের ঘর দেখিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সে কি এ খবর কমরেড এক্সকে দেয় নি ? কমরেড এক্স কি তারপর দিয়েরের ওপর কড়া নজর রাখে নি ? দিয়েরে কি কমরেড এক্স-এর লোক, না অন্য দলের ?

যাই হোক্, দিয়েরেকে দিয়েই সে আজ শত্রুপক্ষের সন্ধান করবে। সে মনে মনে একটা পরিকল্পনা করতে লাগলো।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডেল 'আমেরিগো' রেস্তোরাঁয় গিয়ে উপস্থিত

হল।

পাঞ্চো তাকে দেখে বললো—সব রেডি বস্। গাড়ি, পুলিশের পোশাক, রিভলভার—সব ঠিক আছে। এখন কি হুকুম ?

ডেল বললো—তোমরা ভাল করে শোন সব কথা। আমি এখন একটা বাড়িতে যাব। তোমরা দুটো গাড়িতে করে আমার পিছন পিছন যাবে। লক্ষ্য করবে আমাকে কেউ অনুসরণ করে সেই বাড়িতে যায় কি না। যদি কেউ যায় তবে তার ওপর লক্ষ্য রাখবে। কাউকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে ফিরতে দেখলেও তার ওপর নজর রাখবে। তারপর যদি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা দেখ, তবে এরা যেখানে যাবে তাদের অনুসরণ করে সেখানে যাবে এবং দেখবে কাকে গিয়ে খবর দেয়। সমস্ত ভাল করে জেনে শুনে তোমরা ফিরে আসবে তোমাদের রেস্তোরাঁয়, আমি তোমাদের জন্য ওখানেই অপেক্ষা করব। কিন্তু সাবধান, ওরা যেন বুঝতে না পারে যে তোমরা ওদের অনুসরণ করছ।

ওরা চারজনে একসঙ্গে বলে উঠলো—কেউ টের পাবে না বস্। যখন ছিনতাই করতাম তখনও কেউ টের পায় নি, আর আজ—কি যে বলেন !

তবে চলো, যাওয়া যাক্—ডেল উঠে দাঁড়ালো।

ডেল তার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললো। গাড়ির আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল যে তার পিছনে দুটো গাড়িতে করে পাঞ্চো, টিম্বো, নড আর রুডি আসছে। দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না যে ওরা চারজন ডেলকে অনুসরণ করছে, গালগল্প করতে করতে চলেছে তারা। খুশি হলো ডেল। অনুসরণ-বিদ্যা ওদের বেশ রপ্ত দেখে আশান্বিত হলো।

দিয়েরের বাড়ির সামনে এসে ডেল তার গাড়ি রাখলো। রাস্তা থেকেই একবার দেখে নিল যে দিয়েরের ঘরে আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে ধীরে সুস্থে নেমে চারদিক ভাল করে তাকিয়ে সে দিয়েরের বাড়িতে ঢুকলো। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে সে দিয়েরের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর মনস্থির করে সে দরজায় ধাক্কা দিল।

ভিতর থেকে গলা শোনা গেল—কে ওখানে!

টেলিগ্রাম—গলাটা গম্ভীর করে জবাব দিল ডেল।

ভিতর থেকে কাপড়ের খস্‌খসানি শব্দ। তারপর দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক হলো। ডেল তার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই অল্প ফাঁকের মধ্য দিয়েই ডেল তার একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে চকিতে এক ধাক্কা দিল। দরজা খুলে যেতেই সে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দিয়েরে ভয় পেয়ে বিছানার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলো। তার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তার দিকে তাকিয়ে ডেল ফিশার হাসলো। বললো—গুড ইভনিং, দিয়েরে।

দিয়েরে কয়েকবার ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি—আপনি কি চান?

ডেল কোনো জবাব দিল না। দিয়েরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হাসতে লাগলো। দিয়েরে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে সাজগোজ করছিল। আর একটু দেরীতে এলে হয়তো সে বাইরেই বেরিয়ে যেত।

দিয়েরে আবার প্রশ্ন করলো—আপনি কে? কোথা এখন থেকে আসছেন?

এবারে ডেল জবাব দিল—আমাকে কমরেড এক্স পাঠিয়েছেন।
দিয়েরের চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠলো। বললো—কমরেড এক্স।
ও নামে আমি কাউকে চিনি না।
নিশ্চয়ই চেন—বললো ডেল।
সত্যি বলছি চিনি না—জবাব দিল দিয়েরে।—আপনি নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছেন।
ভুল আমি করি না—বললো ডেল। সে দিয়েরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এক পা এক পা করে তার দিকে এগোতে লাগলো। ডেলের চোখ দুটো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ আর মুখটা ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠলো।
ডেল প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বললো—যদি সত্য কথা না বলো তো তোমাকে আমি খুন করবো।
দিয়েরে ভয়ে যেন কুঁকড়িয়ে যেতে লাগলো। চীৎকার করার জন্য মুখ খুললো কিন্তু গলা দিয়ে কোনো স্বর বার হলো না। সে পিছিয়ে যেতে লাগলো। বিছানায় বাধা পেতেই দু'হাত দিয়ে সেটি ধরবার চেষ্টা করলো। তারপর সে বিছানার ওপরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো।
একবার তার দিকে তাকিয়ে ডেল ঘরটা ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল। টেবিলের ওপর দড়ি পড়ে ছিল। সেই দড়িটা এনে সে শক্ত করে দিয়েরের পা দুটো বেঁধে দড়ির আর এক দিক খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখলো। এবারে বাথরুমে গিয়ে এক গেলাস জল এনে দিয়েরের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলো। একটু পরেই তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলে তাকিয়েই সামনে ডেলকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করলো। পা টানতে গিয়ে বুঝলো তার পা বাঁধা

এবারে সে ডেলকে রাগের মাথায় অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতে লাগলো।

গালাগালির মাঝে আর দিয়েরেকে বিরক্ত করতে ডেল চাইল না। একটা চেয়ার টেনে এনে সে দিয়েরের মুখের সামনে বসলো।

দিয়েরে চুপ করলে পরে ডেল বললো—এবারে চুপ করে আমার কথা শোন দিয়েরে। একটা বাজে কথা বললে এক ঘুষিতে তোমার সব কটা দাঁত ভেঙে দেব! আমি কে তা তোমাকে আমি বলব না, তবে আমি কে তা তুমি পরে বুঝতে পারবে। কিন্তু তার আগে একটা গল্প শোন। যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে নানা ওলোটপালোট হয়ে গেল। প্যারিসের গুপ্তচরের আড্ডাতেও দল ভাগাভাগি হলো। দিয়েরে নামে একটা মেয়ে ছিল ফ্রান্সের স্পাই, তাকে দেখা গেল পূর্ব জার্মানির হয়ে স্পাই-এর কাজ করতে। তারপর তো অনেক-দিন কেটে গেছে! এখন তুমি পূর্ব জার্মানির হয়েই কাজ করছ, না অন্য দলে যোগ দিয়েছ—তা ঠিক আমি জানি না। তবে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে সে খবর আমি নিয়ে যাবই।

দিয়েরে চুপ করে শুনতে লাগলো, একটাও কথা বললো না।

ডেল তার দিকে তাকিয়ে আবার বলে যেতে লাগলো—তুমি এখন যে দলের হয়ে কাজ করছো, সেই দলের কয়েকজনের সঙ্গে কাল রাতে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। ঠিক বন্ধুর মতো নয়, নিশ্চয়ই সে কথা বুঝতে পেরেছ। তারপর যখন আমি ভাবছি যে ওরা আমাকে খুন করবে ঠিক সেই সময়ে ওরা হঠাৎ আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিল। ওদের মতলব ছিল যে আমি কোথায় যাই তা ওরা দেখবে। আমিও খুব ভাল লোক, ওদের মনে দুঃখ দিতে চাই না বলে ওদেরই ট্যাক্সিতে করে এসে তোমার বাড়ির দরজায় পৌঁছে

ধাক্কা দিয়ে সরে পড়ি। তুমি আলো জ্বেলে দরজা খুলে বাইরে এলে —ট্যাক্সি ড্রাইভার তোমার ঠিকানা দেখে দলে ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তোমার দলের লোকেরা বুঝতে পেরে গেছে যে তুমি আমার হয়ে কাজ করছো। সুতরাং তোমার এখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। আমার কথা না শুনলে আমার হাতে তুমি মরবে, আর নয়তো তোমার দলের লোকের হাতে মরবে।

দিয়েরের চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো। তারপর বললো—আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ কি? আমি এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না।

ডেল একটাও কথা না বলে দিয়েরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

দিয়েরে জোর গলায় বলে উঠলো—এখান থেকে চলে যান, নয়তো আমি পুলিশ ডাকবো।

ডেল বললো— খুব ভাল কথা। পুলিশ এলে তোমার ইতিহাস খুলে বলা যাবে। আর কোলাবের্ত যদি তোমাকে একবার ধরতে পারেন তো গিলোটিনেও চাপিয়ে দেবেন।

দিয়েরে আব কোনো কথা বললো না। চুপ করে মাথাটা ঘুরিয়ে শুয়ে রইল।

ডেল হঠাৎ হাত ঝাড়া দিতেই হাতে একটা সরু পাতলা ছোরা বেরিয়ে এল। সেটাকে দিয়েরের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে ডেল বললো—এই স্টিলেটো দেখেছ। বড় ভাল জিনিস। ঠিক মতো চালাতে যে জানে, এত ভাল অস্ত্র সে আর কোথাও পাবে না। বুকের ওপর বসিয়ে দিলেই একটা বোবাও কথা বলতে শুরু করে।

দিয়েরের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। ডেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বললো—যথেষ্ট হয়েছে। আমি···আমি···ওই বালিশের ওপরে মাথা তুলে দিয়ে সোজা করে শুইয়ে দিন। তারপর প্রশ্ন করুন—আমি জবাব দেব।

ডেল দিয়েরেকে টেনে সোজা করে শুইয়ে তার মাথাটা বালিশের ওপর তুলে দিল। দিয়েরে বললো—আমার সামনাসামনি পায়ের কাছে চেয়ার টেনে বসুন—

ডেল তাই করলো। আড়মোড়া ভাঙবার অছিলা করে ডান হাতটা বালিশের নীচে নিয়ে দিয়েরে চট্ করে একটা রিভলভার বার করে ডেলকে লক্ষ্য করে ধরে রইল। ডেল দিয়েরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। সে ধারণাই করতে পারে নি যে বালিশের নীচে দিয়েরের রিভলভার থাকতে পারে।

সাপের কুটিল হাসি হেসে দিয়েরে বললো—নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করেন তত বুদ্ধিমান আপনি ন'ন।

ডেল জবাব দিল—তোমার মতো বুদ্ধিমতীর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে কে জিততে পারে বলো?

গম্ভীর মুখে দিয়েরে আদেশ করলো—ওই স্টিলেটোটা মাটিতে ফেলে দাও।

ডেল স্টিলেটোটা মাটিতে ফেলে দিল।

এবার আমার কাছে এস—বললো দিয়েরে।—একটু বেচাল হতে দেখলেই কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।

ডেল কাছে এলে রিভলভারটা ডেলের পেটের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েরে ডেলের কোর্ট-সার্ট-প্যাণ্টের পকেট হাতড়িয়ে দেখলো রিভলভার বা অন্য কোনো অস্ত্র আছে কি না। তারপর বললো—

পিছন দিকে হেঁটে গিয়ে আমার পায়ের বাঁধন খুলে দাও। একটু দেরী করেছ, কি কোনোরকম বদমাইসীর চেষ্টা করেছ তো তোমার ভাল হবে না।

রিভলভারের দিকে চোখ রেখে ডেল পিছন দিকে হেঁটে গিয়ে দিয়েরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। দড়ি নিয়ে টানাটানি করতে করতে বললো—দড়ি আবার খুলতে হবে জানলে এত শক্ত করে বাঁধতাম না।

কোনো কথা শুনতে চাই না—বলে উঠলো দিয়েরে।—চটপট দড়ি খোল।

উঠে বসতে গেল দিয়েরে। আর সেই সঙ্গে দুটো পা শক্ত করে ধরে ডেল খাটের নীচে বসে পড়েই পা দুটোকে শক্ত হাতে মোচড় দিতে লাগলো। দিয়েরের রিভলভার থেকে গুলি সশব্দে ছুটে গিয়ে লাগলো ঘরের দেয়ালে; কিন্তু ততক্ষণে পা মুচড়িয়ে দিয়েরেকে উপুড় করে ফেলেছে ডেল। যন্ত্রণায় দিয়েরের মুখ নীল হয়ে উঠেছে। সে পা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ডেলকে গালাগাল দিতে লাগলো। ডেল এক লাফে বিছানায় উঠে দিয়েরের মুখে এক ঘুষি মারলো। অস্ফুট চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়লো দিয়েরে। তার হাত থেকে রিভলভারটা গড়িয়ে পড়লো, মুখের কষ বেয়ে পড়তে লাগলো রক্ত।

রিভলভারটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো ডেল। তারপর মাটি থেকে তার স্টিলেটোটা তুলে নিয়ে এক জগ জল দিয়েরের মুখে ঢেলে দিল। দিয়েরে চোখ মেলে তাকালো। ডেল স্টিলেটোটা তার বুকের ওপর রেখে বললো—এবার বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পারছ তোমার কি হবে? কথা বলবে, না না?

দিয়েরের চোখে রাগ আর ঘৃণার বদলে এখন এসেছে ভয়ানক এক আতঙ্ক। ডেলের দিকে তাকিয়ে সে হাঁপাতে লাগলো। চোখ ফেটে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এই খেলায় চোখের জলে মন ভেজে না। ডেল কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দিয়েরের দিকে।

দিয়েরে মাথা নেড়ে জানালো যে সে কথা বলতে চায়।

স্টিলেটোটা সরিয়ে নিয়ে ডেল জিজ্ঞাসা করলো—কমরেড এক্স কে? কোথায় থাকে?

জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে দু'তিনবার ভিজিয়ে নিয়ে দিয়েরে বললো —কমরেড এক্স?

হ্যাঁ—বললো ডেল।

ঠিক সেই সময় দিয়েরের ঘরের দরজায় শব্দ হল—প্রথমে তিনবার, তারপর দুবার এবং শেষে একবার। ডেল চমকিয়ে উঠলো, টেবিল থেকে দিয়েরের রিভলভারটা তুলে নিল। দিয়েরের চোখে ভয় আর আশ্বাস একই সঙ্গে যেন সে দেখতে পেল। ডেল ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। নিশ্চয়ই দিয়েরের দলের কেউ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো। ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ছোট আলোটা জ্বালালো। এক মুহূর্তে দিয়েরের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে টেনে তুললো। রিভলভারটা তার কোমরে লাগিয়ে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে ফিস্‌ফিস্‌ করে ডেল বললো—দরজা খোল, কিন্তু যদি এমন কোনো ইঙ্গিত দাও যে আমি এখানে আছি তো সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শেষ করে ফেলব।

দিয়েরে একটু ইতস্ততঃ করছিল। ঠিক সেই সময়ে দরজায় আবার

সেই সাঙ্কেতিক শব্দ ডেল ধমকিয়ে উঠলো—খোল।

দিয়েরে দরজাটার তালা খুলে সামান্য ফাঁক করা মাত্রই দুম্ দুম্ করে দুটো শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দিয়েরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দুটো বন্দুকের গুলি তার বুক ভেদ করে গেছে। বারান্দা দিয়ে একজন লোককে ছুটে চলে যেতে সে দেখলো। গুলির শব্দ হয়েছে, কিন্তু সাইলেন্স লাগানো থাকায় খুব বেশি জোরে হয় নি। ডেল আর সেখানে থাকা নিরাপদ বলে মনে করলো না। এখনই হয়তো পুলিশ এসে পড়বে। রিভলভারটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে বারান্দা পার হয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো সে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই সে একটা মোটর গাড়ির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনতে পেল। একটা মোটর গাড়িকে সজোরে বেরিয়ে যেতেও দেখলো। রাস্তায় নামা মাত্র দেখলো যে পাঞ্চোর গাড়িটা তার পিছু নিল। ওদের আর একটা গাড়িও নিশ্চয়ই সঙ্গে আছে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো ডেলের। এখন আর তার কিছু করার নেই। পাঞ্চোরা খবর নিয়ে ওদের রেস্তোরাঁয় এলে পরই ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা যাবে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এভাবে যে কেঁচে যাবে তা ডেল কল্পনাও করতে পারে নি। দিয়েরেকে ভয় দেখিয়ে সে বেশ কব্জা করে এনেছিল, কমরেড এক্সকে—সে কথা বলতেও গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় লোকটা এসে সমস্ত ভেস্তে দিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে আস্তে আস্তে চালাতে চালাতে সে ভাবতে লাগলো। তার সন্দেহ একেবারে ঠিক। দিয়েরে শত্রুপক্ষের দলেরই লোক। ডেল প্রথম রাতে যখন ট্যাক্সিতে করে দিয়েরের বাড়িতে গিয়ে

উঠেছিল তখনই এইরকম একটা কিছু হবে বলে সে আঁচ করেছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার এই খবরটা শত্রুপক্ষকে দিয়েছিল, তাইতে তাদের দিয়েরের ওপর নিশ্চয়ই সন্দেহ হয়। দিয়েরের আগের কীর্তি-কাহিনী নিশ্চয়ই তাদের কাছে অজানা ছিল না। দিয়েরে যে টাকার লোভে হু'দলের হয়েই কাজ করতে পারে—তা তারা বিশ্বাস করেছিল। সুতরাং তারা দিয়েরের ওপর কড়া নজর রেখেছিল। আজ তাকে দিয়েরের ঘরে যেতে দেখে কেউ নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষকে খবর দেয় এবং তারা একজনকে পাঠায় দিয়েরেকে খতম্ করতে।

৬

আজ ছুটির দিন। সারাদিন বসে সুজান ঘরদোর পরিষ্কার করেছে. জিনিসপত্র গুছিয়েছে। দুপুরবেলায় পরমানন্দে ঘুমিয়েছে। কুঁড়েমি করতে করতে বিকেল হয়ে গেছে।

ডেল বলে গিয়েছিল তাকে সাবধানে থাকতে। সাবধানে সে বরাবরই থাকে এবং আজও ছিল। মাঝে মাঝেই সে জানালার পর্দা সরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেছে—সন্দেহজনক কোনো লোককে সেদেখতে পায় নি। বাইরের কোনো লোক তার কাছে আসেও নি। টেলিফোনেও কেউ তাকে ভয় দেখায় নি। ডেল একটু বেশি সাবধান!

রাত্রের খাবার জোগাড় করতে হবে। কিছু টুকিটাকি কেনা দরকার। ডেল যদি আসে তো আসবে গভীর রাত্রে। আর তাছাড়া তার কাছেও ঘরের একটা চাবি আছে। ডেলের ঘরে ঢুকতে কোনো অসুবিধা হবে না। সুজান পোশাক বদলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় নেমে একবার চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল। সন্দেহজনক কাউকে সে ঘোরাফেরা করতে দেখল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সুজান পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। একটু এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় সে একটা বাস্ ধরলো। সোজা গিয়ে নামলো সুপার-মার্কেটে।

বাজার করে সুপার-মার্কেটের রেস্তোরাঁয় বসে সে খুশি মনে কফি খেল। শরীর আর মন তার তখন খুব হাল্কা লাগছিল। একটু বিশ্রাম করে সে আবার রাস্তায় নেমে পড়লো।

রাস্তায় নেমেই তার যেন কেমন সন্দেহ হল। মনে হল, কে যেন তাকে অনুসরণ করছে ; কিন্তু কে তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সে আস্তে আস্তে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ একটা দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সুজান। আর ঠিক তখনই তার অনুসরণকারীর ছায়া সে দেখতে পেল শো-কেসের কাঁচে। সাদা-কালো ডোরাকাটা কোট-পরা একটি লোক খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরে আপন মনে চলেছে। হঠাৎ একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে সে কাগজটা পড়তে লাগলো।

নিঃসন্দেহ হলো সুজান। ডেল যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। তার ওপরও শত্রুপক্ষ নজর রেখেছে! মনে মনে সে মতলব স্থির করে ফেললো। ওদের অনুসরণ ব্যর্থ করতেই হবে। তার বাড়ির ঠিকানা কিছুতেই ওদের জানতে সে দেবে না। বাড়ির ঠিকানা জানতে পারলেই শুধু তার নয় ডেলেরও জীবন সংশয়।

কর্তব্য স্থির করে সে একটা বাস্ দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে থামিয়েই তাইতে সুজান উঠে পড়লো। ফুটপাথের দিকে সে তাকিয়ে দেখলো। সেই সাদা-কালো ডোরাকাটা কোট-পরা লোকটি যেন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি যে হঠাৎ সে বাস্-এ উঠে পড়বে—তা সেই লোকটি বুঝতেই পারে নি।

বাস্ চলতে শুরু করলো, তবু সেই লোকটি বাসে ওঠবার চেষ্টা করলো না। মনে মনে হাসলো সুজান—ধাপ্পা দিতে সে-ও জানে। এখন কি ভাবে লোকটি তাকে অনুসরণ করে সুজান একবার দেখতে চায়।

কিছুদূর গিয়েই সুজান বাস্ থেকে নেমে পড়লো। একটা ট্যাক্সি

ডেকে তাতে উঠলো সে। কাউকেই সে তাকে অনুসরণ করতে দেখলো না। ট্যাক্সিতে বসে তার মনে হল—হয়তো তার মনের ভুল। ভয়ের জন্যই সেই লোকটিকে দেখে মনে হয়েছিল যে সে তাকে অনুসরণ করছে। যদি তারা তাকে অনুসরণই করে থাকে তবে এত সহজে তারা সরে যেত না। মনে তার অনেকখানি সাহস ফিরে এল।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে সে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলো। কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হল না। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে তালা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হলো।

রান্না করতে কেটে গেল কিছুটা সময়। তারপর ঘরে ফিরে এসে কি যেন মনে হওয়াতে সে জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে সে পর্দা ছেড়ে দিল। ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। তার ঘরের সামনে একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে সেই সাদা-কালো ডোরা-কাটা কোট-পরা লোকটা খবরের কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার পা কাঁপতে লাগলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গেলাসে ঢেলে এক চুমুকে সেটুকু নিঃশেষ করে ফেললো।

একটু পরেই সে যেন সাহস ফিরে পেল। ঘরের দরজাটা ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে নিল। সে ভেবে পেল না যে লোকটি কি করে তার ঠিকানা জানতে পারলো। সে তাকে বাসে বা ট্যাক্সিতে অনুসরণ করে নি, অন্তত সু ান তাকে অনুসরণ করতে দেখে নি। তবে কি করে সে তার পিছন পিছন এখানে এসে উপস্থিত হল? এর মানেই হয়েছে যে শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই কোনোরকমে তার ঠিকানা

জানতে পেরেছে। লোকটা কবে থেকে, কখন থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছে—কে জানে !

বিপদ আসবে। এখন না হোক্, একটু পরে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সুজান প্রতিটি কাগজ-পত্র ভাল করে পড়ে দেখতে লাগলো—সন্দেহজনক কিছু মনে হলেই সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে লাগলো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব পোড়ানো শেষ হয়ে গেল। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

পড়বার জন্য একটা বই হাতে তুলে নিল। কিন্তু মন বসলো না। এক অজানা আশঙ্কা তার মনে বার বার উঁকি দিয়ে যেতে লাগলো। ডেলকে খবর দেওয়ার উপায় নেই, এখান থেকে তার পালিয়ে যাওয়াও চলবে না। লোকটি তার পিছু নেবেই।

হঠাৎ দরজায় শব্দ ! বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো সুজানের। সোজা হয়ে সে চেয়ারে বসলো। সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে কে যেন একটা বরফের ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে সে। সেই সাদা-কালো ডোরা-কাটা কোট-পরা লোকটা নিশ্চয়ই। দরজা সে কিছুতেই খুলবে না। টেলিফোনে পুলিশকে খবর দেবে !

টেলিফোনের দিকে এগোতে গিয়েই সে থেমে পড়লো। দরজার ওপরে শব্দটা পরিচিত···ডেলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আনন্দে তার মন ভরে উঠলো। ডেল এসে গেছে। আর ভয় নেই। কাঁপতে কাঁপতে সে গিয়ে দরজা খুললো।

কিন্তু দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে সে ডেল নয় !

এক মুহূর্ত সুজান বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে দরজা

বন্ধ করতে যাওয়ার আগেই আগন্তুক তার পা দরজার ফাঁক দিয়ে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েই জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সুজানের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে।

সুজান তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিল। মেয়েটির গায়ে দামী পোশাক, কিন্তু কেমন তুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। ভয়ে সুজানের গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কোনোমতে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে —কি চান ?

মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি। আপনার জীবন যে কোনো সময়ে বিপন্ন হতে পারে।

সুজানের সমস্ত শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো। কোনো-রকমে সে জবাব দিল—আপনি কে আমি জানি না। আপনি কাকে চান তাও আমি জানি না। আপনি কি বলছেন—তাও আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।

ভুল !—মেয়েটির করুণ মুখে একটু যেন হাসি দেখা গেল। তারপর সুজানের চোখের ওপর চোখ রেখে সে আস্তে আস্তে বললো—থ্যাঙ্ক ইউ. থ্যাঙ্কস্।

সুজানের মুখে এতটুকু ভাবান্তর হলো না। সে জানে যে এই কথাই হয়েছে তাঁদের সঙ্কেত, কিন্তু তবু সাবধান হওয়া দরকার।

সেই মেয়েটি বললো—আপনি নিশ্চয়ই সুজান ? কোড নম্বর—সি ফাইভ নাইন ফোর !

পরিচয় গোপন করার কোনো মানেই হয় না, তাই সে মাথা

নাড়লো। এবারে যেন নিশ্চিন্ত হলো মেয়েটি। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে ধপ্ করে বসে পড়লো। নিরুপায় সুজান বিছানার ওপরে গিয়ে বসলো।

মেয়েটি আস্তে আস্তে বললো-- আমি যতদূর জানি, আপনি ডবল এক্স ওআনের সঙ্গে কাজ করছেন—

সুজানের কোনো ভাবান্তর হলো না। সে শুধু মনে করতে চেষ্টা করছিল—কে এই মেয়েটা? কি করে তার ঠিকানা জানলো? কি করে সে তাদের সঙ্কেত-বাক্য জানলো? কি করে সে ডেলের আর তার কোড নম্বর জানলো? কেনই বা সে নিজে থেকে ছুটে এসে তার বিপদের খবর জানাতে আসছে? সুজান একটি কথাও না বলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি বললো—বুঝতে পারছি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না! আমার পরিচয়টাই দিই তবে। আমার নাম···ডালিয়া, কোড নম্বর এক্স-ফাইভ জিরো সেভেন।

এবারে সুজান কথা বললো---প্রমাণ কি?

ডালিয়া হাসলো। তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তার আইডেন্টি কার্ডটা সুজানের হাতে এগিয়ে দিল। কার্ডটা ভাল করে দেখে সুজান সেটি ডালিয়াকে ফেরত দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডালিয়া আবার বললো—আপনি যখন কোনো কথাই বলছেন না তখন আমিই আমার কথা বলে নিই। আমাদের দলের কর্তা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে জিনজোটি ওয়াশিংটন ছাড়লেই আমি যেন তার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকি। তার সঙ্গে আলাপ করে তার বন্ধু হওয়ার যেন চেষ্টা করি। প্লেনে জিনজোটির ঠিক পাশেই আমার সীটের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাকে

দেখতে বিশেষ খারাপ নয়, সুতরাং জিনজোটির সঙ্গে আলাপ বা বন্ধুত্ব করতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় নি। সে আমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। প্যারিসে এসে সে আমাকে প্রায় জোর করেই হোটেল নেপোলিওঁতে নিয়ে আসে এবং ঠিক তার পাশের ঘরই আমার জন্য ব্যবস্থা করে। আমি মুখে খুব আপত্তি জানিয়েছিলাম, যদিও মনে মনে চাইছিলাম তা-ই।

একটু দম নিয়ে ডালিয়া আবার বলতে লাগলো—ওয়াশিংটন থেকে আসার সময় আমাকে সঙ্কেত-বাক্য জানানো হয়েছিল এবং আরো জানানো হয়েছিল যে ডবল এক্স ওআন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি রাত্রে জিনজোটিকে নিয়ে ডিনারে যাব, আর সেই সময় ডবল এক্স ওআন জিনজোটির ঘর খুঁজে দেখবে। সেখানে না পেলে ডিনারের পর আমি আর ডবল এক্স ওআন জিনজোটিকে নিয়ে পড়বো। যেদিন প্যারিসে এসে পৌছুলাম সেদিন বিকেলে হোটেলে আমি টেলিফোন পেলাম। যে সঙ্কেত-বাক্য আপনাকে আমি জানিয়েছি সেই সঙ্কেত-বাক্য সে টেলিফোনে বলে তার পরিচয় দিল ডবল এক্স ওআন বলে। সে আমাকে জানালো যে ডিনারের আগেই কাজ হাসিল করতে হবে। সুতরাং সন্ধ্যার পরেই সে আসবে। আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই আমার দরজায় টোকা পড়লো। কে জিজ্ঞাসা করতে লোকটি সঙ্কেত-বাক্য বললো। দরজা খোলামাত্র তার সঙ্গে আরো দুজন লোক ঘরে ঢুকে পড়লো। তারা রিভলভার দেখিয়ে আমাকে জোর করে ঘর থেকে বার করে হোটেলের বাইরে একটা গাড়ির মধ্যে এনে তুললো। সেখানে আরো কয়েকটি লোক ছিল। তারা আমাকে পাহারা দিতে লাগলো, আর সেই লোক তিনটে আবার

হোটেলে ফিরে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাত্র দুজন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম আর একটা লোক এসে পড়েছে এবং ওদের দলের একজন লোক খুন হয়েছে। গাড়িতে করে আমাকে অনেক ঘুরিয়ে একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা আর এক ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল। আমি প্রথমে ভয়ে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতেই পারি নি যে আমাদের শত্রুপক্ষের লোকেরা আমাদের সঙ্কেত-বাক্য, কোড নম্বর জানবে। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ আমার নজর পড়লো যে সেই ঘরে একটা টেলিফোন আছে। আমি জানতে পেরেছিলাম যে আর একটি লোক ভিনজোটির ঘরে এসে পড়াতে এরা পালিয়ে আসে। মনে হলো সেই লোকটি নিশ্চয়ই ডবল এক্স ওআন। সুতরাং আমি টেলিফোন করে আমার অবস্থাটা ডবল এক্স ওআনকে জানানো ঠিক করলাম। টেলিফোন তুলে ডায়াল করলাম। ওপাশ থেকে সাড়া মিলতেই আমি আমার সঙ্কেত-বাক্য জানিয়ে বললাম—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কস্। পেয়েছেন? কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার বন্ধ ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম।

ডালিয়া হঠাৎ চুপ করে কপালের রগ দুটো চেপে ধরলো। একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। একটু পরে বললো—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু কোনোরকম মদ পেলে ভাল হত—

সুজান উঠে দু'গেলাস ব্র্যাণ্ডি এনে টেবিলে রাখলো। এক চুমুকে ব্র্যাণ্ডি শেষ করে সুজানের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো···আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না শয়তানরা কি রকম অত্যাচার করতে পারে! কি নির্যাতন যে ওরা আমার ওপর করেছে তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারব না। এক আধবুড়ো লোক—যাকে ওরা সকলে 'হারমান' বলে ডাকে···সেই হারমানই হয়েছে শয়তানের রাজা। আজ সন্ধ্যার সময় সে আমার ঘরে এল। দেখলাম, সে আপনার নাম ঠিকানা এবং আপনি কি করেন না করেন—সব কিছুই সে জানে। সে-ই আমাকে প্রথম জানালো যে ডবল এক্স ওআনের নাম হয়েছে ডেল ফিশার এবং ডবল এক্স ওআন আপনার কাছেই থাকেন। সে আরো জানালো যে ডবল এক্স ওআনই সেদিন রাতে হোটেল নেপোলিয়োঁতে জিনজোটির ঘরে এসে উপস্থিত হয় এবং অতর্কিতে ওদের দলের টুবলোকে খুন করে। ওরা কি করে এত কথা জানলো?

সুজান কোনো উত্তর দিল না, ডালিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ডালিয়া তার সিগারেটটা এ্যাশ-ট্রেতে গুঁড়িয়ে দিয়ে বললো—যা বলছিলাম—আজ হারমান সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে এসে বললো যে ওরা আমাকে আপনার কাছে নিয়ে যাবে। ওরা আমাকে বলেছে যে আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে। আমি যদি রাজি না হই তো ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। সেইজন্য আমি ওদের সঙ্গে এসেছি। হ্যাঁ, ওরা চারজন নীচে একটা গাড়িতে বসে আছে। ওদের প্রস্তাব হলো যে আমার সঙ্গে আপনি ওদের আস্তানায় যাবেন এবং জিনজোটির ব্যাপারের যা যা জানেন সব ওদের বলবেন। নয়তো ওরা এখুনি এসে আমাকে আর আপনাকে খুন করে ফেলবে।

সুজান উঠে দাঁড়ালো। ডালিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বললো—আমি পুলিশ ডাকছি—

ডালিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—যদি মনে করেন যে পুলিশ এলে আমরা দুজনে বেঁচে যেতে পারি, তবে আর দেরী করবেন না। পুলিশকে এখুনি খবর দিন। ওরা যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে।

সুজান ডালিয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললো—তার দরকার নেই। আমি শুধু আপনাকে যাচাই করে নিতে চাইছিলাম। আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল যে আপনি হয়তো ডালিয়া ন'ন, তাই আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—

এখন নিঃসন্দেহ তো?—বললো ডালিয়া।—উঃ! এত কথা বললাম তবু সন্দেহ যায় নি!

ডালিয়া বললো—আপনি ডবল এক্স ওআনকে জানেন কি না জানি না। আমার যদি কেউ এতটুকু ক্ষতি করে তবে উনি তাকে খুন করতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না। আমি আপনার ওপর বিশ্বাস রাখছি—বিশ্বাসঘাতকতার ফল কি তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

ডালিয়া হাসলো। বললো—তা জানা আছে। আমার ওপর আপনার বিশ্বাস না থাকতে পারে, কিন্তু আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করতে রাজি, যেখানে যেতে বলবেন সেখানে যেতে প্রস্তুত। শুধু আমি ওই শয়তানদের হাত থেকে বাঁচতে চাই।

সুজান এর উত্তর না দিয়ে জানলার ধারে গিয়ে পর্দাটা একটু ফাঁক করে রাস্তার দিকে তাকালো। তাদের বাড়ির সামনে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দূরে সেই সাদা-কালো ডোরা-কাটা কোট-পরা লোকটি পায়চারি করছে। পর্দাটা নামিয়ে রেখে সুজান মনে মনে কি ভেবে বললো—চলুন, আমরা যাই।

কোথায় ?—জিজ্ঞাসা করলো ডালিয়া।—ওরা যে নীচে অপেক্ষা করছে !

আসুন আমার সঙ্গে—বললো সুজান।

দুজনের ঘরের বাইরে এলে পরে সুজান দরজায় তালা দিল।

ডালিয়া বললো—ঘরে আলো জ্বলছে যে !

জ্বলুক—উত্তর দিল সুজান।—আলো জ্বলতে দেখলে ওরা ভাববে যে আমরা এখনও ঘরেই আছি। আমাদের পিছু নেবে না।

ডালিয়াকে নিয়ে সুজান বারান্দা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। পিছনের বাগানটা পেরিয়ে একটা গাছের গা বেয়ে তারা পাঁচিলের ওপর উঠে পাশের রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো যে কেউ তাদের লক্ষ্য করে নি।

ডালিয়া বললো—ওদের চোখে তো ধুলো দেওয়া গেছে, এখন কি করব ?

সুজান বললো—যতক্ষণ না ডবল এক্স ওআন আসে ততক্ষণ কোথাও অপেক্ষা করতে হবে।

ডালিয়া জিজ্ঞাসা করলো—আপনার গাড়ি কোথায় ?

গ্যারেজে—উত্তর দিল সুজান।—গাড়ি আনতে গেলে ধরা পড়ে যাব। চলুন, আমার সঙ্গে—

তারা দুজনে পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো। এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত বড় রাস্তায় এসে একটা বাস্ স্টপে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পরে একটা বাস্ এলে তারা দুজন তাতে চেপে বসে রিংজ হোটেলের সামনে নামলো।

রিংজ হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে সুজান বললো—ডবল এক্স ওআন না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব। এত লোকের মাঝে আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি।

৭

আমেরিগো রেস্তোরাঁয় বসে বিয়ার খেতে খেতে ভাবছিল ডেল।

এতক্ষণ ডেল আক্রমণ প্রতিহত করছিল, এবার আক্রমণ শুরু করেছে সে। জিনজোটির হত্যাকাণ্ডের পর এই ব্যাপারে তার সামনে একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা নেমে আসে। কি করবে, কোন্ দিকে এগোবে—তার কোনো হদিশ সে খুঁজে পায় না। এই প্রথম সে ব্যর্থতার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাই নিজেকে টোপ করে সে এই খেলা খেলতে নামে। এতক্ষণে মনে হচ্ছে যেন চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। সে আঘাত হেনেছে, ওদিক থেকেও আঘাত আসবে। সেই আঘাতেরই প্রতীক্ষা করছে সে। তবেই সে আবার এই খেলার মধ্যে ফিরে আসবে।

শত্রুপক্ষ অত্যন্ত হুঁশিয়ার। যেভাবে তারা দিয়েরেকে হত্যা করেছে তা থেকেই তার এই ধারণা হয়েছে। কমরেড এক্সকে লোকবল বা বুদ্ধিতে তুচ্ছ করে দেখলেই ঠকতে হবে—তা ডেল বুঝতে পেরেছে। দিয়েরে যদি এভাবে খুন না হতো তবে কমরেড এক্সের পরিচয় এতক্ষণে সে পেয়ে যেত। মুস্কিল হয়েছে সেখানেই। কমরেড এক্স তার নাম-ধাম জানে, কিন্তু ডেল তাদের সম্বন্ধে কিছু জানে না।

একথা মনে হতেই তার মনে পড়লো ডালিয়ার কথা। ডেল একেবারে নিশ্চিত যে ডালিয়া কমরেড এক্স-এর হাতে ধরা পড়েছে। গুপ্তচরদের পেট থেকে কথা বার করার প্রায় সমস্ত রকম কায়দা-কানুনই ডেলের জানা আছে। সে নির্যাতন যে কী বীভৎস, কী যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ কল্পনাও করতে

পারবে না। ডালিয়াকেও ওরা রেহাই দেয় নি। ওদের নির্যাতনের ফলেই হয়তো ডালিয়াকে সব কিছু বলতে হয়েছে। ডালিয়াকে ডেল দোষ দিতে পারে না। কত ডবল এক্স গুপ্তচরই এই নির্যাতন সহ্য করতে পারে নি—অনেক কথাই বলে ফেলেছে। ডালিয়া তো সামান্য এক এক্স-মার্কা গুপ্তচর।

ডালিয়াকে সে জানে। একসঙ্গে মাত্র একবারই তারা কাজ করেছে, কিন্তু তখন সে সুজানের মতো 'সি'-মার্কা গুপ্তচর ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলে 'সি'-মার্কা থেকে 'এক্স'-এ উঠে এসেছে। খুব কাজের না হলে এতখানি উন্নতি হয় না। জেনারেল লোক চিনে ঠিকই প্রমোশন দেন। সুতরাং ডালিয়া যদি শত্রুপক্ষকে কোনো খবর দিয়ে থাকে তো নিরুপায় হয়েই দিয়েছে।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কতখানি ডালিয়া জানত এবং কতখানি খবর সে শত্রুপক্ষকে জানিয়েছে? সে ওয়াশিংটন থেকে আসছে। জেনারেল তাকে নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং ডেলকে যা কিছু বলবার তা নিশ্চয়ই ডালিয়াকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেল হয়তো কল্পনাও করতে পারেন নি যে ডেলের সঙ্গে ডালিয়ার দেখা হওয়ার আগেই ডালিয়া শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারে। বুঝতে পারলে তিনি হয়তো ওয়াকারকে ব্যাপারটা ভাল করে জানিয়ে দিতেন।

এমব্যাসির চাকরিতে অসুবিধাও আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের এমব্যাসি বা কন্সালেটে দু-একজন থাকেন যাঁরা নামে ডিপ্লোম্যাট, কিন্তু তাঁদের আসল কাজ গুপ্তচরবৃত্তি। অথচ কোনো এমব্যাসি বা কন্সালেট স্বীকার করে না যে তাদের মধ্যে কেউ গুপ্তচর আছে। তাদের কাজ করতে হয় গোপনে, যোগাযোগ রাখতে হয় গোপনে

এবং কোনো গুপ্তচর ধরা পড়লে প্রকাশ্যে কোনো এমব্যাসি তার দায়িত্ব নেবে না এবং তাকে স্বীকারও করবে না। ওয়াকারেরও ঠিক সেই একই অবস্থা। ডেল যে কাজের জন্য এসেছে তার সাফল্যের জন্য তার অনেক কিছু করণীয় থাকলেও সে প্রকাশ্যে কিছু করতে পারে না। এমন কি সে ডেল বা সুজানের সঙ্গে গোপনে কয়েক মিনিটের বেশি কথা বলতেও সাহস করে না।

অবশ্য ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডে এতটা কড়াকড়ি নেই। কারণ, এই দুই দেশের সঙ্গে আমেরিকার একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে। তিন দেশই গুপ্তচর দমনে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে চায়, তবে লোক জানাজানি তারা চায় না। তাতে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূট-নীতিক সম্পর্কটা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

ফিরে ফিরে ডালিয়ার কথাই ডেলের মনে হতে লাগলো।

.

ডেলের সমস্ত চিন্তা ছিন্ন করে দিয়ে দলবল নিয়ে হাজির হল পাঞ্চো।

ডেলকে দেখেই পাঞ্চো চীৎকার করে উঠলো—বস্। কাম ফতে। সব ঠিক আছে।

ডেলকে ঘিরে চারজনে বসলো। পাঁচ গেলাস মার্টিনির অর্ডার দিল তারা।

পাঞ্চো মার্টিনিতে চুমুক দিয়ে বললো—আপনি তো বস্ ওই বাড়িতে উঠে গেলেন, আমরা একটা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আর একটা গাড়ি পিছিয়ে বাড়িটার দিকে নজর রখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটা লোক আপনার পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। একটু পরেই সে ফিরে নীচে নেমে এসে হন্‌হন্ করে ফুটপাথ ধরে

হাঁটতে লাগলো। আমি রুডিকে বললাম ওর পিছন পিছন যেতে। রুডি গিয়ে দেখলো যে লোকটা একটা দোকানে ঢুকে টেলিফোন করছে। রুডি লুকিয়ে তার ওপর লক্ষ্য রাখলো। টেলিফোন শেষ করে সে আবার ধীরে সুস্থে হেঁটে এসে আবার সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো। রুডিও গাড়িতে ফিরে এসে আমাকে সব কথা জানালো। বুঝতে পারলাম—লোকটা কাউকে খবর দিয়েছে। এখনি সে এসে পড়বে। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একটু থেমে মার্টিনির গেলাসটা শেষ করে মুখটা মুছে নিয়ে পাঞ্চো আবার বলতে লাগলো—কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো। সেই গাড়ি থেকে নেমে এল একজন ত্রিশ বত্রিশ বছরের লোক। ফিটফাট সুন্দর চেহারা। তাকে দেখে আগের সেই লোকটি গিয়ে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে সেই নতুন লোকটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল এবং আগের লোকটি গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। আমরা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই দেখি সেই লোকটা প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠেই জোরে গাড়িটা চালাতে লাগলো। আমরাও পিছু নিলাম। একটা রাস্তার মোড়ে আগের লোকটা নেমে গেল, আমরা আর তার পিছু নিই নি। দ্বিতীয় লোকটি গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে থামলো 'ক্যাসানোভা' নাইট ক্লাবের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সে ধীরে সুস্থে নাইট ক্লাবে ঢুকলো। আমি আর নড-ও গাড়ি থেকে নেমে ভাল মানুষের মতো নাইট ক্লাবে ঢুকলাম। সেই লোকটি একটা টেবিলে বসে মদের অর্ডার দিল। আমরাও একটা টেবিল নিয়ে অর্ডার দিয়ে ওর ওপর নজর রখতে লাগলাম। একটু পরেই দেখলাম যে অপূর্ব

সুন্দরী একটি মেয়ে—বোধহয় কোনো হোস্টেস্ হবে—এসে সেই লোকটি সামনে বসলো। সেই লোকটি ঝড় ঝড় করে অনেক কথা বলে গেল। তারপর সেই মেয়েটি উঠে গিয়ে একটা টেলিফোন বুথে গেল টেলিফোন করে ফিরে এসে মেয়েটি যেন সেই লোক-টাকে কি বললো। এবার লোকটি উঠে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও তাকে আসতে না দেখে আমরা দাম মিটিয়ে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে দেখি যে পিছনের দরজা খোলা। নিশ্চয়ই লোকটা পালিয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম যে সেই মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ করি, কিন্তু আপনি শুধু লোকটার পিছু নিতে বলেছিলেন বলে আমরা আর তেমন কিছু করি নি।

টিম্বো বললো—আমরা সেই লোকটাকে কিন্তু আর দেখতে পাই নি। ওর গাড়িটাও বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিঁল।

ডেল বললো—তোমরা যে ওর পিছু নিয়েছ, লোকটা কি তা বুঝতে পেরেছিল ?

না, বস্—বলে উঠলো পাঞ্চো।—আমরা অত কাঁচা কাজ করি না। আপনি তো জানেনই বস্ আমেরিকায় এইভাবে লোকের পিছু নিয়েই তো ছিনতাই টিনতাই করতাম—ধরা তো আর পড়ি নি। একবার শুধু রুডির জন্যে—

টিম্বো হে-হে করে হেসে উঠলো—রুডি নেশার ঝোঁকে একটা পুলিশের পকেট মারতে গিয়েছিল।

হাসি চেপে ডেল বললো—ও সব কথা বাদ দাও। এখন বলো কি করে লোকটার সন্ধান পাওয়া যায় ? ওই লোকটা দিয়েরে নামে ওদের দলেরই একটা মেয়ে-গুপ্তচরকে ওই বাড়িতে খুন করেছে।

আমি তখন মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

নড বললো—আমি টিম্বোকে বলেছিলাম যে গুলির শব্দ শুনলাম।

টিম্বো বললো—না, কোনো গাড়ির ব্যাক ফায়ার—

জাম্বো বললো···কিন্তু সেই লোকটার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। 'ক্যাসানোভা' থেকে লোকটা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—সেই মেয়েটা খবর দিতে পারবে না?

টিম্বো বললো—বলবে কেন?

ওরা চারজনে ডেলকে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। চারজনে চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কিছুই বুঝতে পারলো না—ডেল কেন তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ডেল তখনও হেসে চলেছে।

আর থাকতে না পেরে জাম্বো বলে উঠলো—কি হয়েছে বস্? আমরা কি করেছি?

কিছুই না—উত্তর দিল ডেল।—পুলিশের কথা বলতে গিয়ে পুলিশের কথা মনে পড়লো। তোমাদের যে পুলিশের পোশাক জোগাড় করতে বলেছিলাম, তা কোথায়?

গাড়িতেই আছে বস্—বললো পাঞ্চো।

তবে শোন আমার কথা—বললো ডেল।—একটা মতলব মাথায় এসেছে। তাতে মনে হয় কোনো গোলমাল না করেই আমরা সেই মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আসতে পারব। পাঞ্চো আর টিম্বো এখনই পুলিশের পোশাক পরে পুলিশ সাজবে। একটা গাড়িতে করে গিয়ে তোমরা দুজন 'ক্যাসানোভা'র সামনে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। নড আর রুডি দুজনে ঢুকবে 'ক্যাসানোভা'র ভিতরে।

দুজনেই দু-বোতল মদ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে সেই মেয়েটার কাছে গিয়ে খুব মাতলামি করতে শুরু করবে। মেয়েটাকে দু'চারটে গালাগালও দিতে পার। মেয়েটা কিছু বললেই হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে। আমি তোমাদের ওপর লক্ষ্য রাখব। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঞ্চো আর টিম্বোকে ইসারা করবো। পাঞ্চো আর টিম্বো পুলিশ সেজে ভিতরে গিয়ে তোমাদের তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাচ্ছে বলে বাইরে এনে গাড়িতে তুলবে। কেউ বাধা দেবে না, কেউ সন্দেহ করবে না।

পাঞ্চো বলে উঠলো—গুরুদেব আপনি, বস্! কি বুদ্ধি!

তিনটে গাড়ি ধীরে ধীরে এসে থামলো 'ক্যাসানোভা' নাইটক্লাবের সামনে।

প্রথমে নেমে গেল নড আর রুডি। দুজনে হাত ধরাধরি করে একটু টলতে টলতে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। একটু পরে তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ডেল। টুপিটা মাথায় ভাল করে চেপে চোখ দুটোকে ঢেকে ওভারকোটের কলার তুলে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে নাইটক্লাবে ঢুকলো। প্রথমেই লাউঞ্জ। একটু এগোলে পর হ্যাট-কোট চেক-কাউন্টার। একদিকে ফুলের কাউন্টার। ফুলের কাউন্টারের পাশে বড় কাঁচের দরজা। সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই নাইটক্লাবের প্রশস্ত হল। সামনের দিকে 'বার'। তারপর পরপর সাজানো টেবিল। হলের একেবারে শেষে একটা প্ল্যাট-ফর্ম। তার ওপরে দশ জন লোকের একটা ব্যাণ্ড পার্টি। একটি মেয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দুলে দুলে গান গাইছে। প্ল্যাটফর্মের

সামনে কিছুটা জায়গা একেবারে ফাঁকা। সেখানেই ক্যাবারে, ফ্লোর-শো হয়।

ডেল চারদিক তাকিয়ে ফুলের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালো। এখান থেকে হলের ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। এ ফুল সে ফুল নাড়াচাড়া করতে করতে ডেল লক্ষ্য করতে লাগলো নড আর রুডি একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হু'গেলাস মদ নিয়ে খাচ্ছে। টেবিলের ওপর একটা মদের বোতল। হঠাৎ নড বোতলটা হাতে নিয়ে চলতে লাগলো। ফুল-কাউন্টারের মেয়েটি ডেলকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার পছন্দ হয়েছে?

এঁ্যা—চমকিয়ে উঠলো ডেল। তাকালো মেয়েটির দিকে, বললো—হ্যাঁ, এর একটা তোড়া করে দাও। আমি একজন ভদ্রমহিলার অপেক্ষা করছি। তিনি এলে পর ফুল নেব। দাম কত হবে?

দাম মিটিয়ে দিয়ে সে ফুলের কাউন্টারে হেলান দিয়ে আবার হলের দিকে তাকালো। এক সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা হেঁটে আসছেন বার-এর দিকে, আর তার পাশাপাশি টলতে টলতে আসছে নড আর রুডি। ডেল বুঝতে পারলো যে এই সেই মেয়েটি এবং এবারই গোলমাল লাগাবে নড আর রুডি। ডেল আস্তে আস্তে বাইরের দরজা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে হলের ভিতরে যেন ঝড় উঠেছে। সেই মেয়েটি চিৎকার করছে,তার গায়ে বোধহয় নড বোতলের কিছুটা মদ ঢেলে দিয়েছে। রুডি নডের টাই ধরেছে এক হাত দিয়ে রুমাল দিয়ে সেই ভদ্রমহিলার পোশাক থেকে মদ মুছে ফেলবার চেষ্টা করছে। সেই ভদ্রমহিলাটি হু-চারটে চড়ও কষিয়ে দিয়েছে নডকে। হু'তিনটে

বয়ও ছুটে এসে এদের ঘিরে ফেলেছে।

ঠিক সেই সময়ে পুলিশ-বেশী পাঞ্চো আর টিম্বো ঢুকলো নাইট-ক্লাবে। কোনোদিকে না তাকিয়ে গট্‌মট্‌ করে সোজা ঢুকে গেল হলের মধ্যে।

কী হয়েছে, হঠাৎ এত গোলমাল কিসের ?—পাঞ্চো হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

বারম্যান ছুটে এসে পাঞ্চো আর টিম্বোকে কি যেন বললো। তার পর একসঙ্গে নড, রুডি, সেই ভদ্রমহিলা, বারম্যান, হু'তিনটে বয় কথা বলতে শুরু করলো। পাঞ্চো আর টিম্বো মাথা নাড়লো, তার পর নড, রুডি আর সেই ভদ্রমহিলাটিকে তাদের সঙ্গে যেতে বললো। এবারে সেই মেয়েটি আর বারম্যান ঘোরতর আপত্তি জানাতে লাগলো। টিম্বো বারম্যানকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বেটন দেখিয়ে ওদের তিনজনকে বাইরে যেতে আদেশ করলো। মেয়েটি তখনও চিৎকার করছে।

ডেল আর সেখানে দাঁড়ালো না। ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এসে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই ওরা সকলে বেরিয়ে এল।

ডেল পাঞ্চোকে বললো—ওকে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে গাড়ি থামাও। তুমি, টিম্বো আর নড একটা গাড়িতে যাও। অন্য গাড়িটা নিয়ে আস্থক রুডি। আমি আমার গাড়িতে যাচ্ছি।

ওরা এসে থামলো একটা পার্কের সামনে। ডেল তার গাড়ি থেকে নেমে এসে সেই মেয়েটিকে বললো—তোমার বাড়ির ঠিকানা কি ? মেয়েটি ফোঁস করে উঠলো—তোমার কি দরকার ?

এক ঘুষিতে নাক উড়িয়ে দিলে বুঝবে যে আমার কি দরকার !—

জবাব দিল ডেল। হাতে এক ঝাঁকি দিয়ে সরু পাতলা ছোরা—স্টিলেটো বার করে বললো—এবার যদি একটু এপাশ ওপাশ করো, কিংবা আমাদের কথা না শোন তবে আমি আর এই চারজন তোমাকে পিটিয়ে পিটিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলবো। তারপর এই স্টিলেটো দিয়ে একটু করে তোমাকে কাটবো আর কুকুরকে খাওয়াবো। এখন বলো তোমার ঠিকানা কি ?

ফ্যাকাসে মুখে মেয়েটি ঠিকানা বললো। ডেল পাঞ্চোকে বললো—চলো !

পাঞ্চোর গাড়ির পিছন পিছন আর ছুটো গাড়ি অনেক ঘুরে এসে থামলো এক ফ্ল্যাট বাড়িতে। ডেল গাড়ি থেকে নেমে স্টিলেটোটা হাতে নিয়ে এসে পাঞ্চোর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। ডেল পাঞ্চো আর টিম্বোকে বললো রিভলভার হাতে নিয়ে ওই মেয়েটাকে মাঝখানে রেখে ওর ঘরে যেতে। জানালো যে একটু এদিক ওদিক করলে গুলি করে মারতেও যেন ইতস্ততঃ না করে।

সেই মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ভয়ে ঠোঁট ছুটো যেন ঝুলে পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে কোনোরকমে টলতে টলতে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলো। তেতলায় উঠে একটা ঘরের সামনে এসে সে থামলো।

ধমকের স্বুরে ডেল বলে উঠলো—দরজা খোল।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা চাবি বার করে মেয়েটা কোনোরকমে দরজা খুললো। পা দিয়ে দরজাটা ফাঁক করে ডেল ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচ খোঁজ করে আলো জ্বাললো। সকলে ঘরে ঢুকলে পর সে দরজাটা বন্ধ করে এসে একেবারে মেয়েটার মুখের সামনে দাঁড়ালো।

মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়িয়ে পিছু হটলো। শুকনো গলায় বললো—আপনারা কে? কেন জোর করে আমাকে ধরে এনেছেন? আমি কি করেছি?

ডেল কোনো কথা বললো না। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে স্টিলেটোটা ওর মুখের সামনে নাচাতে লাগলো।

মেয়েটা আবার বললো—আপনি বিশ্বাস করুন। আমার কোনো দোষ নেই। নাইট ক্লাবে ওই লোক দুটোই আমার সঙ্গে অসভ্যতা করে। পুলিশ এসে আমাদের কথা না শুনে আমাকে গ্রেপ্তার করে। আমাকে থানায় না নিয়ে গিয়ে এখানে আনা হলো কেন?

ডেল চোখ দিয়ে নড আর রুডিকে ইশারা করলো। নড আর রুডি সারা ঘর খুঁজে দেরাজ খুলে কিছু শক্ত দড়ি বার করে মেয়েটার হাত-পা শক্ত করে বাঁধলো। তারপর কতগুলো বালিশ উঁচু করে ডেল মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

ডেল স্টিলেটো নাচাতে নাচাতে বললো—আমরা কে, কেন তোমাকে এখানে এনেছি—তাই জানতে চাইছ তো? তোমাকে জানাতে আমার আপত্তি নেই। সব কথাই খুলে তোমাকে আমি বলতেও পারি, কারণ তুমি আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। আমার নাম শুনেছ কি না জানি না। আমার নাম ডেল ফিশার। আর এরা আমার সাকরেদ—পাঞ্চো, টিম্বো, নড আর রুডি। এরা কেউই পুলিশ নয়, পুলিশের কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার এতটুকু ইচ্ছা আমাদের নেই। চিৎকার করলে কোনো লাভ হবে না, কারণ চিৎকার করার আগেই তোমার গলা কেটে ফেলব। তোমার প্রশ্নের সব উত্তর তুমি পেয়েছ, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার নাম কি?

জুনিয়েটা—ভাঙা গলায় মেয়েটা উত্তর দিল।

ডেল বললো—বেশ। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো বলো তো জুনিয়েটা, দিয়েরেকে খুন করেছে কে?

চমকিয়ে উঠলো জুনিয়েটা। বললো—দিয়েরে! দিয়েরে কে?

দিয়েরে কে জান না?—ডেলের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

জুনিয়েটা মাথা নেড়ে জানালো—না।

স্টিলেটোটা গলার কাছে ধরে ডেল বললো—এবার হয়তো মনে পড়তে পারে।

জুনিয়েটা ভয়ে চোখ বুজলো। মুখ তার নীল হয়ে এসেছে।

ডেল কঠিন গলায় বললো—আমাদের কাছে মিথ্যা বলে কোনো লাভ হবে না, মিথ্যে তোমার প্রাণ যাবে। সত্য কথা যদি বল তবে তোমাকে খুন করবো না! আজ একটি লোক দিয়েরেকে খুন করে এসে ক্যাসানোভা নাইটক্লাবে গিয়ে তোমাকে খবর দেয়। আমার বন্ধুরা ওর পিছন পিছন এসে তা দেখে। ওরা আরো দেখে যে সেই খবর পেয়ে তুমি একজনকে টেলিফোন কর। তুমি কিছু জান না বললে রেহাই পাবে না। বল, লোকটা কে—

জুনিয়েটা চুপ করে রইল। ডেল একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাস্ ঠাস্ করে তার দু'গালে দুই চড় কষিয়ে দিল। জুনিয়েটার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

ডেল বললো—ভাল চাও তো জবাব দাও, নয়তো তোমার মুখ বেঁধে তোমাকে চাবকাবো।

এবারে জুনিয়েটার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। অস্ফুট স্বরে বললো —পেড্রো।

কোথায় থাকে?—হুঙ্কার দিয়ে উঠলো ডেল।

ঠিকানা আমি জানি না—বললো জুনিয়েটা।

আবার মিথ্যা কথা—ধমকিয়ে উঠলো ডেল।

সত্যি বলছি—বললো জুনিয়েটা।—আমি কারও ঠিকানা জানি না। দরকার পড়লে আমি টেলিফোন করি। টেলিফোনে খবর দেওয়াই আমার কাজ।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—দিয়েরের খুনের খবর টেলিফোনে কাকে বলেছিলে?

সিসিকে—উত্তর দিল জুনিয়েটা।

সিসি।—বললো ডেল।—সিসি কে?

তা আমি জানি না—বললো জুনিয়েটা।—আমার ওপর আদেশ আছে কোনো খবর পেলেই সিসিকে জানাতে। সকলেই ওকে সিসি বলে ডাকে, আমিও তাই বলি।

সিসি ছেলে না মেয়ে?—জিজ্ঞাসা করলো ডেল।—ঠিকানা কি?

মেয়ে।—জবাব দিল জুনিয়েটা—ঠিকানা জানি না।

ডেল একটু চুপ করে থেকে বললো—আমাকে কয়েকজন লোক ধরে একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ির ঠিকানা জান?

আমি জানি না—বললো জুনিয়েটা।

পেড্রো জানে?—প্রশ্ন করলো ডেল।

জুনিয়েটা ঢোঁক গিলে বললো—আমি বলতে পারি না। জানতেও পারে।

ডেল একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো—আমার দলের একটি মেয়ে, তার নাম ডালিয়া—তাকে কোথায় আটকিয়ে রেখেছে বলতে পার?

আমি জানি না—উত্তর দিল জুনিয়েটা।

এবারে জাম্বো ডেলকে বললো—বস্, জুনিয়েটা যখন কিছুই জানে না তখন আর বেশি সময় নষ্ট করে লাভ কি ? ওর গলাটা কেটে দু-পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিয়ে আমরা চলে যাই।

জুনিয়েটা আঁতকিয়ে উঠলো।

ডেল বললো—তা করলে মন্দ হয় না, আপদ চুকে যায়। কিন্তু পেড্রো বা সিসির ঠিকানাটা জোগাড় করা যায় কি করে বলো ?

পাঞ্চো বললো—বস্, যদি অনুমতি দেন তো আমি জুনিয়েটাকে একটু চাবকিয়ে দেখতে পারি। দু-চার ঘা খেলে মুখ দিয়ে ঠিক কথা বেরুবে।

জুনিয়েটা চিৎকার করে কেঁদে বললো—সত্যি বলছি আমি কারুর ঠিকানা জানি না। আমাকে বাঁচান। আমি যা জানি সব বলেছি !

ডেল বললো—ঠিক আছে। তোমাকে খুন করবো না। যদি তুমি আমাদের কথামতো কাজ কর। পেড্রোকে টেলিফোনে ডেকে এখানে আসতে বলো।

জুনিয়েটা বললো—পেড্রো আমার ঠিকানা জানে না। আমরা কেউ কারুর ঠিকানা জানি না। ঠিকানা বললেই ওরা আমাদের খুন করে ফেলবে।

টিম্বো বললো—ক্যাসানোভা নাইট ক্লাব থেকে এখানে আসার সময় দেখলাম পেড্রোর গাড়িটা তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেল বাধা দিয়ে বলে উঠলো—টিম্বো ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছে। দেখ জুনিয়েটা, এই কাজটা ভাল করে করার ওপর তোমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। তুমি এখন পেড্রোকে টেলিফোন করে বলো যে ওর গাড়িটা ক্যাসানোভার সামনে পড়ে আছে কেন, এখনি নিয়ে যেতে। এমনভাবে বলবে যেন তুমি নাইটক্লাব থেকেই কথা

বলছ। আর নড আর রুডি তোমরাও পুলিশের পোশাক পরে নাও। চারজনে 'ক্যাসানোভা' নাইট ক্লাবের কাছে লুকিয়ে থাক। পেড্রোকে দেখতে পেলেই ধরে এখানে নিয়ে আসবে। যাও—তোমরা বেরিয়ে পড়।

পাঞ্চো বললো—কিন্তু বস্, আপনাকে একা রেখে—

কোনো ভয় নেই—বললো ডেল।—

পাঞ্চোরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ডেল উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোনটা বিছানার ওপর তুলে রেখে দিয়ে বললো—যদি বাঁচতে চাও তো আমি যে ভাবে বললাম ঠিক সেইভাবে পেড্রোকে টেলিফোন কর। একটু এদিক ওদিক যদি হয়, পেড্রোর মনে যদি এতটুকু সন্দেহ হয়, পেড্রো যদি গাড়িটা নিয়ে যেতে না আসে—তবে তোমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

জুনিয়েটা টেলিফোনের রিসিভারটা নিজে তুলে নিয়ে ডায়াল করলো। তার হাত কাঁপছিল। একটু পরেই বললো—হ্যালো! কে পেড্রো? তুমি কি করেছ বল তো? তোমার গাড়িটা তুমি এখানে ফেলে রেখে গেছ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ক্যাসানোভা থেকে বলছি—সারারাত এখানে গাড়ি পড়ে থাকলে পুলিশ ধরবে, তার-পর সমস্ত গোলমাল হতে পারে।...আমি ওসব জানি না। পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি গাড়ি না নিয়ে গেলে আমি সিসিকে টেলি-ফোন করে জানাবো। তোমার জন্য দলের সকলের বিপদ হয় তা আমি চাই না।

জুনিয়েটা টেলিফোনটা রেখে দিল। কপালে তখন তার ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে।

ডেল বললো—ভাল, তুমি কোনো গোলমাল কর নি। এবার সিসিকে

একবার টেলিফোন কর তো ?

জুনিয়েটা ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। বললে।—সিসিকে ? সিসিকে আমি কি বলব ? আমাকে খুন করে ফেলবেন। আপনি সিসিকে জানেন না।

ডেল বললো—বেশ, আমিই টেলিফোন করছি। নম্বরটা বলো।

জুনিয়েটা একটা টেলিফোন নম্বর বললো। ডেল সেই নম্বরটি ডায়াল করলো। ঘণ্টা বেজেই চলেছে, ওপাশ থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ডেল টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

৮

'ক্যাসানোভা' নাইট ক্লাবের সামনে যখন গিয়ে পাঞ্চোরা তাদের ছুটো গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখনও পেড্রোর গাড়িটা সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাঞ্চো তার গাড়িটা পেড্রোর গাড়ির ঠিক সামনে আর নড তার গাড়িটা ঠিক পিছনে রেখে পেড্রোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

একটু পরেই একটা ট্যাক্সি এসে থামলো নাইট ক্লাবের সামনে। পেড্রোকে দেখলো তারা সেই ট্যাক্সি থেকে নামতে। পেড্রো পকেট থেকে চাবি বার করে তার গাড়ির কাছে আসামাত্রই পুলিশবেশী পাঞ্চোরা তাদের গাড়ি থেকে নেমে চারজন চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেললো। এক মিনিটের জন্য পেড্রো হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরমুহূর্তে সে তার কোটের পকেটে হাত দেবার চেষ্টা করার আগেই পাঞ্চো তার রিভলভার তুলে বললো—হাত ওপরে তোল।

তারপর নডকে পাঞ্চো আদেশ করলো—ওর পকেট থেকে রিভলভারটা রুমাল দিয়ে ধরে তুলে নাও। রিভলভারটা আমাদের সাক্ষী হবে।

নড পেড্রোর পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিজের পকেটে রাখলো। তারপর তার অন্যান্য পকেট এবং বগলের নীচটা দেখে নিল আর কোনো অস্ত্র আছে কি না।

পাঞ্চো পেড্রোকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার নাম পেড্রো?

পেড্রো হতভম্বের মতো মাথা নাড়লো।

পাঞ্চো বললো—দিয়েরেকে হত্যা করার অভিযোগে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

এবার পেড্রো বললো—কে দিয়েরে? আমি দিয়েরে বলে কাউকে জানি না। গ্রেপ্তার করার তোমাদের কোনো পরোয়ানা আছে?

টিম্বো এগিয়ে এসে মুখের ওপর সজোরে এক ঘুষি কষিয়ে দিয়ে বললো—এই সেই পরোয়ানা। চলো আমাদের সঙ্গে—

টানতে টানতে তারা পেড্রোকে পাঞ্চোর গাড়িতে তুলে নড আর টিম্বো রিভলভার হাতে নিয়ে তার দু'পাশে বসলো। পাঞ্চো তার গাড়ি ছুটিয়ে দিল জুনিয়েটার বাড়ির দিকে। পিছন পিছন রুডিও তার গাড়ি নিয়ে চললো।

পেড্রোকে নিয়ে তারা হাজির হলো জুনিয়েটার ঘরের সামনে। দরজায় ধাক্কা দেওয়া মাত্র ভিতর থেকে ডেল সাড়া দিল—কে?

পাঞ্চো জবাব দিল—আমি পাঞ্চো। আসামী হাজির।

ডেল দরজা খোলামাত্র তারা সকলে পেড্রোকে নিয়ে জুনিয়েটার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। জুনিয়েটাকে দেখে পেড্রো দাঁতে দাঁত চেপে বললো—শয়তান। তুমি আমাকে ধরিয়ে দিয়েছ? এর শাস্তি তুমি পাবে—

ডেল তাকে এক ধমক দিয়ে উঠলো—চুপ করো। এখন তোমায় আমার কথা শুনতে হবে। একটা বাজে কথা বললে কিংবা আমার কথা তুমি অমান্য করলে আমি তোমাকে একেবারে কচুকাটা করে ছাড়বো।

নড তার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে বললো—এই রিভলভার দিয়ে পেড্রো দিয়েরেকে খুন করেছে। আমি ওর পকেট থেকে বার করে এনেছি।

ডেল বললো—যত্ন করে রেখে দাও। মামলার সময় দরকার লাগবে। এখন তোমরা পেড্রোর হাত-পা ভাল করে বেঁধে মাথা নিচুতে দিয়ে পা দুটোকে ওপরে তুলে ঝুলিয়ে দাও।

ডেলের কথামতো পাঞ্চোরা কাজ করলো।

এবার ডেল পেড্রোকে বললো—যদি ঠিক মতো জবাব দাও তো তোমাকে ঝুলিয়ে মারবো না। এখন বল—কমরেড এক্স কে? কোথায় থাকে?

পেড্রো কোনো জবাব দিল না।

ডেল বললো—বলো!

পেড্রো তবু জবাব দিল না।

ডেল পাঞ্চোকে ইঙ্গিত করামাত্র পাঞ্চো পেড্রোর নাকের ওপর এক ঘুষি মারলো। চিৎকার করে উঠলো পেড্রো। তার নাক ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তবু পেড্রো জবাব দিল না। পাঞ্চো তার জুতো দিয়ে পেটে একটা লাথি মারলো। পেড্রো যন্ত্রণায় চিৎকার করে কুঁকড়িয়ে উঠলো, তবু কোনো কথা বললো না। আরো দু'চারটে লাথি খাওয়ার পর তার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল। পাঞ্চো তাকালো ডেলের দিকে।

ডেল পেড্রোর হাতটা ধরে নাড়ি টিপে বললো বেঁচে আছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে শুধু। এভাবে ওর মুখ থেকে কোনো কথা আদায় করা যাবে বলে মনে হয় না। ওকে বাথরুমে নিয়ে চলো। বাথটাবের মধ্যে ওর মাথাটা নিচুতে দিয়ে পা ওপরে তুলে ঝুলিয়ে রাখ। মাথায় জল লাগলে জ্ঞান ফিরে পাবে আর চোখে মুখে জল গেলে জবাব দেবে।

পেড্রোকে তুলে নিয়ে বাথরুমের ভিতরে বাথটাবে সেইভাবে

ঝুলিয়ে রেখে কলের জল ছেড়ে দেওয়া হলো। বাথটাবে জল জমতে জমতে পেড্রোর চুল ভিজিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। পেড্রো দু-একবার নড়লো, তারপর চোখ খুললো। একটু পরেই সে ভীষণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। জলের থেকে মাথা তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। জল তখন নাক ছাপিয়ে উঠছে। সে মাথা তুলে কাশতে কাশতে আবার জলে তলিয়ে গেল। মুখ থেকে ঘড় ঘড় করে শব্দ হল—বাঁচাও! বাঁচাও!

ডেল ইঙ্গিত করতেই পাণ্ডারা পেড্রোকে বাথটাব থেকে তুলে এনে আবার জুনিয়েটার ঘরে নিয়ে এল। পেড্রো হাঁপাচ্ছে তখন। চোখে মুখে দারুণ আতঙ্ক।

ডেল বললো—যদি ঠিক ঠিক কথার জবাব দাও তো তোমাকে জলে ডুবিয়ে মারবো না। নয়তো আবার তোমাকে ওই বাথরুমে যেতে হবে। এখন বলো কমরেড এক্স কে? কোথায় থাকে?

হাঁপাতে হাঁপাতে পেড্রো বললো—কমরেড এক্স কে আমি জানি না। আমি ওঁর নাম শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন দেখি নি।

ফের মিথ্যে কথা!—গর্জে উঠলো ডেল।

পেড্রো বলে উঠলো—আমি সত্যি বলছি। জুনিয়েটাকে জিজ্ঞাসা করুন—

তবে সিসি কে? কোথায় থাকে?—ডেল প্রশ্ন করলো।

সিসি বলে আমি কাউকে চিনি না।—উত্তর দিল পেড্রো।—কোনো দিন নামও শুনি নি।

জুনিয়েটা যে বললো—বললো ডেল।

জুনিয়েটা জানতে পারে—জবাব দিল পেড্রো।—জুনিয়েটাই সকলকে খবর দেয়, এই ওর কাজ।

আমাকে সেদিন তোমার দলের লোকেরা একটা বাড়িতে নিয়ে আটকিয়ে রেখেছিল—বললো ডেল।—সেই বাড়িটার ঠিকানা কি ?

পেড্রো চুপ করে রইল।

ডেল ধমক দিয়ে উঠলো—বলো—

পেড্রোকে তবু নিরুত্তর দেখে ডেল পাঞ্চোকে বললো—বাথরুমে নিয়ে ওকে না চোবালে মুখ দিয়ে ওর কথা বেরুবে বলে মনে হচ্ছে না। ওকে আবার নিয়ে চলো—

পাঞ্চো আর টিম্বো পেড্রোকে ধরামাত্রই সে চিৎকার করে বলে উঠলো—তিন নম্বর র‍্যু লা প্লাসে।

ডেল পাঞ্চোকে বললো—পেড্রোর মুখের মধ্যে একটা রুমাল দিয়ে মুখটা শক্ত করে বেঁধে মেঝের ওপর ফেলে রেখে দাও। তারপর আমাদের অনেক কাজ আছে।

পাঞ্চোরা পেড্রোর ব্যবস্থা করতে লাগলো। ডেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করে শুনতে লাগলো। একটু পরে রিসিভার নামিয়ে রেখে জুনিয়েটাকে বললো—তোমার সিসির টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে চলেছে ! কেউ ধরছে না। সিসির নম্বর বা নাম যদি ভাঁওতা হয় তো তোমাকে আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।

ডেল আবার আর একটা নম্বর ডায়াল করলো। একটু পরেই বললো—রিৎজ হোটেল ! আপনাদের বল রুমে মিঃ হোরেস্ ওয়াকার আছেন ! একবার ডেকে দিন্ না···

ডেল টেলিফোন ধরে রইল। একটু পরে আবার বললো—এখনো আসেন নি ; আচ্ছা, যদি আসেন তো জানাবেন যে ওর এক বন্ধু

টেলিফোন করছিল। আমি আবার কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন করবো।

ডেল একটুক্ষণ ভেবে আর একটা নম্বর ডায়াল করলো। রিসি-ভারটা কানের কাছে কিছুক্ষণ ধরে সে নিজের মনেই বলে উঠলো—কী আশ্চর্য! সুজান কোথায় গেল!

ডেলের মুখ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলো। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বললো—আমাদের এখুনি বেরুতে হবে। মনে হচ্ছে আমাদের আর একটা কোনো বিপদ হয়েছে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে জুনিয়েটার ঘরে তালা বন্ধ করে ওরা দ্রুতপায়ে নিচে নেমে গেল। ডেল তার গাড়িতে উঠেই বললো—তোমরা আমার পিছন পিছন এসো।

ডেল খুব জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। পাঞ্চোরাও তাদের গাড়ি দুটো নিয়ে তাকে অনুসরণ করলো। এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে ডেল সুজানের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালো। একটু পরে পাঞ্চোরাও এসে উপস্থিত হলো।

রাস্তা থেকেই সুজানের ঘরের দিকে তাকিয়ে ডেল বললো—আলো জ্বলছে, অথচ সুজান টেলিফোনে সাড়া দিল না! আমার সঙ্গে তোমরা এস তো!

ওরা পাঁচজনে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সুজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজার তালার দিকে তাকিয়ে ডেল দেখলো—তালা ভাঙা। এক ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সকলে ভিতরে ঢুকলো। ঘরের ভিতর দিয়ে যেন সাইক্লোন উড়ে গিয়েছে। সব কিছু ছড়ানো ছিটানো, সুজান ঘরে নেই। নিজের ঘরটাও ডেল দেখলো। সে ঘরের অবস্থাও একই রকম। সেখানেও সুজান নেই। সুজানের

টেবিলের ওপর সে ছুটো গেলাস পড়ে থাকতে দেখলো।

ছুটো গেলাস কেন ?—ডেল যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো।—আর একজন কে এসেছিল ?

পাঞ্চো জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে বস্ ?

ডেল বিছানার ওপর বসে পড়ে বললো—সুজান আমার সঙ্গে কাজ করতো। ওকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। বারবার বলেছিলাম ঘরের থেকে না বেরোতে। এখন দেখ—সুজান ঘরে নেই। সমস্ত ঘর কারা যেন তছনছ করে দিয়ে গেছে। হয়তো ওরা সুজানকে ধরে নিয়ে গেছে—

কিছুক্ষণ ছু'হাত দিয়ে মাথা টিপে বসে রইল ডেল। তারপর বললো—আমরা ওদের ছুজনকে ধরেছি, ওরাও আমাদের দলের ছুজনকে ধরলো—ডালিয়া আর সুজান। এই খেলার মজাই এখানে। ছুদলকেই অনেক মূল্য দিতে হয়। চলো, ভেবে আর কি করা যাবে—এখন একমাত্র ভরসা তিন নম্বর র‍্যু লা প্লাসের বাড়িটা। হয়তো ওখানে সুজানের দেখা পেতে পারি, অবশ্য যদি শত্রুপক্ষ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে।

ঘরটা যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় রেখে ডেল তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়ির কাছে এসে বললো—এবারে তোমরা চারজনে ভাল করে শোন। আমরা শত্রুপক্ষের বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি। বিপদের সম্ভাবনা যে কতখানি তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমি প্রথমে ঢুকবো এবং গোপনে খোঁজ করার চেষ্টা করবো। তোমরা লুকিয়ে থাকবে। আমার আসতে দেরী হতে দেখলে কিংবা কোনোরকম সন্দেহ হলে পুলিশ সেজেই তোমরা বাড়িতে ঢুকবে এবং আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। যদি খুব

বেশি বিপদ দেখ তো পালিয়ে যেতে এক মুহূর্ত দেরী করবে না।

পাঞ্চো বললো—বস্, দলের কাউকে ফেলে তো পালাতে শিখি নি। আপনি আমাদের গুরু, আপনাকে ফেলে পালানোর তো কথাই ওঠে না।

এ খেলাতে দরকার হলে পালাতেও হয়—বললো ডেল।—আবার প্রয়োজন মতো এগিয়ে আসতেও হয়। যদি খুব বিপদে পড়ো তো এমব্যাসিতে গিয়ে ওয়াকারকে খবর দেবে। দরকার হলে ওয়াকার যেন পুলিশের সাহায্যে এ বাড়িটা ঘিরেও ফেলে। বুঝলে ? এখন চলো—

তিনটে গাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো। শহর ছাড়িয়ে নির্জন শহরতলিতে গিয়ে তারা উপস্থিত হলো। এখানে লোক বা গাড়ি চলাচল খুব কম। পথের দুধারে বড় বড় গাছ। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো পথের ওপরে কেমন যেন আলো-আঁধারের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে। তিন নম্বর রু্য লা প্লাসের সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে যেতে ডেল একটা ঘরে আলো দেখতে পেল। বিরাট বড় কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি। চারদিকে বাগান, মাঝখানে বাড়ি। ডেল গাড়িটাকে ঘুরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল।

গাড়ি থেকে আস্তে আস্তে নেমে এল সকলে।

ডেল বললো—এই পাঁচিলটা টপকিয়ে ওপাশে যেতে হবে। খুব সাবধানে, এতটুকু যেন শব্দ না হয়, কিংবা কেউ যেন বুঝতে না পারে। আমি ও বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। আমাকে প্রথমে তোমরা পাঁচিলের ওপরে তুলে দাও, তারপর আমি তোমাদের টেনে তুলব।

ডেলকে চারজন কাঁধে করে দেয়ালের ওপরে তুলে দিল। তারপর

ডেল একজন একজন করে চারজনকেই দেয়ালের ওপরে টেনে তুললো। দেয়ালের ওপরে বসে ডেল বাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো। একটা ঘরে যেন আলো তখনও জ্বলছে বলে মনে হলো। দেয়ালের চারপাশে বড় বড় গাছ। তা ছাড়িয়ে বাগানের মাঝখানে মাঝে মাঝে ফুলগাছের ঝাড়। দূরে আবছা মতো একটা বিরাট বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সমস্ত বাগান অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু বাতাসে-কাঁপা গাছের পাতার শিরশির শব্দ।

দেয়াল বেয়ে বেয়ে নিঃসাড়ে তারা বাগানে নেমে পড়লো। বড় বড় গাছের আড়াল দিয়ে তারা বাড়ির দিকে এগোতে লাগলো। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ডেলের মনে হলো বাড়ির ভিতরের সেই আলোটা হঠাৎ যেন নিভে গেল। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো সে। আবার ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো সে বাড়িটাকে। কোথাও কারুর সে সাড়া পেল না। সমস্ত জানলাই বন্ধ। তার মনের ভুলও হতে পারে। হয়তো তারা বাড়ির পিছনে এসে পড়েছে বলে সামনের ঘরের আলো তারা আর দেখতে পাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বড় বড় গাছ আর ফুল-ঝাড়ের ছায়ায়-ছায়ায় তারা এগিয়ে গিয়ে বাড়ির একেবারে পিছন দিকে গিয়ে উপস্থিত হলো। পকেট থেকে একটা ছোট যন্ত্র বার করে সে তালাটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে দরজাটা আস্তে খুলে ফেললো।

সরু অন্ধকার একটা বারান্দা। হয়তো রান্নাঘর, প্যান্ট্রি হবে। একটু এগিয়ে গিয়ে তারা একটা কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল।

ডেল পাঞ্চোদের ফিস্‌ফিস্ করে বললো—তোমরা এই সিঁড়ির নিচে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি ওপরে যাচ্ছি। যদি দেরী হয় তবে তোমরা ওপরে উঠে আসবে।

পাঞ্চোরা সিঁড়ির অন্ধকারে লুকিয়ে বসে পড়লো। ডেল আস্তে আস্তে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। পুরনো কাঠের সিঁড়ি। পা পড়তেই কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ হয়। তিনি চারটে সিঁড়ি উঠেই সে থমকিয়ে দাঁড়ালো। সেই অন্ধকারে সে যেন হাজার ছায়া ভেসে বেড়াতে দেখলো। ওপরে উঠতে আর সাহস হচ্ছে না। সিঁড়িতে পা দিলেই বিশ্রী শব্দ হচ্ছে, সতর্ক কেউ থাকলেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে আস্তে আস্তে আবার নিচে নেমে এল।

সিঁড়ির হাতল ধরে সে ভাবতে লাগলো এর পরে সে কি করবে। কী যেন তার মনে হলো। দুটো অদৃশ্য চোখ যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই ডেল যেন কি ভাবে বুঝে উঠতে পারে। সে নিঃসাড়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। ঘরটা অন্ধকার। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে সে দম নিতে লাগলো।

সেই রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে সে যেন কোথায় টেলিফোন ডায়াল করার শব্দ শুনতে পেল। তারপর কার যেন গলা, কি যেন বললো সে। আবার চারদিক চুপচাপ।

ডেল আবার দরজা খুলে বাইরে বেরুতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একটা দরজা খুলে গেল এবং পর মুহূর্তেই ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। ডেল তাকাতেই দেখলো যে তার সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে, দু'জনের হাতেই দুটো রিভলবার। সেই দুজন লোককেই সে চেনে। হোটেল নেপোলিয়োঁ আর বোধ হয় এই বাড়িতেই এদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একজন সেই বয়স্ক লোকটি, অপরজন তার সাকরেদ চিকা।

ডেলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললো—গুড ইভনিং। আমাকে আবার হয়তো আপনারা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করাতে চাইবেন—

সেই বয়স্ক লোকটির চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। রিভলভারটা তার দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—তোমার মতো বেহায়াকে—

ডেল বললো—আমি শুধু আমার এক সহকর্মিনী ডালিয়ার খোঁজ করতে এখানে এসেছিলাম।

দুজনেই কোনো কথা বললো না।

ডেল আবার বললো—তার খোঁজ পেলেই আমি চলে যেতে পারি।

হঠাৎ বাইরে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেই বয়স্ক লোকটি চিকাকে বললো—দেখ, এসে গেছে বোধহয়—

চিকা বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারজন পুলিশ ঘরে ঢুকলো। প্যাঞ্চো চারদিক তাকিয়ে বললো…কি ব্যাপার!

সেই বয়স্ক লোকটি বললো—আমিই আপনাদের ফোন করেছিলাম। যথেষ্ট ধন্যবাদ যে আপনারা তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন। এই লোকটা আমাদের বাড়িতে ঢুকে দু'হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে আমাদের ভয় দেখিয়ে চুরি করতে এসেছিল।

বটে!…প্যাঞ্চো কটমট করে তাকালো ডেলের দিকে।…আমার ঘাঁটে ডাকাতি করতে আসার মজা এবার দেখবে। দেখি রিভলভার দুটো।

প্যাঞ্চো রিভলভার দুটো নিয়ে পকেটে ফেললো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো…শক্ত দড়ি পাওয়া যাবে?

সেই বয়স্ক লোকটি চিকাকে ইঙ্গিত করতেই চিকা একটু পরেই

দড়ি আনলো। পাঞ্চো এবার ইঙ্গিত করতেই চারজন ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই বয়স্ক লোকটি আর চিকার ওপর। দুম্‌দাম্‌ ঘুষি মারতে লাগলো দুজনকে। ওরা দুজন প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, তাই বাধা দেবার চেষ্টাও করতে পারে নি। মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পাঞ্চো আর টিম্বো ওদের দুজনের বুকের ওপর চেপে বসলো। ভয়ে ওদের মুখ নীল হয়ে গেছে।

ডেল বললো—ওদের দুজনকে বেঁধে ফেল। আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

দড়ি দিয়ে ওদের শক্ত করে ওরা বাঁধতে লাগলো। ঠিক সেই সময় সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ সারা পাড়া কাঁপিয়ে তুললো।

ডেল চিৎকার করে উঠলো—পুলিশ! তাড়াতাড়ি পালিয়ে এস।

ওদের দুজনকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখেই ওরা আবার দৌড়ে পিছনের দরজা দিয়ে সোজা বাগানে গিয়ে পড়লো। সেখানে আবার ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে তারা পাঁচিল টপকিয়ে গাড়িতে উঠে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

রিৎজ্‌ হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে ডেল পাঞ্চোদের বললো—আজকের মতো কাজ শেষ। তোমরা বাড়ি যাও। হয়তো কাল আবার তোমাদের দরকার হবে।

৯

ডেল কোনোদিকে না তাকিয়ে হন্‌হন্‌ করে রিৎজ্‌ হোটেলের বার-এ ঢুকলো।

আজ সারা দিন রাত শরীর আর মনের ওপর যেরকম ধকল গেছে তাতে এখন তার পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। তার এখন একমাত্র চিন্তা সুজানের জন্য। শত্রুপক্ষ যদি সুজানকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তার আজ আর রাত্রে বিশ্রাম করা হবে না। যে ভাবেই হোক সুজানকে খুঁজে বার করতে হবে। কিছুক্ষণ শুধু তার অপেক্ষা করতে হবে, কেন না সে সুজানকে প্রয়োজন হলে এখানে দেখা করতে বলেছিল। যদি সুজান না আসে…

বার-এ ঢুকে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। ওয়াকারকে সে দেখতে পেল না। সুজানকেও নয়। একটা চেয়ারে সে বসে পড়ে গা এলিয়ে দিল। বড় ক্লান্ত লাগছে। একটি বয় এলে ডবল মার্টিনির অর্ডার দিয়ে সে চোখ বুজে রইল।

বয় মার্টিনি দিলে পর সে সোজা হয়ে বসে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো। শরীরটা একটু চাঙ্গা মনে হচ্ছে, কিন্তু মাথা যেন আর কাজ করতে চাইছে না। সমস্ত ব্যাপারটাই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শত্রু-পক্ষের সঙ্গে মুলাকাৎ তার হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয় নি। ওদের বাইরে বার করে আনতে হবে। ওদের দুর্গের মধ্যে গিয়ে লড়াই করে জেতার আশা নেই। শেষ পর্যন্ত কোলবের্তের সাহায্যই নিতে হবে।

হঠাৎ তার টেবিলে কার ছায়া পড়লো। চমকিয়ে উঠলো ডেল। তাকিয়ে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে সুজান।

ডেল বলে উঠলো—সুজান! আমি যে কি ভয় পেয়েছিলাম! বসো—

সুজান একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পাশের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো। তার পাশের চেয়ারে এসে বললো ডালিয়া। ডেল ডালিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

সুজান বললো—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এরই নাম ডালিয়া!

ডেল ডালিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ডালিয়া মিষ্টি হেসে বললো—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কস্।

ডেল কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ডালিয়াব দিকে। তারপর একটু হেসে বললো—আজ দেখছি সবই সিনেমার মতো হয়ে যাচ্ছে! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

ডালিয়া আবার তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলো। ডেল তার প্রতিটি কথা অধীর আগ্রহে শুনে যেতে লাগলো। ডালিয়ার কথা শেষ হয়ে গেলেও ডেল কোনও মন্তব্য করলো না।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—তোমদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

সুজান বললো—না, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

ডেল বললো—এখন আর দেরী করার সময় নেই। সামান্য কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্।

খেতে খেতে ডেল বললো—তোমার ঘরে তো আর গিয়ে থাকার উপায় নেই। শত্রুপক্ষ ঠিকানা জানতে পেরে গেছে। তোমার অনুপস্থিতিতে ঘরের তালা ভেঙে ঢুকে সব কিছু তছনছ করে গেছে। এখন আর একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে।

সুজান বললো—আমার পিসীর বাড়িতে—

ডেল বাধা দিয়ে বললো—না, তোমার পিসীকে মিছামিছি বিরক্ত করে লাভ নেই। যে-কোনো হোটেল একটা দেখতে হবে। হোটেলে এসে গোলমাল করতে শত্রুপক্ষ ভয় পাবে।

ডেল সুজান আর ডালিয়াকে নিয়ে গিয়ে উঠলো হোটেল প্যারিসিয়েন-এ। সেখানে সে পাশাপাশি দুটো ঘর নিল। একটা সুজান আর ডালিয়ার জন্য, অপরটি নিজের জন্য।

সুজান আর ডালিয়াকে তাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললো—খুব সাবধানে থাকবে। অবশ্য শত্রুপক্ষ জানে না যে আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি, তবু সাবধানের মার নেই। ঘরের ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে থাকবে এবং জানাশোনা লোক না হলে কিছুতেই দরজা খুলবে না। বিপদ দেখলে আমাকে ডাকবে। আমি না থাকলে টেলিফোনে হোটেলের লোকদের খবর দেবে।

সুজান জিজ্ঞাসা করলো—আপনি আবার বেরুবেন না কি ?

হয়তো কয়েক মিনিটের জন্য বেরুতে পারি—উত্তর দিল ডেল।—ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করা একটু দরকার। তবে তাড়াতাড়ি চলে আসব। এখন তোমরা ঘুমোও, কাল সকাল আটটায় ব্রেকফাস্টের সময় আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কাজ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবো।

ডেল এসে ঢুকলো নিজের ঘরে। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলো সেদিনের কথা। চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। সে-ও যেমন শত্রু-গৃহে হানা দিয়েছে, শত্রুপক্ষও তাদের আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে।

ডালিয়ার কাছ থেকে সে কিছু খবর পেয়েছে। সেই বয়স্ক লোকটির নাম পিটার। ডালিয়ার যতদূর ধারণা—পিটারই হয়েছে দলের

সর্দার। সে বন্দী হয়ে থাকার সময় কমরেড এক্স বলে কারুর নামও শোনে নি এবং কেউ আছে বলে মনেও করে না। এখানেই খট্‌কা লাগছে ডেলের। ডেল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল পিটার আর চিকার কথা—তারা কমরেড এক্স-এর কথা বলাবলি করছিল। অবশ্য জুনিয়েটা, দিয়েরে কিংবা পেড্রো কেউই কমরেড এক্স-এর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নি। এ কথাও তবে সত্য হতে পারে যে কমরেড এক্স আছে, কিন্তু একান্ত গোপনে। পিটারকে সামনে রেখেই সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ডেল ভাবতে লাগলো ডালিয়ার কথা। একটু পরেই মনে মনে হেসে উঠলো সে। শত্রুপক্ষ ডালিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে সুজানকে ধরে নিয়ে আসতে, যেন অতি সহজেই সুজান তাদের কাছে ধরা দেবে! শত্রুপক্ষ কি তাদের এত বোকা ভেবেছে?

কিন্তু শত্রুপক্ষও বোকা নয়। তারা কি করে ডালিয়ার সন্ধান পেল? কি করে তারা জানতে পারলো যে সুজান ডেলের দলের লোক? কি করে তারা জানতে পারলো যে ডেল সুজানের ফ্ল্যাটেই থাকতো? কেউ নিশ্চয় তাদের একথা জানিয়েছে। ডালিয়া অবশ্য বলছে যে সে এসব কথা কিছুই সে জানায় নি। তবে কি করে জানলো এত কথা?

ডেল বিছানা থেকে উঠে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে—কোনো বাঁধা ছকে কিছুতেই পড়তে চাইছে না। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে।

সে গিয়ে ওয়াকারকে টেলিফোনে ডাকলো। ওয়াকার সাড়া দিলে পরে ডেল বললো—ওয়াকার। তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে আমি খুঁজছি। কাজটা অনেকদূর এগিয়েছে। আশা করি কাল পরশুর

মধ্যে কাজটা হাসিল হয়ে যাবে। আমরা এখন আর সুজানের বাড়িতে নেই, আছি হোটেল প্যারিসিয়েন-এ। অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে, কাল দেখা করে বলবো। কিন্তু এবার কোলবের্তেকে একটু দরকার। ওঁর টেলিফোন নম্বরটা কি?

ওয়াকার টেলিফোন নম্বর দিলে ডেল কোলবের্তকে টেলিফোন করলো। বললো—মসিঁয়ে কোলবের্ত! আমি ডেল ফিশার কথা বলছি। আপনার কথা আমি ওয়াকারের কাছে অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখা করতে পারি নি। কাল সকালবেলায় আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে। এখনও একটু দরকার। আপনি দিয়েরেকে হয়তো জানেন। দিয়েরেকে ওর দলের লোকরা খুন করেছে, ওর নিজের ঘরেই পড়ে আছে। ওকে ওখান থেকে সরাতে হবে। আর আমি পেড্রো আর জুনিয়েটা নামে শত্রু-পক্ষের দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি—হ্যাঁ ওরা জুনিয়েটার ঘরেই আছে—ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে।

ডেল জুনিয়েটার ঠিকানা বলে টেলিফোনটা রেখে দিল।

বিছানায় বসে ভাবতে লাগলো ডেল। কমরেড এক্স তবে কে? যে যা-ই বলুক, ডেল নিঃসন্দেহ যে কমরেড এক্স বলে একজন আছে, যে এই গুপ্তচরচক্রকে চালাচ্ছে। পিটার দলের সর্দার হতে পারে কিন্তু তার এত বুদ্ধি নেই যে সে গুপ্তচরদলের প্রধান হতে পারে। কিন্তু এই কমরেড এক্স আর পিটারের মধ্যে আবার 'সিসি' নামে একজন আছে। সেই মেয়েটি কে? তাকেই সকলে খবর দিত এবং তার কাছ থেকেই কাজের আদেশ আসতো!

এর একমাত্র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে পিটারদের কাছ থেকে। পিটার যে বাড়িতে থাকে সেখানে খোঁজ করলেই হয়তো সিসি

কিংবা কমরেড এক্স-এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আজ সন্ধ্যায় ডেল সেইজন্যই সে বাড়িতে গিয়েছিল, কিন্তু খোঁজ করার আগেই পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর একবার যাবে সে ওখানে? পিটাররা কি ধারণা করতে পারবে যে সন্ধ্যাবেলায় একবার তাড়া খেয়ে আবার ডেল রাতে সেখানে হানা দিতে পারে? নিশ্চয়ই তারা ডেলকে এতখানি বেপরোয়া মনে করবে না।

মনে মনে স্থির করে আলো নিভিয়ে ডেল ঘর থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লো। সুজানের ঘরের সামনে সে এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভিতর অন্ধকার। নিশ্চয়ই সুজান আর ডালিয়া শুয়ে পড়েছে। ওদের এখন জাগিয়ে এ কথা বলে লাভ নেই। মিছিমিছি সারা রাত চিন্তা করবে ওরা।

ডেল হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িটা নিয়ে চলতে শুরু করলো। পিটারদের বাড়ির কাছাকাছি এসে বড় রাস্তায় গাড়িটাকে রেখে সে অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলো। বাড়ির পিছন দিককার পাঁচিলের ওপর উঠে সে একবার বাড়িটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলো। একটা ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। এত রাত্রে ওরা আলো জ্বেলে করছে কি? ওরা কি সারারাত জেগে থাকে?

ডেল ভাবতে লাগলো-যে এই অবস্থায় আবার ও বাড়িতে হানা দেওয়া উচিত হবে কি না। পকেটে একবার হাত দিয়ে দেখলো। রিভলভারটা ঠিক আছে। বাড়িটার দিকে আবার লক্ষ্য করলো— আলো জ্বলছে দোতলার ঘরে। মনে মনে কর্তব্য স্থির করে ডেল চুপিসারে বাগানের মধ্যে নেমে পড়লো।

গাছের আড়ালে সে বাড়ির পিছন দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। একটু এগিয়ে সে থমকিয়ে দাঁড়ালো। বাড়ির সামনের দিকে যেন

একটা শক্তিশালী আলো দেখতে পেল। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে সেই আলোটা লক্ষ্য করতে লাগলো। আলোটা যেন চলতে শুরু করেছে। একটু পরেই সে দেখলো যে একটা মোটর-গাড়ি গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে বাইরে পায়চারি করতে লাগলো।

গ্যারেজ থেকে যখন গাড়ি বার হয়েছে তখন নিশ্চয়ই পিটাররা কোথাও যাবে। কোথায় যাবে সেটা জানতে পারলে হতো! এখন আবার এখান থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে গিয়ে এদের পিছু নেওয়া সম্ভব নয়। পিটাররা বেরিয়ে গেলে পরে বরং বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখা যেতে পারে। তাতে বিপদের সম্ভাবনা কম।

একটু অপেক্ষা করতেই সে দেখতে পেল যে দুজন লোক দুটো বড় সুটকেশ নিয়ে এল। ড্রাইভার গাড়ির ট্রাঙ্কটা খুলে দিলে পর তারা সুটকেশটা সেখানে রেখে ভিতরে চলে গেল। ডেল বুঝতে পারলো যে পিটাররা এ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ডেল যখন তাদের আস্তানা একবার খুঁজে পেয়েছে তখন আর তারা এখানে থাকতে সাহস করছে না। সুতরাং তারা এ বাড়িতে এমন আর কিছু রেখে যাবে না যা থেকে ডেল তাদের গোপন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারে!

ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ কালো আকাশের দিকে। ডেল নিঃশব্দ পায়ে গাছের আড়ালে আড়ালে তার দিকে এগিয়ে গেল। যে গাছে ড্রাইভার হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার

পিছনে এসে ডেল হাত ঝাঁকানি দিয়ে স্টিলেটোটা বার করে সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে ড্রাইভারের গলায় স্টিলেটো বসিয়ে দিল। একটা ঘড় ঘড় শব্দ···তার পর ড্রাইভারের নিষ্প্রাণ দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ডেল নীচু হয়ে ছুটে গেল গাড়িটার দিকে। পিছনের চাকা দুটোর হাওয়া খুলে দিয়ে সে গাড়ির ট্রাঙ্কটা খোলার জন্য এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় যেন আবার সে বাড়ির ভিতরে কথা শুনতে পেল। কারা যেন কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। ডেল আর এক মিনিটও দাঁড়ালো না। সে বাড়ির পিছন দিকে ছুটে যেতে লাগলো। এখনই ড্রাইভারের হত্যাকাণ্ড জানাজানি হয়ে যাবে। এখন আর পাঁচিল পার হয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

ডেল ছুটে গিয়ে ঠিক আগেকার মতো পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। এখন এই বাড়িই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। দরজাটা বন্ধ করে সে গিয়ে সেই কাঠের সিঁড়ির নীচে অন্ধকারে রিভলভারটা হাতে নিয়ে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই ডেল চিৎকার শুনতে পেল। দুজন লোক সদর দরজা দিয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকে ডাকতে লাগলো—পিটার! পিটার!

কি হয়েছে?—হুঙ্কার দিয়ে উঠলো পিটার। তারপর ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলো।

চিকার গলা ডেল শুনতে পেল। চিকা বলছে—এক্ষুনি আমার স্যুটকেশ দুটো গাড়িতে তুললাম, আর এখন গিয়ে দেখি কে স্মোকির গলা কেটে শুইয়ে রেখে গেছে—

কি সর্বনাশ!—আঁৎকে উঠলো পিটার। তারপর বললো—সকলকে ডাক। দু-তিন মিনিটের মধ্যে লোকটা নিশ্চয়ই পালিয়ে যেতে

পারে নি। সমস্ত বাগান খুঁজে দেখ—ওকে জ্যান্ত ধরা চাই। আমি মিকিকে নিয়ে গাড়ি করে খুঁজে দেখি—যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে থাকে।

চিকা হাঁকাহাঁকি করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল পিটার আর মিকি।

ডেল বুঝে উঠতে পারলো না যে সে এই ফাঁকে দোতলায় উঠে একবার ঘরগুলো খুঁজে দেখবে কি না। হঠাৎ মনে হলো যে সে গাড়ির চাকার বাতাস খুলে দিয়েছে। পিটার গাড়ি চালাতে পারবে না, সুতরাং সে আবার এখনই এসে হাজির হবে। সুতরাং সে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরেই পিটারের গলা শোনা গেল—বদমাইসটা টায়ার ফুটো করে দিয়েছে—দ্যাখো, দ্যাখো ভাল করে খুঁজে দ্যাখো—

ডেল সেখানে বসেই বুঝতে পারলো যে সারা বাগান তোলপাড় হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে পিটার দলবল নিয়ে ফিরে এল।

পিটার বললো—আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত হবে না।

চিকা বললো—নিশ্চয়ই ডেল ফিশার আবার এসেছিল।

পিটার বললো—আমার তা মনে হয় না। সন্ধ্যাবেলায় প্রাণে বেঁচে গিয়ে আর আসবে না। রস্কো বলেছে যে ডেল তার লোকজন নিয়ে ঘরে গিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে রিৎজ্ হোটেলে চলে যায় আর তার দলের লোকদের ছেড়ে দেয়। ওর দলের লোকেরা গিয়ে আমেরিগো রেস্তোরাঁয় ঢোকে। আমার মনে হচ্ছে এবার এসেছিল জিনজোটির দলের লোক। আমি কমরেড এক্সকে বার বার বলেছি যে জিনজোটির দলের লোকদের ওপর নজর রাখতে, উনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না—

মিকি প্রশ্ন করলো—এখন কোথায় যাব তা হলে ?

দেখি একবার কমরেড এক্সকে টেলিফোন করে—বলে পিটার পাশের ঘরটায় চলে গেল।

ডেল বুঝতে পারলো যে বারান্দায় প্রায় জনা দশেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে।

একটু পরেই ফিরে এল পিটার। বললো—কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এখনও পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেন নি। যাই-হোক্— দুটো ট্যাক্সি ধরে আনো। সকলে মিলে আমরা আপাততঃ কমরেড সিসির বাড়িতে গিয়ে উঠি। কমরেড এক্স পরে যা করতে বলবেন, তাই করা যাবে।

একটু পরেই আলো নিভিয়ে দিয়ে পিটার সদলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

ডেল তার পরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলো। তারপর পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বার করে সে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কাজে লাগার মতো কোনো সূত্রের সে সন্ধান পেল না।

তারপর সে আবার সদর দরজা দিয়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এল।

১০

পরদিন সকালে অনেক বেলা করেই ঘুম ভাঙলো ডেলের। সারা রাতের অভিযানের পর গভীর রাত্রে সে হোটেলের নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। শোওয়া মাত্রই ঘুম। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল বিছানায়। তন্দ্রার মধ্যে দু-একবার সে দরজায় ধাক্কা শুনেছে, কিন্তু চোখ খুলতে পারে নি। এবারে জোরে জোরে ধাক্কা পড়তেই ডেল ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো—প্রায় দশটা বাজে।

বিছানা থেকে উঠে দরজা খুললো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুজান আর ডালিয়া। একটু লজ্জিত হলো যেন ডেল। ওদের বললো—তোমাদের ঘরেই তিনজনের ব্রেক ফাস্ট দিতে বলো, আমি তৈরি হয়ে আসছি।

তৈরি হতে ডেলের লাগলো প্রায় কুড়ি মিনিট। এতক্ষণে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আবার সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুত।

সুজানদের ঘরে যখন সে গেল তখন ব্রেক ফাস্ট দিয়ে গেছে। ওরা তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা খাওয়া শুরু করলো।

কফি খেতে খেতেই প্রথম সুজান কথা বললো—আপনি তো খুব ঘুমিয়েছেন দেখছি।

ডেল বললো—তা বটে। তোমাকে আর ডালিয়াকে অক্ষত অবস্থায় দেখে শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছি।

সুজান আবার জিজ্ঞাসা করলো—মিঃ ওয়াকারের সঙ্গে কাল রাতে দেখা হয়েছিল কি?

কোথায় আর সময় পেলাম?—ইচ্ছা করেই রাত্রের অভিযানের কথা সে চেপে গেল। বললো—ভাবলাম একটু বিছানায় গড়িয়ে বার হব, কিন্তু বিছানায় শোয়ামাত্র চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল, আর ঘুম ভাঙলো বেলা দশটায়।

এবার ডালিয়া প্রশ্ন করলো—এখন আমাদের কাজ কি? আমি কি ওয়াশিংটনে ফিরে যাব? যার জন্য এসেছিলাম তা-ই যখন হলো না—

ডেল উত্তর দিল—ঘাবড়াবার কিছু নেই। জিনজোটি যে গুপ্ত তথ্য সঙ্গে করে এনেছিল তা আমারও পাই নি, আমাদের শত্রুপক্ষও পায় নি। তবে তা কোথায় গেল? নিশ্চয়ই তৃতীয় এক দল তা হস্তগত করেছে। অর্থাৎ জিনজোটি খুব বোকা ছিল না। তোমাকে সে ঠিক চিনতে পেরেছিল এবং তোমাকে খেলিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। প্যারিসে নেমেই সে তোমার অজান্তে গুপ্ত তথ্য এই তৃতীয় দলের কাছে বিক্রী করে দেয়। কাল সারাদিন ধরে আমি এই দলের সন্ধান করে তাদের খুঁজে পেয়েছি। আশা করি আজ বিকেলের মধ্যে তাদের আস্তানা খুঁজেও পাব। সুতরাং রাত্রে আজ হানা দেব সেখানে।

ডালিয়া আস্তে আস্তে বললো—আমারও এই তৃতীয় দলের কথা সন্দেহ হয়েছিল।

ডেল একবার তাকালো ডালিয়ার দিকে। তারপর বললো—সুতরাং বুঝতেই পারছ যে এখন তোমাদের কত সাবধানে থাকতে হবে। এবারে আমাদের শত্রু শুধু একদল নয় দু'টি দল। একটি দল আমাদের সন্ধান পেয়েছে, আমাদের হত্যা করার জন্য তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার আমরা ওদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি

বলে বার বার পারবো বলে মনে করো না। তাই তোমরা এই হোটেল ছেড়ে কোথাও যাবে না। নিজেদের বোকামির জন্য নিজেরা যাতে ধরা না পড়ি।
সুজান বললো—কিন্তু আমাদের দুজনেরই যে একটু বেরুনো দরকার। দুজনেরই জামাকাপড় কিছু নেই।
ডেল একটুক্ষণ ভেবে বললো—আমি ডালিয়াকে এই হোটেল কেন, এই ঘর থেকেই বার হতে দিতে চাই না। সে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে ছিল—তাদের কাউকে কাউকে চেনে এবং তাদের ধাপ্পা দিয়ে পালিয়েছে, সুতরাং ওকে দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে। তুমি বরং আমার সঙ্গে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার জামা-কাপড় নিয়ে আসতে পার। তোমার জামাকাপড় ডালিয়ার গায়েও মানিয়ে যাবে। আজকের দিনটা এইভাবে কাটুক, কাল সকালে আবার দেখা যাবে। কি বল ডালিয়া—
আপনি যে রকম বলবেন—উত্তর দিল ডালিয়া।
তবে তাই ঠিক রইল—বললো ডেল।—ডালিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে। আমি কিংবা সুজান না ডাকলে কিছুতেই দরজা খুলবে না। সুজান আজ আর কাজে যাবে না। টেলিফোনে জানিয়ে দেবে সে কথা। আমি সুজানকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে বাইরে বেরুবো। একবার ওয়াকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তৃতীয় দলটির সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে। লাঞ্চের সময়ে এসে যাব মনে হচ্ছে। চলো সুজান—
সুজানকে নিয়ে ডেল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডালিয়া ভিতর থেকে দরজায় তালা দিলে পর ডেল আর সুজান বারান্দা দিয়ে হেঁটে সোজা লিফটে উঠলো।

গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ সুজান বললো—আমার কেমন ডালিয়াকে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

ডেল গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ?

কেন তা আমি ঠিক বলতে পারব না—বললো সুজান।—আমার কেমন যেন সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক লাগছে। ডালিয়াকে ওরা হঠাৎ এভাবে ছেড়ে দিল কেন ?

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—ডালিয়ার ব্যবহারে কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছ কি ?

সুজান উত্তর দিল—না। সেদিক দিয়ে স্বাভাবিক। আমি কাল পুলিশ ডাকব যখন বললাম তখন ও-ই আমাকে পুলিশ ডাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। তারপর থেকে ভয়ে আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছে, কিন্তু তবু—

ডেল বললো—তবে ঠিক আছে। ওর ভার আমার ওপর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

সুজান আর কোনো কথা বললো না।

সুজানকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ডেল বললো—খুব সাবধানে থাকবে।

সুজান হোটেলের ভিতরে চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো ডেল। তারপর সে গাড়ি চালাতে লাগলো। সুজানের বাড়ির সামনে তারা কাউকে দেখতে পায় নি। সুতরাং মনে হচ্ছে যে শত্রুপক্ষ কাল রাত্রের ধাক্কা এখনও সামলিয়ে উঠতে পারে নি। মনে মনে হাসলো ডেল। এখন পিটারদের দলকে ধরা যায় কি করে ? কোথায় তারা লুকিয়ে আছে তা সে জানে, কিন্তু সিসির

বাড়ির ঠিকানা সে জানে না। কোলবের্ত হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। কোলবের্তের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ওয়াকারকেও একবার খবর দিতে হয়, কিন্তু আমেরিকান এম্‌ব্যাসিতে যাওয়া উচিত হবে না। এম্‌ব্যাসির ওপর শত্রুপক্ষ নজর রাখতে পারে। শত্রুপক্ষকে তার ঠিকানা জানাতে সে চায় না। সে চায় শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল জেনারেলের কথা। অনেকদিন ধরে সে জানে জেনারেলকে। তাঁর মনের কথা তিনি কাউকে জানান না —এ কথা সে জানে। কিন্তু এবারে জেনারেলের চাল দেখে প্রথমে সে যেরকম বিরক্ত হয়েছিল, এখন ঠিক সেইরকমই মজা লাগছে। এখন সে প্রায় স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে জেনারেলের মনের আসল ইচ্ছা। সে বুঝতে পেরেছে জিনজোটির কাছ থেকে গুপ্ত তথ্য আদায়ের সহজ কাজটা কেন ডেলের ওপর তিনি দিয়েছিলেন। একবার এই কাজ হাসিল করে সে জেনারেলের সামনে উপস্থিত হলে পর সে তাঁর মুখের অবস্থাটা দেখবে। ডবল এক্স ওআন ডেল ফিশারের সঙ্গে চালাকি!

ঘুরে ঘুরে ডেল কোলবের্তের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলো। রিসেপশনিস্টকে তার নাম বলতেই সে টেলিফোন করলো কোলবের্তকে। একজন বেয়ারা ডেলকে কোলবের্তের ঘরে পৌঁছিয়ে দিল।

ডেলকে দেখেই কোলবের্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে হ্যাণ্ড শেক করে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন—এতদিন আপনার নামই শুনেছি মিঃ ডেল, এবারে চাক্ষুষ দেখলাম।

আপনার কথামতো আমি দিয়েরের ব্যবস্থা করেছি, পুলিশের হাঙ্গামা হবে না। পেড্রো আর জুনিয়েটাকেও গ্রেপ্তার করে এনেছি। এখন আর কি খবর বলুন ?

ডেল বললো—আপনার সঙ্গে আলাপ করেও ধন্য হলাম। আপনি একজন কৃতী পুরুষ। অল্প বয়সে অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ে আপনার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধেও অনেক আশ্চর্য গল্প শুনেছি। আপনি তো তখন জার্মানদের কাছে ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা।

কোলবের্ত শ্যাম্পেন আনতে বললেন।

ডেল বলে উঠলো-- এখন শ্যাম্পেন ?

শ্যাম্পেনের আবার সময় কি ?—পাল্টা প্রশ্ন করলেন কোলবের্ত ! —আমাদের দুজনের বন্ধুত্বকে চিরস্থায়ী করতে চাই।

শ্যাম্পেন খেতে খেতে ডেল কাল রাতের সমস্ত ঘটনা জানালো কোলবের্তকে। তারপর বললো—এবার আপনার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন। পিটার তার দলবল নিয়ে পালিয়েছে, তার আস্তানায় হানা দিতে হবে। সেই ঠিকানাটা জোগাড় করে দিতে হবে।

কোলবের্ত একটু ভেবে বললেন—সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় আমরা হানা দিতে পারি। কিন্তু ঠিক কোথায় আছে—

ডেল বাধা দিয়ে বললো—তাতে খুব অসুবিধা হবে না। ওরা দুটো ট্যাক্সি ডেকে বেশি রাতে পালিয়েছে। সুতরাং একটু বেশি রাতে যারা ওই এলাকায় ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারা যাবে কোন্ কোন্ ট্যাক্সি পিটারদের বাড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে কোন বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

এটা সম্ভব হতে পারে—জানালেন কোলবের্ত।—আমাকে একটু

সময় দিন। যদি বাড়িটার খোঁজ পাই তবে কি করব?

ডেল উত্তর দিল—বাড়িটা ঘিরে রাখবেন। কাউকে বার হতে দেবেন না। তারপর আমাকে হোটেল প্যারিসিয়েনে খবর দেবেন। আমার মনে হয় আজকে রাতের মধ্যেই আমরা এই গুপ্তচরচক্র ধ্বংস করতে পারব।

কোলবের্ত বললেন—তবে তো ভালই হয়। আমরা এখানে কোনো-রকম গুপ্তচরচক্র বরদাস্ত করতে চাই না। ঠিক আছে, আমি তবে সব ব্যবস্থা করে আপনাকে হোটেল প্যারিসিয়েনে খবর দেব।

বিদায় নিয়ে ডেল অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

এবার সে চললো আমেরিগো রেস্তোরাঁয়। পাঞ্চোদেরও দরকার হতে পারে। ওদের তৈরি থাকতে বলা দরকার। ওরা তাকে বন্ধুত্বের খাতিরে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ওয়াকারকে বলে ওদের কিছু ব্যবসা করে দেওয়া দরকার। গতবারে ওদের চারজনকে বিশ হাজার ডলার পাইয়ে দিয়েছিল বলে এখন ওরা সৎপথে থেকে ব্যবসা করছে। আর হাজার বিশেক ডলার পেলে ওরা রেস্তোরাঁকে বাড়িয়ে হোটেলও করতে পারে।

ডেলকে দেখেই পাঞ্চোরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। ঘিরে ধরলো তাকে।

পাঞ্চো বলা—বস্, আর কি কাজ আছে?

কাজের জন্যই এসেছি—বললো ডেল।—বিকেলের দিকে তোমাদের হয়তো দরকার হবে। কাল যাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তারা বেশি রাত্রে ওই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে তার খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ পেলে তোমাদের জানাবো। তখন আমরা সকলে গিয়ে হাজির হবো ওই বাড়িতে।

পালিয়ে গেল কেন ?—টিম্বো প্রশ্ন করলো।

ডেল তখন তার রাত্রের অভিযানের গল্পটা ওদের বললো। শুনে ওদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

পাঞ্চো বললো—বস্ আমাদের আর ভালবাসেন না। আমরা সঙ্গে থাকলে আরো অনেক মজা করা যেত।

ডেল বললো—দুঃখ করো না। মজা করার সুযোগ আজ অনেক পাবে। কাল হঠাৎ খেয়ালের মাথায় চলে গিয়েছিলাম বলে আর তোমাদের খবর দিই নি। তবে বিকেলে তোমরা তৈরি থেকো, আমি তোমাদের খবর দেব।

সেখান থেকে ডেল সোজা হোটেল প্যারিসিয়েনে এলো।

লিফ্‌টে করে উঠে সে সোজা সুজানদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। ডেল ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলো যে চিকা আর মিকি দুটো রিভলভার হাতে তার দু'পাশে দাঁড়ালো। মিকি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সেখানে দাঁড়িয়েই সে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। শত্রুপক্ষ তাদের খোঁজ ঠিক পেয়ে গেছে। একটু ভাল করে তাকাতেই দেখলো যে ডালিয়াকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পিটার।

ডালিয়া ডেলকে দেখে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই পিটার ধমকিয়ে উঠলো—একটা কথা বললে—

তারপর ডেলের দিকে ফিরে ব্যঙ্গ হাসি হেসে পিটার বললো—গুড মর্নিং ডেল।

ডেলও হাসিমুখে বললো—স্বাগতম্ পিটার! দলবল নিয়ে কি

লাঞ্চ খেতে এসেছেন ?

চিকা রিভলভারটা তার পাঁজরায় জোর করে চেপে ধরলো। যেন জানাতে চাইলো যে কোনোরকম ইয়ারকি ফাজলামি সে সহ্য করবে না। পিটার ইসারা করতেই চিকা ডেলের পকেট হাতড়িয়ে দেখতে লাগলো যে কোথাও রিভলভার লুকিয়ে রেখেছে কি না। সুযোগ খুঁজছিল ডেল। হঠাৎ সে সজোরে এক পাক খেয়ে চিকার হাতের ওপর মারলো কষে এক লাথি। চিকা চিৎকার করে উঠলো। তার হাত থেকে রিভলভারটা মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে ডেল এক হাত দিয়ে চিকার গলাটা টিপে ধরে তাকে বুকের ওপর টেনে নিল। চিকাও তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। ডেল বুঝতে পারছিল যে বেশিক্ষণ এভাবে থাকা যাবে না। চিকা বুকের ওপর থাকায় মিকি কিংবা পিটার তাকে গুলি করতে সাহস করছে না, কিন্তু চিকা যদি একবার ছাড়া পায় তবে আর তার বাঁচোয়া নেই। এখন একমাত্র উপায় দবজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। সে পিছন ফিরেই দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করলো।

মিকি যেন বুঝতে পেরেছিল তার মতলব। সঙ্গে সঙ্গে সে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে রিভলভার তাক্ করে রাখলো। আর পালানোর উপায় নেই। ডেলকে হার মানতেই হলো।

চিকার গলা ছেড়ে দিয়ে বললো—নাঃ, তোমার সঙ্গে জোরে পারব না।

সঙ্গে সঙ্গে মিকি রিভলভারটা ডেলের পাঁজরায় বসিয়ে দিল। চিকা দম নিয়ে ডেলের দিকে তাকিয়ে তার পেটে এক লাথি মারলো। পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লো ডেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে

চিকা তার জামার কলার ধরে তুলে মুখের ওপর মারলো প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি। ডেল ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ ওভাবে পড়ে থেকে ডেল আস্তে আস্তে উঠে বসলো। চিকা আবার তার দিকে এগিয়ে গেল।

এবার বাধা দিল পিটার। বললো—থামো চিকা। হাতের সুখ করবার সময় অনেক পাবে। আগে ওর কাছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা দেখ।

চিকা ডেলকে টেনে তুলে তার জামা-কাপড় হাতড়িয়ে বললো—না, নেই।

ডেলের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল। হাত দিয়ে সে মুছে নিল। একটু দম নেবার চেষ্টা করলো সে, আর ভাবতে লাগলো। ডালিয়াকে সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু সুজান কোথায়? সুজানকে সে হোটেলে আনার আগেই কি পিটার এখানে এসে গিয়েছিল? সুজান কি বুঝতে পেরেই গা ঢাকা দিয়েছে?

পিটার হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললো—মন খারাপ করে কি হবে? এ খেলাতে এরকম হয়েই থাকে। কখনও চিৎ কখনও উপুড়। এদিকে এস, তোমার মনটা ভাল হয়ে যাবে।

পিটার হাঁটতে হাঁটতে দুটো খাটের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

চিকা ডেলকে জোরে এক ধাক্কা দিল। কোনো রকমে টাল সামলিয়ে নিল ডেল। চিকা আবার তার দিকে এগিয়ে আসাতে সে আস্তে আস্তে পিটারের দিকে এগিয়ে গেল। খাট দুটোর মাঝখানে এসে মেঝের দিকে তাকিয়ে সে থমকিয়ে দাঁড়ালো। মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে সুজান। তার কপালের মাঝখানে গর্ত, সেখান থেকে রক্ত পড়ে সমস্ত কার্পেট লাল হয়ে গেছে। হঠাৎ রাগে তার সমস্ত

শরীর কেঁপে উঠলো। সে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পিটারের দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে ডেল বললো—এর প্রতিফল তোমরা পাবে।
পিটার হেসে উঠল। বললো—অন্য দলের মেয়েদের খুন করতে তোমারও কি হাত কাঁপে ডেল?
ডেল কথার কোনো জবাব দিল না। পিটার একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—আমাদের নষ্ট করার মতো বেশি সময় নেই। পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। এখন বলো, জিনজোটি যা এনেছিল তা কোথায়?
ডেল ভাল মানুষের মতো বললো—জিনজোটি কি এনেছিল?
পিটার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে ধরে চিকাকে বললো—ওর সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ভাল করে খুঁজে দেখ।
ডেল কোনো বাধা দিল না। চিকা একে একে তার সমস্ত পোশাক খুলে দেখতে লাগলো। ডেল একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। চিকা কিছুই খুঁজে পেল না।
পিটার বললো—কাপড়-জামা পরে নাও।
ডেল আবার জামাকাপড় পরে নিল।
চিকা পিটারের দিকে তাকিয়ে বললো—বস্, একবার আমাকে হাতের সুখ করতে দিন।
পিটার মিটি মিটি হাসতে লাগলো। চোখের ইসারায় মিকিকে সে কাছে আসতে বললো। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে বললো—আচ্ছা, এবার হাতের সুখ করে নাও।

ধীরে ধীরে ডেলের জ্ঞান ফিরে এল।

সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, যেন শর-শয্যায় শুয়ে আছে সে। মাথাটা অত্যন্ত ভারী, পরিষ্কার কিছুই সে বুঝতে পারছে না। মাথাটা তুলতে একবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আবার সে জ্ঞান হারালো।

এবার যখন জ্ঞান ফিরলো তখন তার মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। কিছু কিছু চিন্তা করতে পারছে সে। কী যে ঘটেছিল তা সে মনে করতে পারছিল না। এটুকু মনে পড়লো যে জীবনে সে কখনো এরকম মার খায় নি, এরকম অত্যাচার সহ্য করে নি।

চিকা তার হাতের সুখ করতে চেয়েছিল, সেই সুখ সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল। একদিকে মিকি আর একদিকে চিকা যেন তার সর্বাঙ্গে বোমা চালিয়ে গিয়েছে। ওরা যখন হাঁপিয়ে পড়লো তখন ডেলের যেন সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। মেঝের ওপর শুয়ে সে ধুঁকতে লাগলো।

এতক্ষণ চেয়ারে বসে পিটার সিগারেট টানছিল আর হাসছিল। এবার উঠে এসে তার জুতো দিয়ে পেটে চাপ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলো—জিনজোটি যে গুপ্ত তথ্য এনেছিল, সে তোমার কাছে নেই তা জানি। কোথায় আছে, কার কাছে আছে বলো?

একটা কথাও সে বলতে পারে নি।

তারপর তার চোখেরই সামনে তারা ডালিয়ার ওপর কী নির্যাতন না শুরু করলো। তারা হয়তো ভেবেছিল যে ডালিয়ার নির্যাতনের পরিবর্তে সে তাদের সংবাদ দিয়ে দেবে, কিন্তু যখন তারা দেখলো যে ডেলের মুখ দিয়ে কিছুতেই কথা বের হল না তখন তারা ডালিয়াকে ছেড়ে দিয়ে আবার ডেলকে নিয়ে পড়লো। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো। হাত-পা বাঁধা, ওঠবার শক্তি নেই। সে যে মারা যায় নি এই ভেবে সে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলে পর সে মনে এবং দেহে জোর ফিরে পাবে —তখন সে তার কর্তব্য স্থির করবে।

হঠাৎ সামান্য একটা শব্দ যেন সে শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। তবে কি পিটার তার দলবল নিয়ে চলে যায় নি? এখনও অপেক্ষা করছে? প্রথমে সে চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে চোখটা খুলে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কিছুই সে দেখতে পেল না। চোখের সামনে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একটু পরেই অস্ফুট এক আর্তনাদ তার কানে এল। ডালিয়ার আর্তনাদ সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। যেদিক দিয়ে আর্তনাদ এসেছিল সমস্ত যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সেইদিকে সে ফিরলো।

ডালিয়াকে সে এবার স্পষ্ট দেখতে পেল। তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে সে হাত-বাঁধা দড়িটা খোলবার চেষ্টা করছে। ডেলের মনে হলো একটু চেষ্টা করলে সে হয়তো ডালিয়ার বাঁধন খুলে দিতে পারে।

ফিস্‌ফিস্ করে সে বললো—ডালিয়া, তুমি কি গড়িয়ে এদিকে আসতে পারবে। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিতে পারি।

ডালিয়া গড়িয়ে ডেলের কাছে এল। দুজন দুজনের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ডেল ডালিয়ার বাঁধন খুলতে সক্ষম হলো। তারপর ডালিয়া ডেলের বাঁধন খুলে দিল।

ডালিয়া উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু ডেলের আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। ডালিয়াই তাকে টেনে তুলে দাঁড় করালো, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বিছানার ওপর বসে পড়লো।

ডেল আস্তে আস্তে বললো—ডালিয়া, এখানে থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আমাদের এই হোটেল ছাড়তে হবে। আমার মনে হয়, তুমি এখনই আমেরিকান এম্‌ব্যাসিতে চলে যাও। ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করে আজ কিংবা কালই ওয়াশিংটনে চলে যাও। এতে তুমি বেঁচে যেতে পারবে।

ডালিয়া বললো—না, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে আমি দেব না। আপনার সঙ্গে আমি থাকবই এবং জিনজোটির গুপ্ততথ্য হাতে না নিয়ে ওয়াশিংটনে ফিরবো না। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তো যাক।

বেশ, তবে তাই হবে—বললো ডেল।—চলো, আমরা তবে আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

ডালিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে ডেল তার ঘরে এল।

একটা চেয়ারে বসে সে ডালিয়াকে জিজ্ঞাসা করলো—সুজান মারা গেল কি করে?

ডালিয়া বিছানার ওপর বসে মুখ নিচু করে বললো—আমি আর সুজান স্নান করে নতুন পোশাক পরে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় দরজায় শব্দ হলো। সুজান বললো—নিশ্চয়ই মিঃ ডেল এসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা তিনজন। আমাদের দুজনকেই ধরে ওরা নানরকম জেরা করতে শুরু করে। আমরা কোনো জবাব দিই না। পিটার সুজানকে গুলি করে মারে। তারপর ওরা আমাকে ধরে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়।

ডেল ডালিয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললো—আমি একটু গরম জলে স্নান করে আসি। তাতে গায়ের ব্যথা কমবে।

ডেল বাথটাবে গরম জল ভর্তি করে তার মধ্যে শুয়ে রইল আধ ঘণ্টার মতো। স্নান করে বেরিয়ে এল যখন তখন শরীর অনেকটা ভাল লাগছে।

পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে ডেল বললো—পিটারকে যে কথা বলি নি সে কথা তোমাকে বলছি। যার কাছে সেই গুপ্ত তথ্য আছে সে তা দিতে রাজি হয়েছে। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লিদেনভিলে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। মোটা টাকা দিতে হবে, কিন্তু পেয়ে যাব। সেখান থেকেই আমরা চলে যাব ওর্লি এয়ারপোর্টে এবং তারপর ওয়াশিংটন। দেখি, এবার কি করে আমাদের কমরেড এক্স বাধা দেয়। তুমি এখানে থেকো না। নিচে লাউঞ্জে কিংবা বার-এ গিয়ে বসো। একা ঘরে থাকলে আবার ওরা তোমাকে ধরতে পারে। বেশি লোকজনের সামনে ওরা কিছু করতে সাহস করবে না। আমাকে গিয়ে টাকার জোগাড় করতে হবে, প্লেনের টিকিট কিনতে হবে। আমি বিকেল পাঁচটা নাগাদ এসে তোমাকে নিয়ে যাব। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি লাউঞ্জ-কিংবা 'বার' ছাড়া আর কোথাও যাবে না।

ডালিয়াকে লাউঞ্জে ছেড়ে দিয়ে ডেল গাড়ি নিয়ে বের হলো।

একটা বার-এ ঢুকে টেলিফোনে প্রথম সে কথা বললো ওয়াকারের সঙ্গে। তাকে কতগুলো কথা বলে টেলিফোন করলো কোলবের্তকে। কোলবের্ত জানালেন সে বাড়ির তিনি সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই। ডেল তাঁকে জানালেন যে আজই সে গুপ্তচক্র ধ্বংস করতে পারবে। লিদেনভিলের কাছাকাছি তিনি যেন লুকিয়ে সশস্ত্র পুলিশ রাখেন। যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদের যেন তিনি বাধা দেবার এমন কি দরকার পড়লে হত্যা করার বন্দোবস্ত

করেন। তাঁর দলের লোককে সাহায্য করার জন্য ডেল পাঞ্চো, টিম্বো, নড আর রুডিকে তাঁর কাছে পাঠাবে জানালো। তারপর একটা বাড়ির ঠিকানা দিয়ে তাঁকে সেখানে ওয়াকারের সঙ্গে দেখা করতে বললো। এরপর পাঞ্চোকে টেলিফোনে ডেকে কতগুলো কথা বলে বিকেল তিনটে নাগাদ কোলবের্তের সঙ্গে দেখা করতে বললো।

সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে সে ডবল মার্টিনি নিয়ে বসলো।

পাঁচটা বাজার আগেই ডেল হোটেল প্যারিসিয়েনে গিয়ে উপস্থিত হলো। ডালিয়া তখন লাউঞ্জে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ডেলকে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

ডেল বললো—চলো আর দেরি করার সময় নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে ডেল ডালিয়াকে বললো—মনে হল, আমাদের খবর শত্রুপক্ষ পায় নি। তবু সাবধানের মার নেই। তুমি একটু পিছন দিকে লক্ষ্য রাখো, কোনো গাড়ি পিছু নিলেই আমাকে জানাবে। আজকের শেষ খেলায় আমি আর হারতে রাজি নই।

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে ডেল লিদেনভিল্লে উপস্থিত হলো। প্যারিসের শহরতলি। চারদিকে বড় বড় বাগান, মাঝখানে এক একটা বাড়ি। সুন্দর চওড়া রাস্তা—দুধারে বড় বড় গাছ ঝোপ-জঙ্গল। অত্যন্ত নির্জন।

ডেলের গাড়ি এসে থামলো একটা বাড়ির সামনে। বিরাট বাড়ির একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে।

ডেল ডালিয়াকে বললো—নামো।

ডালিয়া প্রথমে একটু ইতস্তত করলো। ডেল জিজ্ঞাসা করলো—ভয় করছে?

ডালিয়া বললো—ঠিক ভয় না, তবে—

ডেল হেসে বললো—কোনো ভয় নেই। এরা টাকা চায়, আমরা টাকা দেব! পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ হয়ে যাবে। চলো—

ডেল দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ডেল আর ডালিয়া ঘরে ঢুকলো। ঘরে শুধু ওয়াকার আর কোলবের্ত।

চারজনে চারটে চেয়ারে বসলো। কোলবের্ত বললেন—আপনাকে চেনাই যায় না। চেহারা দেখেই মনে হয় ওরা আপনাকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছে—

ডেল কোনো কথা না বলে ডালিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ওয়াকার জিজ্ঞাসা করলো—শত্রুপক্ষের খবর কি?

ডেল বললো—এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে পড়েছে। আমাদের ব্যবস্থা যদি ঠিক থাকে—

কোলবের্ত বললেন—সেজন্য ভাবনা নেই, সব ঠিক আছে।

ওয়াকার ডেলের দিকে তাকিয়ে বললো—এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে না—

ডেল বললো—অত্যন্ত দুঃখিত। ইনি হয়েছেন আপাতত ডালিয়া, যদিও এঁর আসল নাম কমরেড এক্স ওরফে সিসি—

সঙ্গে সঙ্গে ডলিয়া লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু ডেল তার রিভলভারটা দিয়ে ডালিয়াকে লক্ষ্য করে হাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতে ডেল বললো—গুড ইভনিং কমরেড এক্স। মিথ্যা পালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার সাকরেদ পিটার আর তার দলবল এতক্ষণে নিশ্চয় মঁসিয়ে কোলবের্তের লোকের হাতে ধরা

পড়েছে।

কোলবের্ত উঠে গিয়ে ডালিয়া ওরফে কমরেড এক্স-এর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। একটু পরেই পাঞ্চো, টিম্বো, নড ও রুডি এবং আরো কয়েকজন পুলিশ অফিসার এসে ঘরে ঢুকলো।

পাঞ্চো বললো—বস্, সব ধরা পড়েছে।

ডেল বললো—বহুৎ আচ্ছা। এখন তোমরা যেতে পার, কাল আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।

কোলবের্ত তার লোকদের বললেন—এই ভদ্রমহিলাকেও সঙ্গে নাও। সকলকে আমার অফিসে নিয়ে যাও, আমি ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরছি।

কমরেড এক্সকে নিয়ে সকলে চলে গেল।

কোলবের্ত ডেলকে বললেন—চমৎকার কাজ করেছেন মিঃ ডেল। কিন্তু কি করে ধরতে পারলেন ?

ডেল বলতে লাগলো—এই ব্যাপারটাতে আমার কাছে প্রথম থেকেই খটকা লাগে। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে নি। সে কথা আমি ওয়াকারকে আগেই জানিয়েছি। জিনজোটি এক বিদেশী গুপ্তচর, তাকে আমেরিকা থেকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে—এ ব্যাপারটা না হয় মানলাম, কিন্তু সে কতগুলো গোপন খবর মাইক্রোফিল্ম করে নিয়ে যাচ্ছে তা জেনেও জেনারেল কেন তাকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন, কেন তাকে এয়ার পোর্টেই ধরে জিনিসটা আদায় করা হলো না—এ ব্যাপারটার হদিশ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জিনজোটির সঙ্গে ডালিয়াকে পাঠানো হলো। ডালিয়া জিনজোটিকে নিয়ে ডিনারে যখন যাবে তখন আমাকে গিয়ে জিনজোটির ঘর খুঁজে দেখতে হবে, অথচ সারাদিনের মধ্যে জিনজোটি

সেই মাইক্রোফিল্ম প্যারিসের যে কোনো জায়গায় পাচার করে দিতে পারে। তাছাড়া জিনজোটি যে মাইক্রোফিল্ম নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি শত্রুপক্ষ এ খবর পাবে কোথা থেকে? প্রথমে এ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু যখন আমিও খুঁজে পেলাম না, শত্রুপক্ষও খুঁজে পেল না, তখন একটা সন্দেহ আমার মনে হল। তা হলো এই যে জেনারেল এত কাঁচা কাজ করেন না। জিনজোটির কাছ থেকে গুপ্ত তথ্য আদায় করার মতো সহজ কাজ তিনি অন্য যে-কোনো সাধারণ স্পাইকে দিয়েও করাতে পারতেন, আমার প্রয়োজন ছিল না। আমাকে দরকার তাঁর অন্য কাজে। অর্থাৎ জিনজোটি কোনো গুপ্ত তথ্য নিয়ে পালাতে পারে নি কিন্তু জেনারেল ফ্রান্সে চালু করে দিলেন যে গুপ্ত তথ্য নিয়ে জিনজোটি পালাচ্ছে—যাতে শত্রুপক্ষ তৎপর হয়। প্যারিসে যে বিদেশী গুপ্তচর চক্র আছে সে বিষয়ে মঁসিয়ে কোলবের্তের সন্দেহ ছিল, তাদের সামনে আনার জন্যই জেনারেলের এই চাল এবং এই বিদেশী গুপ্তচরচক্রকে ধ্বংস করার জন্যই জেনারেল আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। একথাটা যখন আমি বুঝতে পারলাম তখন ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে।

একটু থেমে ডেল আবার বলতে লাগলো···জিনজোটি খুন হলো। ডালিয়া ধরা পড়লো। আমাকে ধরেও শত্রুপক্ষ হত্যা করলো না। কারণ, তাদের ধারণা আমি এমন কিছু খবর জানি যার সাহায্যে সেই মাইক্রোফিল্ম আমি উদ্ধার করতে পারব। সুতরাং ওরা আমাকে বারবার ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু আমার ওপর কড়া নজর রেখেছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম পিটারই বোধহয় দলের নেতা; কিন্তু পিটারের মুখে কমরেড এক্স-এর নাম শুনে বুঝতে

পারলাম দলের নেতা আর একজন। কমরেড এক্স-এর খবর রাখে শুধু পিটার, আর সকলে জানে সিসিকে। আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল ওরা দুজন আলাদা লোক, কিন্তু কতগুলো ঘটনায় বুঝতে পারলাম এরা দুজন এক না হয়ে যায় না। এখন শত্রুপক্ষ ডালিয়াকে ধরে নিয়ে তাকে নির্যাতন করে তারা আমার নাম জানতে পারে, আমার কোড নম্বর আমাদের সঙ্কেত বাক্য জানতে পারে; কিন্তু বুদ্ধিমতী ডালিয়া শুধু একটা কথা গোপন করে যায় যে আমরা দুজনে আগে একসঙ্গে কাজ করেছি এবং আমরা দুজন পরস্পরকে চিনি। এই একটা কথা গোপন করার জন্যই আমরা সমস্ত দলকে ধরতে পারলাম। ডালিয়াকে হত্যা করে কমরেড এক্স ডালিয়া সেজে সুজানের কাছে এসে এক গল্প ফাঁদে। সুজান কোনোদিন ডালিয়াকে দেখে নি, সুতরাং সে তাকে ডালিয়া বলে বিশ্বাস করলো। আমি জানি যে মেয়েটি ডালিয়া নয়, কিন্তু সে কথা ভাঙলাম না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে শত্রুপক্ষ আমাদের দলে একজন গুপ্তচর পাঠিয়ে ভিতরের খবর জানতে চাইছে। আমিও তাকে দিয়েই আমার কার্যোদ্ধারের জন্য ওর সঙ্গে ঠিক ডালিয়ার মতো ব্যবহার করতে লাগলাম। সকলের অজ্ঞাতে আমরা হোটেলে উঠলাম, কিন্তু পরদিন শত্রুপক্ষ সেই হোটেলের সন্ধান পেল কি করে? আমি আর সুজান যখন বাইরে বেরিয়েছিলাম তখন কমরেড এক্সই টেলিফোনে পিটারকে খবর দেয়। পিটার কিন্তু 'ডালিয়া'কে খুন করে না, খুন করলো সুজানকে। 'ডালিয়া' তাদের ধাপ্পা দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, অথচ তাকে শুধু চেয়ারে বেঁধে-রাখা হলো! তখন আমার কাছে সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমার ওপর ওরা নির্যাতন করলো, আমার

মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তারা 'ডালিয়া'কেও কিছুটা নির্যাতন করলো। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলে পর তারা চলে গেল। কেন? কমরেড এক্স তাদের আদেশ দিয়েছিল যে আমাদের দুজনকে বেঁধে চলে যেতে। আমাদের দুজনের হাত-পা'র বাঁধন খুলতে বেশি কষ্ট হয় নি। ওরা খুব কষে বেঁধে যায় নি। 'ডালিয়া' আমার বিশ্বাস লাভের জন্য এসবই সহ্য করেছিল। মুক্তি পেয়ে আমি সমস্ত দলকে ধরবার এক মতলব করলাম। 'ডালিয়া' বা কমরেড এক্সকে জানালাম যে গুপ্ত তথ্যের সন্ধান আমি পেয়েছি। লিদেনভিলে একজনকে মোটা টাকা দিলে সে আমাকে মাইক্রো-ফিল্ম দেবে। সেই মাইক্রোফিল্ম আনতে আমরা দু'জন মাত্র যাব। কমরেড এক্স যাতে তার দলবলকে খবর দিতে পারে সেইজন্য তাকে একা থাকতে দেবার জন্য টাকা জোগাড়ের ছুতো করে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। কমরেড এক্স টেলিফোন করে দলকে খবর দিল। আমি জানতাম যে তার দল আমার গাড়িকে অনুসরণ করে পিছু পিছু আসবে। সেইজন্য মঁসিয়ে কোলবের্তকে ফাঁদ পেতে রাখতে বলেছিলাম। ওদের মতলব ছিল আমি মাইক্রোফিল্ম নিয়ে বাইরে বেরোলে পর ওরা আমাকে আক্রমণ করবে। শত্রুপক্ষ আমাকে অনুসরণ করে ঠিক আসছিল, কিন্তু মঁসিয়ে কোলবের্তের লোকেরা ওদের কিছু দূরে ধরে ফেলে। আর আমি কমরেড এক্সকে নিয়ে হাজির হই এখানে—

ওয়াকার প্রশ্ন করলো—কিন্তু কমরেড এক্স আর সিসি যে এক লোক বুঝলে কি করে?

ডেল বললো—অতি সহজে। সিসিকে আমি যতবার টেলিফোন করছি, ঘণ্টা বাজছে কেউ ধরছে না। পিটার কমরেড এক্সকে

টেলিফোন করে পেল না। মনে রেখো তখন গভীর রাত্রি। কেন দুজনকেই একই সময়ে পাওয়া গেল না? অর্থাৎ কমরেড এক্স বা সিসি তখন ডালিয়া সেজে হোটেল প্যারিসিয়েনে আছে—বাড়িতে ফিরে যায় নি।

কোলবের্ত ডেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ ডেল। আমাদের একটা দুর্ভাবনা গেল।

অপারেশন ঃ সুইসাইড

এমন একটা সোনার দিন অনেক দিন আসে নি।

স্টর্ক ক্লাবের বিলাস-বহুল সুইমিং-পুল-এ একটা ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আয়েস করে 'স্কচ অন দি রক' পান করতে করতে ভাবছিল ডেল ফিশার। এখন শুধু ছুটি ছুটি ছুটি, আনন্দের বন্যার বাঁধ ভেঙে উপচে পড়েছে তার জীবনে। একটা মিষ্টি রোদ সুইমিং-পুলকে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি. যে এত মধুময় হতে পারে, তা ডেল-এর আগে কখনো কল্পনা করতে পারে নি। চিরকাল তার মনে হয়েছে, ওয়াশিংটন ডি. সি. একটা যান্ত্রিক মহানগরী—লোহা আর ইট সাজিয়ে পর্বতচূড়ার মতো শুধু হাজার হাজার অট্টালিকা আর তার মাঝে মানুষ-কীট ছোটাছুটি করে মরছে। এতটুকু শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই—কলের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ জীবন-যাত্রা।

পাশের স্টর্ক ক্লাব-এর 'বার' থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গানের সুর। লোলা টোস্কানির সুরেলা গলার গান—'ইউ আর স্টিল অ্যালাইভ।'

মনে মনে হাসল ডেল। সত্যিই, সে এখনো বেঁচে আছে। এটাই তার কাছে আশ্চর্য লাগে। ডেল হয়েছে আমেরিকার এক নম্বর কাউন্টার-এস্পায়নেজ এজেন্ট, কোড নম্বর ডবল এক্স ওআন। এক এবং অদ্বিতীয়। আমেরিকার হাজার হাজার স্পাই-এর মধ্যে সে-ই একমাত্র 'ডবল এক্স'-এর সম্মান পেয়েছে এবং তার নম্বর-এক। সারা পৃথিবীর যে-কোনখানে তাকে ছুটে যেতে হয়, লড়াই

করতে হয় অন্য দেশের স্পাইদের সঙ্গে। প্রতিটি মূহূর্ত তার সতর্ক হয়ে থাকতে হয়। এতটুকু ভুল—আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে। এরকম জীবন শুধু তার একার নয়, পৃথিবীতে যত দেশ আছে তাদের প্রত্যেকের এজেণ্টদের ঠিক একই জীবন। বুদ্ধির খেয়াল যে ভুল করল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সে। তাদের মৃত্যুতে কোনো দেশ উচ্চবাচ্য করে না, বরং সেই মৃত্যুকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

এইজন্যই আশ্চর্য হয় ডেল যে সে আজও বেঁচে আছে। মাত্র তিন দিন আগেই সে ফিরেছে জাপান থেকে আন্তর্জাতিক এক গুপ্তচর-চক্রকে বিধ্বস্ত করে। খুশি হয়ে জেনারেল তাকে এক মাস ছুটি দিয়েছেন। এই এক মাস সে এখন নিশ্চিন্ত, এক অলস আনন্দে সে একমাস কাটিয়ে দেবে।

জেনারেলের কথা মনে হলেই সে খুব আশ্চর্য হয়। কী যে নাম তাঁর কেউ জানে না। কোথায় যে তাঁর বাড়ি কেউ জানে না। তিনিই হয়েছেন আমেরিকার সর্বশক্তিমান পুরুষ—গুপ্তচর-চক্রের প্রধান। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে তাঁর গুপ্তচরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, খবর সংগ্রহ করছে এবং নির্দেশে মরণ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দিন নেই, রাত নেই—শুধু কাজ, আর কাজ।

গুডবাই, জেনারেল। এক মাসের জন্য বিদায়।—মনে মনে বলে ডেল মার্টিনির গেলাসটা তুলে নিল। আজ লাঞ্চে সে নীনা লাজারাস্‌কে নিমন্ত্রণ করেছে। তারই জন্য সে অপেক্ষা করছে।

'ওয়াশিংটন হেরল্ড' খবরের কাগজটা দেখে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতিদিনকার অভ্যাসের মতো সকালবেলাতেই সে কাগজটির 'ব্যক্তিগত' বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল এবং

তখনই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জেনারেলের বিজ্ঞাপনটি সহজেই তার চোখে পড়েছিল ঃ

জেনারেল ডবল এক্স ভালবাসা জেনো।

এই বিজ্ঞাপনের সরল অর্থ হয়েছে ঃ ডবল এক্স ওআন, জেনারেলের সঙ্গে দেখা করো। যখনই জেনারেলের তাকে প্রয়োজন পড়ে তখনই তিনি এই বিজ্ঞাপন দেন এবং ডেলের তক্ষুনি জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই তাদের মধ্যে ব্যবস্থা।

কিন্তু আজ সকালে এই বিজ্ঞাপন দেখে সে আর জেনারেলকে টেলিফোন করে নি। নিজের আস্তানা থেকে সোজা পালিয়ে এসে স্টর্ক ক্লাবে উঠেছে। সে একমাসের ছুটি পেয়েছে, এই এক মাস সে ছুটি ভোগ করবে, জেনারেলের সঙ্গে দেখাও করবে না। জেনারেল সারা ওয়াশিংটন খুঁজে বেড়ালেও স্টর্ক ক্লাবে যে সে আসতে পারে তা কল্পনাও করতে পারবেন না। সুতরাং আপাতত গুড বাই জেনারেল।

জেনারেলের কথা সে মন থেকে মুঝে ফেলতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। জেনারেলের অধীনে যারাই কাজ করছে তারা কেউই পারে না। তাদের জীবন মৃত্যু, সুখ-স্বপ্ন সব কিছুই এই একটি লোকের খামখেয়ালির ওপর নির্ভর করছে। যতদিন তুমি তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়, ততদিনই তাঁর কাছে তোমার খাতির। যেদিন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে সেদিন তোমাকে হয়তো সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে। আর তোমার কাজে এতটুকু সন্দেহ হলে তোমার আর নিস্তার নেই। নিজের এজেন্টদের জেনারেল নিজে হত্যা করার আদেশ দেন না, কিন্তু দেখা গেছে এরকম প্রায়

সব এজেন্টই একদিন বিদেশী গুপ্তচরদের হাতে ধরা পড়ে যায় এবং নিহত হয়।

আজ সকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে সে জেনারেলকে টেলিফোন করে নি। জেনারেল নিশ্চয়ই বারবার স্টেলার কাছ থেকে খবর নিচ্ছেন যে ডেল টেলিফোন করেছিল কি না। স্টেলা সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় নিশ্চয়ই টেলিফোন করে ডেলের খোঁজ নিতে নিতে হিমসিম খেয়ে উঠেছে। মনে করতেই তার কেমন যেন আনন্দ হল। এ একরকমের ছেলেমানুষী প্রতিহিংসা।

জেনারেলের মতোই আশ্চর্য এই স্টেলা। তাকে সে কেন, জেনারেল ছাড়া তাদের দলের কেউ দেখে নি। জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি সে। সমস্ত এজেন্টের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। কোনো এজেন্ট যদি জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে চায় তো স্টেলাকে টেলিফোন করো। ইচ্ছা হলে স্টেলা কথা বলিয়ে দেবে। কোথায় যে স্টেলা থাকে, কোথায় যে তার অফিস কেউ জানে না। সে যে শুধু দূরভাষিণী তাই নয়, সে একেবারে অদর্শিনী। এত মিষ্টি গলার অধিকারিণী স্টেলাকে একবার অন্তত দেখতে পেলে সে খুশি হত। না জানি, তাকে দেখতে কি রকম। সুন্দরী নিশ্চয়ই।

দুই সুবেশধারী ভদ্রলোক গল্প করতে এসে তার পাশে দাঁড়ালো। সুইমিং পুলে স্নান না করে যারা বেড়াতে আসে, তাদের দেখলেই তার গা জ্বালা করে। সেই দুই ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন হঠাৎ পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে অন্য লোকটিকে কি বললেন। সে ভদ্রলোকও নিজের পকেট হাতড়িয়ে ঘাড় নাড়লেন। প্রথম ভদ্রলোক তারপর একটু সলজ্জ বিনয়ে ডেলের কাছে এগিয়ে এসে দেশলাই চাইলেন। সিগারেট-লাইটারটা এগিয়ে দিল নীরবে সে।

ভদ্রলোক মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার সঙ্গীটিকে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

ব্যাপারটা কিছুই নয়—একরকম ঘটনা হামেশাই হয়ে থাকে, তবু ডেলের কেন যেন ভাল লাগল না। সন্দেহ প্রবণ তার মন খুঁত-খুঁত করতে লাগল। তাকে কি শত্রুপক্ষের কেউ চিনতে পেরেছে? কিন্তু ওয়াশিংটনে শত্রুপক্ষ তার খোঁজ নিতে আসবে কেন? সে তো ওয়াশিংটনে এসে থাকে বছরে এক আধ মাস, সারা বছরই তার ঘুরে বেড়াতে হয় পৃথিবীর এ কোণ থেকে ও কোণে। সেই সব জায়গাতেই তাকে ধরা সহজ। আর তা ছাড়া শত্রুপক্ষ ডেল ফিশারের নাম জানে, কিন্তু চোখে কখনো দেখে নি। যে দেখেছে সে আর ফিরে যায় নি। তাকে ধরার বা হত্যা করার অনেক চেষ্টাই হয়েছে, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত সফল হয় নি।

কিছুক্ষণ সে সতর্ক হয়ে রইল, কিন্তু কিছুই ঘটল না। সেই দুই ভদ্রলোক গল্প করতে করতে সুইমিং পুল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, একবার পিছন ফিরে আর তাকিয়েও দেখেন নি। গুপ্তচর হলে আর একবার অন্তত তাকিয়ে দেখতেন। ডেল এবার ভাল করে সুইমিংপুলের চারদিকটা দেখল। কাউকেই সন্দেহজনক মনে হল না। জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রী রোদ পোহাচ্ছে বা পুলে সাঁতার কাটছে। তার দিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ডেল মার্টিনি শেষ করতে সচেষ্ট হল।

'ওয়াশিংটন হেরল্ড'-এর খবরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে কাগজটা সে ফেলে দিল। পৃথিবীতে এখন আর তেমন কিছু হচ্ছে না। চীন আর রাশিয়ার আদর্শবাদী কচকচি, ভিয়েৎনামের চিরাচরিত

যুদ্ধ, আরবদেশগুলির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ছাড়া কোনো খবর নেই।
এসব খবরে তার কোনোরকম উৎসাহ নেই।

একটা মার্টিনির অর্ডার দিয়ে সে ভাবতে লাগল নীনা লাজারাসের কথা। নীনার সঙ্গে তার আলাপ আজ বছর দু'য়েক, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ তেমন বেশিদিন নয়। জেলের যা কাজ তাতে কোথাও সে কয়েকদিনের বেশি থাকতে পারে না। এবারে সে একমাস ছুটি পেয়েছে, এবারে যদি নীনার সঙ্গে মেলামেশা করার একটু সুযোগ পায়। সেইজন্যই সে নীনাকে আজ লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছে।

একটি বিকিনি-পরা সুন্দরী মেয়ে সুইমিং পুল থেকে উঠে এসে ক্লাবের ভিতরে যাওয়ার আগে তার দিকে তাকিয়ে একবার মিষ্টি হেসে 'গুড মর্নিং' জানিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল! ডেলের আবার ভ্রূ কুঁচকিয়ে উঠল। এই একেবারে অপরিচিত জায়গাতেও স্বস্তি নেই। একবার দুই অপরিচিত ভদ্রলোক গায়ে পড়ে এসে দেশলাই চাইলেন, আর এখন হঠাৎ একটি অপরিচিতা মেয়ে 'গুড মর্নিং' জানালে। কোথাও যেন কিছু গোলমাল হয়েছে। এই সুন্দর সকালের জন্যই কি সকলে হঠাৎ খুশিতে অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করছে?

মেয়েটিও চলে গেল, আর এল না। কোথাও সন্দেহজনক কিছুই মনে হচ্ছে না। সবই তার মনের ভুল। গুপ্তচরবৃত্তি করতে করতে সকলকেই গুপ্তচর বলে তার সন্দেহ হচ্ছে। হাভানা হ্যাটটা দিয়ে চোখ ঢেকে সে শুয়ে পড়ল।

পাশে শব্দ হতেই তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে চোখ কচলিয়ে তাকাতেই সে দেখল যে ঠিক তার পাশে একটা ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে এক ভদ্রলোক বসছেন। প্রথমে বিস্ময়, তার-

পর রাগ। ভদ্রলোকটি আর কেউ ন'ন—জেনারেল !

জেনারেল মিষ্টি হেসে বললেন—তোমার কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম বলে দুঃখিত।

ডেল চাপা রাগে একেবারে ফেটে পড়ল—আপনি ! আপনি এখানে কি করে ?

জেনারেল বললেন—আস্তে, আস্তে। সকলে শুনতে পাবে। এত উত্তেজিত হলে কি আর তোমার চলে। তুমি যদি আমার কাছে না আস তবে আমাকেই তোমার কাছে যেতে হবে।

আমার তো এখন একমাস ছুটি—ডেল বলল।

তা ছুটি—বললেন জেনারেল।—নিশ্চয়ই ছুটি !

তবে কাগজে ওরকম বিজ্ঞাপন দেওয়ার মানে কি ?—জিজ্ঞাসা করল ডেল।

বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলে তবে ?—বললেন জেনারেল।—তোমার কোনোরকম সাড়া না পেয়ে আমি ভাবলাম যে ছুটি বলে তুমি খবরের কাগজ দেখাও ছেড়ে দিয়েছ ! স্টেলাও সেই কথাই বলল। তোমার জন্য স্টেলার যা ভাবনা—

স্টেলাই যত নষ্টের গোড়া—বলে উঠল ডেল।—টেলিফোনে কথা বলে, নয়তো সামনাসামনি একদিন পেলে ঘাড় ভেঙে দিতাম।

দাও নি কেন ?—প্রশ্ন করলেন জেনারেল।—ওকে যে দেখ নি তা তো নয় !

দেখলে স্টেলা বেঁচে থাকত না— বলল ডেল।—কিন্তু কি দরকার ? এখন আবার আমাকে দরকার কেন ? আপনাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এখানে লুকিয়ে রয়েছি, আমার খোঁজ পেলেন কি করে ?

এতগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দিই কি করে!—বললেন জেনারেল।—প্রথম কথা, তোমার খোঁজ পেলাম কি করে। এটা আমার কৃতিত্ব নয়, স্টেলার। তুমি যখন আজ টেলিফোন করলে না, তখন স্টেলা ধরে নিয়েছিল যে হয় তুমি না জানিয়ে বাইরে গিয়েছো, কিংবা ইচ্ছা করে লুকিয়ে রয়েছ। স্টেলা তোমার ল্যাণ্ড-লেডি মিসেস্ ডিগবিকে টেলিফোন করে জানলো যে তুমি এখানেই আছ। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করেই তুমি পালিয়েছ। এখানে সেখানে কয়েক জায়গায় তোমার খোঁজ নিয়ে যখন পাওয়া গেল না, তখন স্টেলা তোমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে পুলিশকে তোমার খোঁজ করতে বললো। কিছুক্ষণ আগে একজন খবর দিল যে তোমার মতো চেহারার একজন লোককে স্টর্ক ক্লাবের সুইমিং পুলে দেখা গেছে। সেই লোক তুমি কি না দেখার জন্য স্টেলা স্টর্ক ক্লাবে ছুটে গেল। তোমাকে দেখতে পেয়েই আমাকে টেলিফোন করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি এসে হাজির। স্টেলা তোমাকে 'গুড মর্নিং' জানালো, আর তুমি তাকে চিনতে পারলে না?

ও-ও-ও-ই মেয়েটা স্টেলা!—বিস্মিত কণ্ঠে বললো ডেল।—আমি ভাল করে লক্ষ্যই করি নি। আশ্চর্য! আগে জানতে পারলে—

এবার তো জানতে পারলে,—বললেন জেনারেল। – এর পরে দেখা হলে ঘাড় মটকিয়ে দিও।

আমি ওকে ভাল করে দেখিই নি—বললো ডেল।—এর পরেও ওকে আমি চিনতে পারব না।

জেনারেল বললেন—এবারে তোমার অন্য প্রশ্নের উত্তর দিই। তোমাকে হঠাৎ আবার কিসের জন্য দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর তোমার অজানা নয়—দরকার কাজের জন্য এবং বিশেষ গুরুতর

কাজের জন্য। তোমাকে এক মাসের ছুটি দিয়ে সামান্য একটা কাজের জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করতাম না। আমি একটা মস্ত বড় সমস্যায় পড়েছি।

ডেলকে একটা সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—ডেল, আমার কিছুই ভাল লাগছে না। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। রাশিয়া এক রকম জীবাণু বোমা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমেরিকান সরকারও জীবাণু বোমা তৈরির দিকে নজর দিয়েছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা এখনও পর্যন্ত ঠিক পথ খুঁজে পায় নি; কিন্তু আমাদের ডক্টর বার্নহাম মোটামুটি কাজ এগিয়ে ফেলেছেন। এরপরেই আমেরিকা সতর্ক হয়ে উঠলো। ডক্টর বার্নহামকে হত্যার দু'দুবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমেরিকা বুঝতে পারল যে রাশিয়া চায় না আমেরিকা জীবাণু বোমা তৈরি করে। ডক্টর বার্নহামকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মিচিগানের কাছাকাছি ছোট্ট একটা পল্লীগ্রামে। পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। এখানে সাধারণতঃ বড়লোকেরা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আসেন। লোকজন বলতে বিশেষ কেউ নেই। এখানে চারদিক পাঁচিল-ঘেরা এক বিরাট বাগানের মধ্যে ছোট্ট বাড়িতে ডক্টর বার্নহামকে এনে রাখা হলো। এখানেই তাঁর ল্যাবরেটরি, এখানেই তাঁর থাকা। তাঁর ধারণা মাস তিনেকের মধ্যে তিনি কাজ শেষ করতে পারবেন। সেইজন্য তিনি তাঁর মাত্র দু'জন সহকারীকে নিয়ে একা রয়েছেন সেই বাড়িতে। একটি চাকর পর্যন্ত রাখতে সাহসী হন নি, কারণ বলা যায় না কে গুপ্তচর হিসেবে ঢুকে আবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। অবশ্য বাড়িটাকে পাহারা দেবার জন্য লোক-

জনের ব্যবস্থা আছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ সেই বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকতে পারবে না।

এত কড়াকড়ি করেও বোধহয় শেষ রক্ষা করা যাবে না—

জেনারেল কথা বন্ধ করে ডেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—কেন, আবার কি ডক্টর বার্নহামকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে ?

জেনারেল বললেন—হ্যাঁ, সেইটাই আশ্চর্য। কী করে সম্ভব হল তাই আমি ভাবছি।

ডেল আবার প্রশ্ন করলো—রিভলভার ?

না—মাথা নাড়লেন জেনারেল।—ডক্টর বার্নহামের ভয়ঙ্কর পেটে যন্ত্রণা, বমি হয়। যে ডাক্তার দেখাশোনা করেন, মানে ডক্টর বীভার—তিনি তাঁকে ওষুধ দেন, কিন্তু সন্দেহ হওয়াতে ডক্টর বার্নহামকে না জানিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন তা সাধারণ অসুখ নয়, কেউ তাঁকে আর্সেনিক খাইয়েছিল। এই সন্দেহের কথা তিনি আমাদের শুধু জানান। ডক্টর বীভার নিঃসন্দেহ যে ওঁকে খাবারের আর্সেনিক মেশানো হয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব হল ?

ডঃ বীভারের ভুলও তো হতে পারে—বললো ডেল।

না—মাথা নাড়লেন জেনারেল।—নিঃসন্দেহ না হয়ে তিনি এতবড় অভিযোগ আনবেন না। বুঝতে পারছ না তার মানে কি ? হয় ডক্টর মারাকোভ নয় ডক্টর নেলের ওপর সন্দেহ আনা হচ্ছে। ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলই তাঁর দুই সহকারী।

ডেল বললো—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।

জেনারেল বললেন—তোমাকে তো একটু আগেই বলেছি যে ওই বাড়িতে কোনো চাকর-বাকর পর্যন্ত নেই। ডঃ মারাকোভ আর ডঃ

নেল দুজনেই ডঃ বার্নহামের জন্য চিন্তিত হয়ে চাকর-বাকর রাখতে নিষেধ করেন। বলেন—মাত্র তিন মাস তো! এই তিন মাসের জন্য তারাই কোনোরকমে রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম চালিয়ে নেবে। ডঃ বার্নহামের নিরাপত্তার জন্য ওঁরা দুজনেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এখন যদি ডঃ বার্নহামের খাবারে কেউ আর্সেনিক মিশিয়ে থাকে তবে কার ওপর সন্দেহ হবে? নিশ্চয়ই ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলের ওপর। অথচ এঁরা দুজনেই আজ কয়েক বছর ধরে ডঃ বার্নহামের অধীনে কাজ করছেন। ডঃ বার্নহাম ওঁদের ছেলের মতো স্নেহ করেন। ওঁরাও ডঃ বার্নহামকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। সেইজন্যই সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে।

ডেল বললো—ডঃ মারাকোভ! উনি কি রাশিয়ান?

জেনারেল বললেন—একদা নিশ্চয়ই ছিলেন। ওঁর বাবা গ্রেগর মারাকোভ স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে রাশিয়া থেকে পালিয়ে আমেরিকায় আসেন। কয়েক বছর পরে তারা আমেরিকার নাগরিক হন। ডঃ মারাকোভ একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ না হয়ে কাউকে এরকম কাজের ভার দেওয়া হয় না। ডঃ নেল সম্বন্ধেও একথা খাটে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডেল বললো—দুজনেই সন্দেহের বাইরে, অথচ ডঃ বার্নহামকে আর্সেনিক খাওয়ানো হলো—একথা বিশ্বাস করতে বলেন?

জেনারেল বললেন—আমি তা বলছি না, ডেল। তুমি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করো। দুজনেই মস্ত বড় বিজ্ঞানী, দুজনেরই প্রচুর সুনাম। দুজনই ডঃ বার্নহামকে শ্রদ্ধা করে ভালবাসে এবং এই দুজনকেই ডঃ বার্নহাম ছেলের মতো দেখেন। এই দুজন ছাড়া

তাঁর কাছে আর কেউ যেতে পারে না, এই তুজনই ওঁদের খাবার রান্না করেন—সন্দেহ নিশ্চয়ই এঁদেব ওপর হবে। কিন্তু এই তুজনের মধ্যে কে হত্যার চেষ্টা করছে? কাকে সন্দেহ করব? একটু ভুল হলে তার জীবন চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাই কিছু করে উঠতে পারছি না। সেইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

ডেল বললো—বাইরের থেকে তো মাছ, মাংস, শাক-সব্জী আনা হয়। তার মধ্যেও তো কেউ আর্সেনিক মিশিয়ে দিতে পারে।

জেনারেল বললেন —তা পারে, কিন্তু তবে ডঃ মারাকোভ কিংবা ডঃ নেলের অসুখ করবে না কেন? তার মানে—ডেল বললো,—মাত্র তুজন লোক—ডঃ মারাকোভ আব ডঃ নেল ছাড়া আর কারুব পক্ষে ওঁকে আর্সেনিক দেওয়া সম্ভব নয় এবং তু'জনই সমস্ত বকম সন্দেহের অতীত। চমৎকার কাজের ভাব আমাকে দিচ্ছেন। এই রহস্যেব সমাধানের জন্য প্রয়োজন শার্লক হোমসেব, আমাকে নয়।

জেনারেল কোনো কথা বললেন না। ডেল আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো—ঠিক আছে। এ কাজের ভার নিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কী হিসাবে আমি ওখানে যাব?

সে আমি ভেবে রেখেছি—উত্তর দিলেন জেনারেল।—ওখানে পঁচিশজন সিকিউরিটি গার্ড আছে। তুমি সিকিউরিটি চীফ হয়ে যাবে। সিকিউরিটি চীফ হলে তুমি যেখানে খুশি যেতে পারবে, যাব সঙ্গে খুশি আলাপ করতে পারবে এবং সব দিকে নজর রাখতে পারবে। অবশ্য তোমার নামটা বদলিয়ে নিতে হবে। শত্রুপক্ষকে আমি জানতে দিতে চাই না যে ডেল ফিশার—আমেরিকার এক-

নম্বর স্পাই ওখানে হাজির হয়েছে। এ খবর জানাজানি হলে শুধু ডঃ বার্নহামের জীবনই যে বিপন্ন হবে তা নয়, তুমিও শত্রুপক্ষের লক্ষ্য হয়ে পড়বে। তোমার জন্য একটা আইডেনটিটি কার্ড এনেছি। তুমি ওখানে যাবে ডগলাস ওয়েট নামে।

আইডেনটিটি কার্ড আর একটা চিঠি দিয়ে জেনারেল বললেন আচ্ছা, এখন আমি উঠি। তুমি কাল ওখানে যেও। এই চিঠিটা দেখালেই তোমার ওখানে কাজ পাওয়া হয়ে যাবে। আমি আগে থেকে ডঃ বার্নহামকে খবর দিয়ে রাখব।

জেনারেল চলে গেলেন।

পরদিন সকালেই ডেল উপস্থিত হলো 'হিলটপ' পল্লীগ্রামে। বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরী হলো না। গেটের সামনে দু'জন গার্ড দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাত দিয়ে সে ডঃ বার্নহামের কাছে দেওয়া জেনারেলের চিঠিটা পাঠিয়ে দিল। একটু পরেই ডঃ বার্নহাম তাকে ডেকে পাঠালেন। একজন গার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ডঃ বার্নহামের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। ডেল বুঝতে পারলো যে পাহারা দেওয়াতে কোনো ত্রুটি নেই।

ডাঃ বার্নহামের সমস্ত চুল সাদা। বয়স প্রায় সত্তর। চোখের থেকে চশমা খুলে বললেন—গুড মর্নিং মিঃ ওয়েট। আপনার কথা আমাকে জেনারেল কাল ফোনে জানিয়েছিলেন। এসেছেন ভালই হলো, যদিও একজন সিকিউরিটি চীফের তেমন প্রয়োজন ছিল না। আমি তো এখানে কোনোরকমের বিপদের আশঙ্কা করছি না। তবে জেনারেল যা ভাল বুঝবেন তা-ই করবেন। আমাদের কথা তো আর শুনবেন না।

ডেল বললো—বিপদের আশঙ্কা জেনারেলও করেন না। তবু সাবধান থাকলে লোকসান নেই তো—সেইজন্যই আমার এখানে আসা। আপনারা তো মাত্র তিনজন এখানে থাকেন—

হ্যাঁ—বললেন ডঃ বার্নহাম।—মারাকোভ আর নেল এখন ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। আপনার জন্যও করতে বলে দিয়েছি। খাবার টেবিলেই আলাপ করিয়ে দেব।

খাবার টেবিলেই আলাপ হলো ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলের সঙ্গে। দুজনেই প্রায় সমবয়সী, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। হাসিখুশি।

ডঃ মারাকোভ হেসে বললেন—প্রফেসারের কল্যাণে আমরা দু'জন রান্নার হাতটা পাকিয়ে নিচ্ছি। এ চাকরি গেলে হোটেল রেস্তোরাঁতে চাকরি জোগাড় করে নিতে পারব।

ডঃ নেল বললেন—আপনিও তো একা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবেন কি?

ডেল উত্তর দিল—না। আমি কখন কোথায় থাকব, তার স্থিরতা নেই। আমি বাইরেই থাকব, বাইরেই খেয়ে নেব।

ডঃ মারাকোভ বললেন—একদিন ব্রেকফাস্ট খেয়েই ভয় পেয়ে গেলেন?

ডেল হেসে উঠলো। ডঃ বার্নহাম হাসতে হাসতে বললেন—না, না—ওরা ভালই খাবার তৈরি করে। আমার তো এরকম সাদা-সিধে রান্নাই ভাল লাগে।

খাওয়া দাওয়ার পর ডেল বললো—আপনারা তো জানেন আমি সিকিউরিটি চীফ হয়ে এখানে এসেছি। সে বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে একটু আলাদা আলাদা কথা বলতে চাই।

বেশ তো, বেশ তো—বলে উঠলেন ডঃ বার্ণহাম।—যখন আপনার সময় হবে, ডাকবেন।

ডেল বললো—আমি একবার আপনাদের থাকবার জায়গা আর ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখতে চাই।

ডঃ বার্ণহাম বললেন—দেখতে পারেন, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি কেউ আসে না।

ডেল মারাকোভকে ডেকে বললো—ডঃ মারাকোভ, আপনি আমাকে যদি একবার সবটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারেন তো খুশি হব।

মারাকোভ ডেলকে নিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো। ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। বাড়ির চারদিকে জাল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা সব সময় তালাবন্ধ। গার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে কারুরই বাড়িতে ঢোকার সাধ্যি নেই।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—আপনাদের এখানে কেউ দেখা করতে আসে?

মারাকোভ মাথা নাড়লো। বললো—না। আমরা কাউকে আসতে দিই না। মাঝে মাঝে শুধু ডাঃ বীভার আসেন সন্ধ্যার দিকে। ডেকে পাঠালেও আসেন। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়-দায়িত্ব ওঁর।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—আপনাদের অসুখ-বিসুখ আছে নাকি? মারাকোভ বললো—না। ডঃ বার্ণহামের বয়স হয়েছে। ওঁর মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়। ওঁর ওপর একটু নজর রাখা উচিত। আর একবার এলে ডাক্তার সাহেব আমাদের নিয়েও পড়েন। বলেন—আপনাদেরও না দেখলে আমার চাকরি যাবে।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—ডাক্তার বিসেবে কেমন ?

সুনাম আছে তো শুনেছি—উত্তর দিল মারাকোভ।—তবে পাগলামিটা একটু বেশি। প্রত্যেক দিনই থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখবেন, ব্লাডপ্রেশার দেখবেন, বুকে স্টেথিস্কোপ বসাবেন। আপত্তি জানালে ধমকিয়ে ওঠেন। এই পাগলামি বাদ দিলে লোক খুব ভাল।

খুব গপ্পুড়ে কি ?—ডেল প্রশ্ন করলো।

একেবারেই না—জবাব দিল মারাকোভ।—যেদিন আসবেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখে পনেরো মিনিটের মধ্যেই হাওয়া। গল্প করার সময় কোথায় ? এখানে সেখানে ছুটতে হয়।

এবার ডেল বললো—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনারা যা করতে চাইছেন তার গুরুত্ব কতখানি। শত্রুপক্ষ আপনাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কি মনে হয় সেদিক দিয়ে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ?

মারাকোভ একটু ভেবে উত্তর দিলেন—এখানে তো আমি কোনো রকম বিপদের আশঙ্কা দেখি না। আমাদের এখানে কেউ আসে না, কাউকে আসতেও দেওয়া হয় না। আমাদের গার্ডরা খুব বিশ্বাসী; বাইরের থেকে আমরা কোনো বিপদ আশা করি না।

ভিতর থেকে ?—প্রশ্ন করলো ডেল।

মারাকোভ ডেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললো—আপনার কথাটার মানে আমি বুঝতে পারছি না। ভিতরে আমরা মাত্র তিনজন—প্রফেসর, ডঃ নেল আর আমি। আমরা আমাদের কাজে ব্যাঘাত করব ?

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—ধরুন যদি ডঃ বার্নহামকে এখান থেকে

বদলি করা হয়, আপনি আর ডঃ নেল কি কাজটা শেষ করতে পারবেন?

মারাকোভ বললো—না। আমাদের অনেক সময় লাগবে। পাঁচ-সাত বছর পরে যদি আমরা করে উঠতে পারি—

ডেল বললো—তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে এই জায়গার নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে একমাত্র ডঃ বার্নহামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাই নয় কি?

মারাকোভ বললো—একরকম তাই।

মারাকোভকে ছেড়ে দিয়ে ডেল ডঃ নেল আর ডঃ বার্নহামের সঙ্গে কথা বললো। সকলেই একই মত—বাইরে থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, ভিতরে তো নেই-ই। অথচ ডঃ বীভারের মতে কেউ না কেউ ডঃ বার্নহামের খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছিল। ল্যাবরেটরিতে যে আর্সেনিক আছে তা সে লক্ষ্য করেছে। যে ইচ্ছা করলে আর্সেনিক লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নেল কিংবা মারাকোভ কেউ ইচ্ছা করলেই খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দিতে পারে। অথচ এদের দুজনকে দেখলে কিছুতেই মনে হবে না যে এদেরই মধ্যে একজন ডঃ বার্নহামকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। ডঃ বার্নহামকে এই সন্দেহের কথা বলা যাবে না। তিনি এ কথা বিশ্বাসই করবেন না এবং ফলে গোলমাল বাধবে। হয়তো মারাকোভ আর নেল কাজ ছেড়ে চলেই যাবে। এখন একবার শুধু ডঃ বীভারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

ডেল গার্ডদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পাহারার ব্যবস্থা আরো পাকা করলো। তারপর সে বেরিয়ে গেল ডঃ বীভারের খোঁজে।

ডঃ বীভার থাকেন হিলটপ পল্লীতেই এক সুন্দর বাঙলোয়। তাঁর

চেম্বার মিচিগানে। আটটা থেকে বারোটা, আবার তিনটে থেকে পাঁচটা কাটান শহরের চেম্বারে। বাদবাকী সময় থাকেন তাঁর বাড়িতে। এই পল্লীর লোকদের চিকিৎসা করেন বিনা পয়সায়। শহরে তার খুব নামডাক। হাসিখুশি মোটাসোটা লোকটি। বয়স প্রায় চাল্লশ। পল্লাতে সজ্জন হিসেবে খুবই সুনাম।

লাঞ্চের পরই দেখা করলো ডেল ডঃ বীভারের সঙ্গে।

বীভার তাঁকে সহাস্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন ড্রইংরুমে। অনেক কথার পর বললেন—আমি ঠিক জানি না ডঃ বার্নহাম তাঁর সহ-কারীদের নিয়ে কি কাজ করছেন, কিন্তু খুব গোপনীয় যে তা যার সামান্য একটু বুদ্ধি আছে সে-ই বুঝতে পারবে। আমি এখানে থাকি বলেই সরকার আমাকে ওঁদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব দিয়েছেন। সন্ধ্যার পরে কাজও থাকে না, দু একজন বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে বলে মাড়ি টিপতে যাওয়া।

ডেল জিজ্ঞাসা করলো—ডঃ বার্নহামের স্বাস্থ্য কি রকম?

ডঃ বীভার কিছুক্ষণ চুপ করে ডেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আপনি কি বলতে চাইছেন তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ ওয়েট। এমনিতে তাঁর স্বাস্থ্য ভালই।

ডেল বললো—আমি খবর পেয়েছি যে তিনি মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, পেটের একটু গোলমাল হয়েছিল—বললেন ডঃ বীভার।

ডেল বললো—দেখুন ডঃ বীভার, আমার মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করলে দুজনেরই বুঝতে সুবিধা হবে। আমাকে এ জায়গায় সিকিউরিটি চীফ করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং শুধু সম্পত্তির নয় সমস্ত লোকজনের নিরাপত্তার ভারও

আমার ওপর। আমি যদি সঠিক খবর না পাই তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমি শুনেছি যে ডঃ বার্নহামের পেটের ভয়ঙ্কর গোলমাল হয়েছিল এবং আপনার সন্দেহ হয় যে তা আর্সেনিক প্রয়োগের ফল। আপনি আপনার সন্দেহ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। এ কথা সত্যি কি না?

ডঃ বীভার বললেন—আমি? নিঃসন্দেহ যে ডঃ বার্নহামকে কেউ আর্সেনিক দিয়েছিল।

কে দিতে পারে?—জিজ্ঞাসা করলো ডেল।—কী করে ওঁর খাবারে আর্সেনিক গেল?

ডঃ বীভার উত্তর দিলেন—এ ব্যাপারটা আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। ওঁদের থাকার খাওয়া-দাওয়ার এত কড়াকড়ি যে বাইরের থেকে কেউ ওঁদের খাবারে আর্সেনিক মেশাতে পারে না। একমাত্র সন্দেহ হতে পারে ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলের ওপর, কিন্তু তাই বা হবে কি করে? ওঁদের এতে লাভ কি? এটুকুও ওঁরা নিশ্চয়ই স্পষ্ট বুঝবেন যে এ ধরনের কিছু হলে সকলে প্রথমে এঁদেরই সন্দেহ করবে। তাছাড়া খাবার পরীক্ষা করে দেখেছি—খাবারে আর্সেনিকের কণামাত্র নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার!—বললো ডেল।—কাউকে সন্দেহ করা যায় না, খাবারে বিষ নেই অথচ ডঃ বার্নহাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন! সেদিনকার ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলতে পারবেন?

ডঃ বীভার বললেন—আমি রাত আটটা নাগাদ ওখানে গিয়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে তখন গল্প করছিলেন। ডঃ বার্নহামকে দেখে আমার কেমন যেন মনে হল যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ন'ন। আমি তাই তাঁর টেম্পারেচার দেখলাম, ব্লাডপ্রেশার দেখলাম

—সবই ঠিক আছে। তবু মনের খুঁতখুঁতানি গেল না। বাড়িতে ফিরে এলাম। রাত দশটা নাগাদ ডঃ মারাকোভ আমাকে টেলিফোনে খবর দিলেন যে ডঃ বার্নহাম ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি ছুটে গেলাম। অবস্থা দেখেই বুঝতে পারলাম যে অবস্থা খারাপ। কোনোরকমে ওঁকে সুস্থ করলাম। ওঁর অবস্থা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই আমি খাবার-দাবার সব কিছু পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেলাম। আপনাকে কড়া নজর রাখতে হবে মিঃ ওয়েট, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। কেউ ইচ্ছা করে কোনো মতলবে ডঃ বার্নহামকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে কোনোরকমে আর্সেনিক খাইয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব—এই এক সমস্যা।

ডেল বললো—যা ব্যাপার দেখছি—ডঃ নেল কিংবা ডঃ মারাকোভ ছাড়া আর কেউ ওঁকে আর্সেনিক দিতে পারে না।

ডঃ বীভার বললেন—একদিক দিয়ে সত্যি, কিন্তু কেন? ওঁদের লাভ কি? আমি শুনেছি যে ওঁরা দশ বছর ধরে ডঃ বার্নহামের সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। হঠাৎ এভাবে গুরু-দক্ষিণা দিতে চাইবেন কেন? সুতরাং এ ব্যাপারটা ভীষণ গুরুতর।

ডেল হঠাৎ প্রশ্ন করলো—এটা কি সম্ভব হতে পারে যে ডঃ বার্ন-হাম নিজে আর্সেনিক খেয়েছেন?

ডঃ বীভার উত্তর দিলেন—সম্ভব নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু কেন নিজে আত্মহত্যা করতে চাইবেন? দুরারোগ্য অসুখে ভুগলে অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু ডঃ বার্নহাম সুস্থ লোক। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি না যে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

ভয়ঙ্কর সমস্যায় ফেলে দিলেন আপনি—বললো ডেল।—অদৃশ্য

শত্রুর সঙ্গে কি করে লড়াই করব?

শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা আপনার কাজ,—বললেন ডঃ বীভার। আমার কাজ অসুখের সঙ্গে লড়াই। ও কথা যাক্। এখন ডঃ বার্নহাম আছেন কেমন?

ডেল বললো—ভালই তো দেখে এলাম।

ডঃ বীভার বললেন—আমি আজ রাত্রে একবার দেখতে যাব। আপনি থাকবেন আশা করি।

ডেল ডঃ বীভারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল।

এ রকম পরিস্থিতিতে ডেল আর কোনোদিন পড়ে নি।

এর আগে সে শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছে, প্রাণ হাতে নিয়ে লড়াই করেছে। শত্রুরা তার ওপর লক্ষ্য রেখেছে, সে-ও শত্রুদের ঘাঁটিতে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে কার সঙ্গে সে লড়াই করবে? জেনারেল সন্দেহ করেন যে শত্রুপক্ষ ডঃ বার্নহামকে তাঁর কাজ শেষ করতে দিতে চায় না। অত্যন্ত সতর্ক থাকা সত্ত্বেও ডঃ বার্নহামকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে—অবশ্য এ কথা ডঃ বীভার মনে করেন। জেনারেল আর ডঃ বীভারের দুজনেরই মতে ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেল ছাড়া আর কেউ ডঃ বার্নহামকে বিষ-প্রয়োগ করতে পারে না; কিন্তু দুজনের কেউই বিশ্বাস করেন না যে ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেল ডঃ বার্নহামকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারেন।

ডেল বাড়িটা খুব ভাল করে দেখেছে যে নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনো ফাঁকি নেই। বাইরে থেকে কোনো অপরিচিত লোক কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারে না। আজ থেকে সে আরো কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু তবু কি সে এই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে

পারবে? একবার যে শত্রু হানা দিয়েছে, সে কি একবারেই ক্ষান্ত থাকবে? আবার কি আঘাত করবার চেষ্টা করবে না?

এ কথা মনে হতেই ডেল তাড়াতাড়ি ল্যাবরেটরিতে ফিরে গেল। তিনজন বিজ্ঞানীই পরম উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছেন। ডেল তাঁদের আর বিরক্ত করলো না। চুপিচুপি সে ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলের ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে সব কিছু খুঁজে দেখতে লাগলো। আপত্তিকর কিছুই সে পেল না। ডঃ মারাকোভের ঘরে সে পেল শুধু কয়েকটা রাশিয়ান ম্যাগাজিন—বিজ্ঞানের পত্রিকা। এইখানেই তার শুধু খট্‌কা লাগলো। পত্রিকাগুলো সে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দেখলো—কয়েকটি জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ মারা। ডেল যতটুকু রুশ-ভাষা জানে তাই দিয়ে তার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলো, কিন্তু মানে কিছুই বুঝতে পারলো না। গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সেগুলি। এর মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় কি কিছু লেখা থাকতে পারে?

তা-ই যদি হতো তবে ডঃ মারাকোভ নিশ্চয়ই পত্রিকাগুলো সকলের চোখের সামনে রাখতেন না। ডঃ নেল ও ডঃ বার্নহাম জানেন যে সে রাশিয়ান বিজ্ঞান-পত্রিকার গ্রাহক এবং বিদেশের বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করতে গেলে এইসব পত্রিকা পড়তেই হয়। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরাও এদেশের বিজ্ঞান-পত্রিকা পড়েন।

ডেল নিজের ঘরে ফিরে এল। সে বেছে এমন একটা ঘর নিয়েছে যাতে সে যেমন ল্যাবরেটরি আর ডঃ বার্নহামের ঘরের ওপর লক্ষ্য রাখতে পারে, ঠিক সেই রকম গেটের ওপরও তার দৃষ্টি যায়। ডেল তার ঘর থেকে লক্ষ্য করলো যে ওঁরা ল্যাবরেটরির কাজ শেষ

করে ফিরে এলেন। ডঃ বার্নহাম তাঁর নিজের ঘরে ঢুকে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়তে শুরু করলেন। ঠিক পাশের ঘরেই বাসনকোসনের শব্দে ডেল বুঝতে পারলো যে ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ লাঞ্চের ব্যবস্থা করছেন। ডেল-ও বাজার থেকে আনা টিনের খাবার খুলে গরম করে নিল। খেয়েদেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা ইজিচেয়ারে সে শুয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেক পরে ডেল দেখলো যে ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ বারান্দায় একটা টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখলেন। ডঃ নেল গেলেন ডঃ বার্নহামকে ডাকতে। ডেল লক্ষ্য রাখলো মারাকোভের ওপরে। মারাকোভ টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল সাজানোয় ব্যস্ত। একটু পরেই ডঃ বার্নহামকে নিয়ে ডঃ নেল ফিরলেন। তিনজনেই একসঙ্গে খেতে বসলেন। গল্প করতে করতে খাওয়া চললো। তারপর যে যার ঘরে চলে গেলেন।

কতক্ষণ ডেল ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই সে ধড়ফড়িয়ে উঠল। প্রথমে কেমন যেন একটা ভয়-ভয় করতে লাগলো। সে তাকিয়ে দেখলো ডঃ বার্নহামের ঘরের দিকে, তিনি নেই। ল্যাবরেটরির দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চিন্ত হলো। তিনজনেই আপন মনে কাজ করে যাচ্ছেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো সে।

এইটুকু সময়েই ডেল অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তার জীবনে এধরনের নিষ্কর্মতা আর আসে নি। শুধু বসে থাকা, শুধু অপেক্ষা করা—একজন কর্মঠ লোকের কাছে কি নিদারুণ শাস্তি কে বুঝবে ?

ত্নপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ওঁরা তিনজন ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন। জামা-পোশাক বদলিয়ে কফি

নিয়ে বসলেন বাগানে। ডেল-ও এবার গিয়ে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিল।

ডঃ বার্নহাম জিজ্ঞাসা করলেন—কাজের প্রথম দিনটা কেমন লাগছে ?

ডেল হেসে উত্তর দিল—খুব খারাপ। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না।

ডঃ বার্নহাম বললেন—সেইজন্যই আমি আগে কোনোও সিকিউরিটি চীফ রাখতে চাই নি ; কিন্তু জেনারেল জোর করে আপনাকে পাঠালেন। আপনিই বলুন—আমরা তিনজনে প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করি। আমরা তিনজন ছাড়া আমাদের তিনজনের আর কোনো শত্রু এখানে আসতে পারে না। অথচ আমরা তিনজন আজ কতদিন হল একসঙ্গে কাজ করছি। এরা আমার সহকর্মী শুধু নয়, আমার ছাত্র। আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা তিন-জনই যথেষ্ট। বাইরের থেকে আক্রমণ হলে সিকিউরিটি গার্ড আছে, পুলিশ আছে—

হঠাৎ গলা নামিয়ে ডঃ বার্নহাম বললেন—তাছাড়া আমরা যে এখানে বসে গোপন কিছু আবিষ্কার করতে যাচ্ছি—তা কেউ জানে না।

ডেল বললো—আপনার প্রথম কথাগুলো যদিও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু শেষের কথাটা মানতে পারছি না। শত্রুপক্ষকে বোকা ভাববেন না। ওরা সমস্ত খবরই রাখে।

ডঃ বার্নহাম প্রশ্ন করলেন—এটা কি করে সম্ভব ?

ডেল হেসে বললো—শুনেছি যে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের গুপ্তচর অন্য রাষ্ট্রে ছড়িয়ে রাখে। কেউ নিজের দেশের লোক, কেউ-বা

আমাদের দেশেরই লোক। অন্য দেশে রাশিয়ারও যেমন গুপ্তচর আছে, আমাদেরও সেইরকম আছে। তবে তাদের চেনা যায় না—ও কথা যাক্, গুপ্তচরদের সম্বন্ধে আমার তেমন জ্ঞান নেই, সুতরাং বাজে কথাই হয়তো বলে বসবো। আজ আমি ডঃ বীভারের সঙ্গে আলাপ করে এলাম—

ডঃ বার্নহাম বলে উঠলেন—এক পাগল। যে কোনো সুস্থ লোককেই অসুস্থ করে তোলে। এসে কোথায় গল্পগুজব করবেন—তা না, দেখি নাড়িটা, ব্লাডপ্রেশার দেখি, জিব দেখি—

ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ হেসে উঠলেন। ডঃ মারাকোভ বললেন—ওঁর কাজই তো তাই—

ডঃ বার্নহাম বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ভারি তো কাজ—

ডেল বললো—ডঃ বীভার আজ রাত্রে একবার আসবেন বলেছেন।

ডঃ বার্নহাম চুপ করে রইলেন।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে গল্প করার সময় টেলিফোন এলো।

ডেল টেলিফোন ধরে বললো—হ্যালো। কে, ডক্টর বীভার এসেছেন ? আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

ডেল নীচে নেমে গিয়ে দাঁড়ালো। ডক্টর বীভারের গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ডঃ বীভার বললেন—এ কী পাগলামি আমি ঠিক বুঝলাম না। আমাকে সকলে চেনে, তবু আমাকে গেটে আটকানো কেন ?

ডেল বললো—কিছু মনে করবেন না। এটা আমার আদেশ। নিরাপত্তার দিকটা একটু বেশি রকমের কড়াকড়ি করতে হয়েছে।

আমার অনুমতি ছাড়া কাউকে এখানে ঢুকতে দিতে নিষেধ করে দিয়েছি।

ডঃ বীভার তাঁর ব্যাগটা বার করতে করতে বললেন—সবই ভাল, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি নিরাপত্তাটা কোথায় দরকার—গেটে নয়।

ডঃ বীভারকে নিয়ে ডেল ওপরে এল।

ডঃ বীভার একটার চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন—তারপর ডঃ বার্নহাম, কেমন আছেন ? আপনাকে যেন একটু বেশি খুশি খুশি দেখছি—

হ্যাঁ, একটু খুশিতেই আছি—বললেন ডঃ বার্নহাম।—শুধু আমিই নই, নেল আর মারাকোভও খুশিতে আছে।

ডঃ বীভার ওঁদের তিনজনকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার ?

ডঃ বার্নহাম উত্তর দিলেন—ব্যাপার আর কিছুই নয়। আজ মনে হচ্ছে যেন আর দু-তিন দিনের মধ্যে আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারব।

ডঃ বীভার বললেন—তাই নাকি ? সুখবর। আগেই অভিনন্দন জানাচ্ছি—

ডঃ বার্নহাম ব লেন—না, না—আগেই অভিনন্দন জানাবেন না। আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমরা কাজের শেষে এসে পৌঁছেছি, কিন্তু কাজের সময় হয়তো দেখব—হলো না।

এবার ডঃ বীভার বললেন—এবার তবে আমি আমার কাজে আসি। ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ, আপনারা কেমন আছেন ?

দুজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন—খুব ভাল।

খুব ভাল !—ডঃ বীভার হেসে উঠলেন।—একেবারে ছোট ছেলে-দের মতো ডাক্তার দেখলেই সমস্ত অসুখ পালায়! দেখি পাল্‌স্‌—

তুজনেই কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডঃ বীভার তুজনেরই নাড়ি টিপে দেখলেন, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন—না, ভালই আছেন দেখছি।

এবার তিনি ডঃ বার্নহামের দিকে নজর দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ?

আমি খুব ভাল আছি—বলে উঠলেন ডঃ বার্নহাম।

ডঃ বীভার ডঃ বার্নহামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল ?

খুব ভাল না—বললেন ডঃ বার্নহাম।—তবে অন্য দিনের চেয়ে ভাল।

এটাই ভাবিয়ে তুলছে—বললেন ডঃ বীভার। তারপর তাঁর ব্যাগ খুলে থার্মোমিটার বার করে ডঃ বার্নহামের মুখে দিলেন। ডঃ বার্নহাম মুখ বিকৃতি করে থার্মোমিটারটা ধরে রাখলেন। কিছুক্ষণ বাদে থার্মোমিটারটা নিয়ে ডঃ বীভার দেখে বললেন—জ্বর নেই, দেখি ব্লাডপ্রেশার—

ব্লাডপ্রেশার দেখা হলে বললেন—এ-ও তো নর্ম্যাল।

তারপর স্টেথিস্কোপ দিয়ে বুক পিঠ দেখে বললেন—সব ভাল, তবু কেন ঘুম হচ্ছে না। আপনি বোধহয় রাত্রে বেশি চিন্তা করেন। এটা কমাতে হবে। আচ্ছা, আমি চলি।

ডঃ বার্নহাম উঠলেন। তাঁকে গাড়িতে তুলে দিল ডেল। তাঁর গাড়ি ছাড়ামাত্র ডেল টেলিফোনে গেটে জানিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে এল।

এর পর আর গল্প জমলো না। সকলে উঠে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

গভীর রাত্রে ডঃ নেলের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো ডেলের। ডেল ধড়ফড়িয়ে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো —কি হয়েছে?

ডঃ বার্নহাম!—বললেন ডঃ নেল।—উনি আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ডঃ বার্নহাম অসুস্থ?—আশ্চর্য হলো ডেল।—ডঃ বীভারকে ডাকতে হয়—

ডঃ নেল বললো—ডঃ মারাকোভ টেলিফোন করছেন।

ডেল ডঃ নেলের সঙ্গে ছুটে গেল ডঃ বার্নহামের ঘরে।

ডঃ মারাকোভ ওদের দেখে বললেন—ডঃ বীভারকে খবর দিয়েছি। এখুনি আসছেন।

ডেল দেখলো, ডঃ বার্নহাম পেট টিপে ধরে গোঙাচ্ছেন আর ছটফট করছেন। একটু পরেই এলেন ডঃ বীভার। সকলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন।

ডঃ নেল বললেন—ঠিক আগের দিনের মতো।

ডঃ বীভার কতগুলো ওষুধ দিয়ে তাঁকে বমি করিয়ে একটু সুস্থ করে ঘুমের ওষুধ দিলেন। ডঃ বার্নহামকে একটু সুস্থ দেখে তিনি ওদের তিনজনকে নিয়ে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে বসলেন। অন্য তিনজনও বসলো।

তখন ডঃ বার্নহাম কঠিন মুখে বললেন—আমি এতদিন চুপ করে ছিলাম। এবার আমার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। আমি আপনা-

দের সাবধান করে দিতে চাই। যিনি এই খেলা খেলছেন তিনি আগুন নিয়ে খেলছেন। ডঃ বার্ণহামকে সেদিন আমি দেখে গেলাম বেশ ভাল, তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আপনাদের তখন বলি নি—কিন্তু তাঁকে কেউ আর্সেনিক কোনোরকমে খাইয়েছিল। আজও এটা আর্সেনিক বিষের ফল। ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ—খুব সাবধান। এর পরে ওঁর কিছু হলে আমি পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব।

ডঃ নেল ও ডঃ মারাকোভ হতভম্বের মতো বসে রইলেন।

ডঃ বীভার ডেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও আবার ওঁকে কেউ আর্সেনিক দিয়েছে। আপনাকে আমি কি বলব বুঝতে পারছি না। শুধু একটা অনুরোধ করবো—ডঃ বার্ণহামের কাছে আপনি বসে থাকবেন, কাউকে ওঁর কাছে যেতে দেবেন না—এমন কি ওঁর ঘরেও না। বার্লি ওয়াটার আপনি নিজের হাতে ওঁকে খাওয়াবেন। আজ খুব সাবধানে থাকতে হবে—একটু এদিক ওদিক হলে ডঃ বার্ণহামকে আর বাঁচানো যাবে না। আমি এখন যাচ্ছি। চেম্বারে যাওয়ার আগে আমি আর একবার দেখে যাব।

ডঃ বীভার চলে গেলেন।

ডঃ নেল বলে উঠলেন—রাস্কেল! বলে কি না আমরা ডঃ বার্ণহামকে আর্সেনিক খাইয়েছি!

ডঃ মারাকোভ তাকালেন ডেলের দিকে।

ডেল বললো—শুনলেন তো ওঁর ধারণার কথা।

ডঃ. মারাকোভ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন?

আমার বিশ্বাসের কথা ওঠে না—উত্তর দিল ডেল।—ডাক্তারের কথা আমাকে শুনতে হবে।

ডেল ডঃ বার্নহামের ঘরে গিয়ে প্রথমে যেন কি একবার ভাবলো, তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই সে বলে উঠলো—কে, স্টেলা? জেনারেলকে একবার খবর দাও। খুব জরুরি, এখানে ভয়ানক বিপদ। এক্ষুনি যেন উনি ল্যাবরেটরিতে একবার আসেন।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সে ভাবতে বসলো। ডঃ বার্নহামের আবার সেই একই ব্যাপার কি করে সম্ভব হলো? আবার সেই আর্সেনিক —ভেবে ভেবে সে কোনো কূলকিনারা করতে পারে না। বারান্দার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো—ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ চুপ করে পাথরের মতো চেয়ারে বসে রয়েছেন। কেউ একটাও কথা বলছেন না।

সকাল হয়ে গেল। ডঃ বার্নহাম যেন একটু স্বস্তিতে ঘুমোচ্ছেন। ডেল উঠে পায়চারি করতে লাগলো। হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে ডঃ মারাকোভের গলা শুনতে পেল—আপনি কি কফি খাবেন? না, আপনাকেও আর্সেনিক খাওয়াবো বলে ভয় করেন?

ডেল ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে কফির কাপ হাতে নিয়ে বললো —উত্তেজিত হবেন না। ডঃ বীভার আপনাদের ওপর সন্দেহ করেছেন—এতে আপনারা দুঃখ পেতে পারেন, কিন্তু উনি আর কাকে সন্দেহ করবেন? কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে—সেই-টাই আমি ঠিক ধরতে পারছি না।

কফি শেষ করে ডেল আবার ডঃ বার্নহামের ঘরে ফিরে গেল। ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে সোজা হয়ে

উঠে বসলো। আপন মনেই বলে উঠলো—কী আশ্চর্য! এটাই আগে মনে আসে নি? কী সাজ্ঘাতিক!

ডেল অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একবার দেখে নিল ওরা দুজনে কোথায়? দুজনেই ঘরে বসে কথা বলছেন।

সাড়ে সাতটা নাগাদ এলেন জেনারেল। জেনারেলকে কালকের সমস্ত ঘটনা ডেল জানালো।

জেনারেল বললেন—কাজ প্রায় শেষ, আর ঠিক এই সময়ে আবার আর্সেনিক! ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ কি বলেন?

ডঃ বীভারকে ধরে ছিঁড়ে খেতে চান—উত্তর দিল ডেল।

আটটা নাগাদ এলেন ডঃ বীভার।

জেনারেলকে দেখেই বললেন—ভালই হয়েছে আপনি এসে গেছেন। শুনেছেন তো সব কথা। দেখুন তো কি ভয়ানক ব্যাপার। আমার মনে হয় এখনই ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। নয়তো আমি ডঃ বার্নহামের দায়িত্ব আর নিতে পারব না।

জেনারেল তাকালেন ডেলের দিকে। বললেন—তোমার কি মনে হয়?

ডেল বললো—সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার। সেইজন্য ডঃ মারাকোভ আর ডঃ নেলকেও এখানে ডাকা উচিত।

ওঁরা দুজন এলে ডেল বলতে লাগলো—আমাকে জেনারেল আগে থেকেই জানিয়েছিলেন যে ডঃ বার্নহামকে কেউ আর্সেনিক খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করছে। এই হত্যা বন্ধ করার জন্যই আমার

এখানে আসা। আমি আসার পরও আর একবার ডঃ বার্নহামকে কে বা কারা আর্সেনিক দিয়েছে। এ ব্যাপার দুটোতে ডঃ বীভার নিঃসন্দেহ। আমি ভাল করে দেখেছি যে এখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা। বাইরের থেকে কারুর আসা সম্ভব নয়। আমি কাউকে আসতেও দেখি নি। স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভের ওপর। এঁরা দুজনই ডঃ বার্নহামের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং এঁরা দুজনই রান্নাবান্না করেন, খেতে দেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, এঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে কিছু হলে এঁদের ওপরই সন্দেহ পড়বে। তবে এটা সম্ভব যে এঁদের মধ্যে একজন অন্যের অলক্ষ্যে কোনোরকমে খাবারে আর্সেনিক মিশিয়ে দিয়েছেন। আমি তাই এঁদের দুজনের ওপরেই নজর রেখেছিলাম। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখি নি। কাল রাতের ঘটনার পর আমি অনেক ভেবেছি। ডঃ বীভার আমাকে বলেছেন যে প্রথম দিন উনি ডঃ বার্নহামকে সুস্থ দেখে গেলেন, সেই রাত্রেই ডঃ বার্নহামকে কেউ আর্সেনিক দিল, তাই না ডঃ বীভার?

ডঃ বীভার বললেন—হ্যাঁ।

ডেল বলতে লাগলো—কাল রাত্রে আবার ডঃ বীভার ডঃ বার্নহামকে দেখে গেলেন, আবার কাল রাত্রে তাঁকে আবার আর্সেনিক দেওয়া হলো। এখন বলুন, ডঃ বীভার—এটা কেন হলো। দু দু'বার আপনি এসে দেখে গেলেন আর সেই দুই রাত্রেই ডঃ বার্নহামকে আর্সেনিক দেওয়া হলো?

ডঃ বীভার রাগে লাফিয়ে উঠলেন—আপনি কি বলতে চাইছেন, মিঃ ওয়েট?

ডেল বললো—অত্যন্ত সোজা কথা। আপনি কী করে ডঃ

বার্নহামকে আর্সেনিক খাওয়ালেন ?

সাবধান—বলে তেড়ে উঠলেন ডঃ বীভার।

জেনারেল রিভলভার বার করে লক্ষ্য করলেন ডঃ বীভারকে। আদেশ করলেন—বসুন।

ডঃ বীভার মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

ডেল বলতে লাগলো—শত্রুপক্ষ এই আবিষ্কার বানচাল করবে জানা কথা। শত্রুপক্ষ ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভকে দলে আনা অসুবিধা দেখে দলে নিল ডঃ বীভারকে। ডঃ বীভার ডাক্তার, তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। ডঃ বীভার নিশ্চিন্ত, তিনি সন্দেহ চাপিয়ে দিলেন এঁদের দুজনের ওপর। আমি লক্ষ্য করেছি ডঃ বীভার এঁদের দুজনের শুধু নাড়ি টিপে ছেড়ে দেন, কিন্তু ডঃ বার্নহামকে ভাল করে দেখেন। টেম্পারেচার নেবার জন্য মুখে থার্মোমিটার দেন এবং এই থার্মোমিটারে লাগানো থাকে নিশ্চয়ই আর্সেনিক। ওঁর ব্যাগ খুলে থার্মোমিটারটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

জেনারেল বললেন—ধন্যবাদ ডেল। তুমি আমাদের ভয়ঙ্কর উপকার করলে। তোমার আর এখানে থাকা দরকার নেই। আমরা ডঃ বীভারকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আর ওখান থেকে একজন ভাল ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

ডেল উঠে দাঁড়ালো।

ডঃ নেল আর ডঃ মারাকোভ ডেলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন